প্রথম আলো
Prothom Alo North America
Thursday, 26 March 2026, 9th Year, Issue 471, 40 Pages
বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ ২০২৬, ১২ চৈত্র ১৪৩২, ৭ শাওয়াল ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৭১, পৃষ্ঠা ৪০

শ্রীমঙ্গলের কৃতি সন্তান রাহাত বকস আমেরিকান ডাক্তার
পৃষ্ঠা ২২

ভারত সফর স্থগিত করলেন শাকিরা
পৃষ্ঠা ৩৬

যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫৬তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন

ঢাকা ডেস্ক

মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়ে বৃহস্পতিবার জাতি পালন করেছে দেশের ৫৬তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। দিনটি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ভোরে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পরে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাশাপাশি হাজারো সাধারণ মানুষ শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এখনো মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় হতাশার পাশাপাশি নতুন করে দেশ গড়ার প্রত্যাশা উচ্চারিত হয়েছে তাদের কণ্ঠে।

ঢাকাসহ দেশের সব জেলা ও উপজেলায় বৃহস্পতিবার ভোরে তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

ঈদ উদযাপিত গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ঈদ উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে প্রবাসী বাঙ্গালি মুসলিমরা বিভিন্ন মসজিদে ঈদের নামাজে অংশ নেন। বেশীর ভাগ মসজিদেই একাধিক ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ছবিতে মিশিগানের একটি মসজিদে মুসল্লিদের নামাজ আদায়। পার্থ সারথী দেব

ট্রাম্পের চাপ বাড়ছে, ইরানের ‘না’

ইফতেখারুল ইসলাম

পাকিস্তানের মাধ্যমে তেহরানে পৌঁছেছে মার্কিন প্রস্তাব — একমাসের যুদ্ধবিরতি ও পরমাণু কর্মসূচি গুটিয়ে নেওয়ার শর্ত। তবে ইরান বলছে, কোনো আলোচনাই হচ্ছে না।

ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ থামাতে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ইরান যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার একটি পথ খুঁজছেন বলে ইঙ্গিত মিলেছে। তবে কীভাবে এই যুদ্ধের ইতি টানা হবে, সে বিষয়ে এখনো সুস্পষ্ট কোনো কৌশল দেখা যাচ্ছে না।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্রে বিপাকে পড়ছেন অভিবাসী চিকিৎসকেরা

ভিসা স্থগিত নীতির প্রভাব

ডাঃ বি. এম. আতিকুজ্জামান

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাত দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসক সংকটের মুখোমুখি—বিশেষ করে গ্রামীণ ও সেবাবঞ্চিত এলাকাগুলোতে। এই প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক এক নীতিগত পরিবর্তন নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩৯টি দেশের নাগরিকদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইমিগ্রেশন সুবিধা—বিশেষত কাজের অনুমোদন (work authorization) নবায়নের প্রক্রিয়া—অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার অভিবাসী চিকিৎসক সরাসরি কর্মহীন হয়ে পড়ছেন বা কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন না।

অভিবাসী চিকিৎসকদের ভূমিকা
যুক্তরাষ্ট্রের মোট চিকিৎসকদের প্রায় এক-চতুর্থাংশই অভিবাসী। এদের একটি বড় অংশ কাজ করেন সেইসব অঞ্চলে, যেখানে স্থানীয় চিকিৎসকের অভাব প্রকট। ফলে এই নীতির প্রভাব শুধু চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সরাসরি রোগীসেবার ওপর প্রভাব ফেলছে।

- যুক্তরাষ্ট্রের মোট চিকিৎসকদের প্রায় এক-চতুর্থাংশই অভিবাসী
- সাধারণত H-1B ভিসাধারীরা কাজের অনুমোদন নবায়নের জন্য আবেদন করলে ২৪০ দিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারেন

কী ঘটছে বাস্তবে?
সাধারণত H-1B ভিসাধারীরা কাজের অনুমোদন নবায়নের জন্য আবেদন করলে ২৪০ দিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান স্থগিতাদেশের কারণে সেই প্রক্রিয়াই থমকে গেছে। ফলে অনেক চিকিৎসক বাধ্য হচ্ছেন—চাকরি থেকে বিরতি নিতে, বেতন ছাড়া ছুটিতে যেতে, অথবা যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে। যদিও অনেকেই আইনি দৃষ্টিতে দেশে থাকতে পারছেন, কিন্তু কাজ করার অনুমতি না থাকায় তারা কার্যত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে যাচ্ছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

LABONNO
FINE DINE & PARTY HALL
লাবন্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হল
২০০ জন অতিথির জন্য সুসজ্জিত ও প্রশস্ত পার্টি হলের ব্যবস্থা
Phone: 718-235-7876 & 718-362-4298
labonnofinedine@gmail.com
1193 & 1195 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208
ডাইন ইন
টেক-আউট
ক্যাটারিং
পার্টি বুকিং
পরিবারের সাথে আরামদায়ক পরিবেশে এশিয়ান ফিউশন খাবারের একমাত্র ঠিকানা

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ :
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
BRONX OFFICE 2040 McGraw Avenue Bronx NY 10462
LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER
OUR OTHER SERVICES:
- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T- SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING
Mohammed K. Chishti, CPA
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

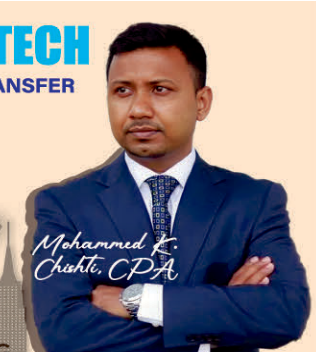

INJURED?
WE SPECIALIZE IN
আপনি কি আহত হয়েছেন?
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ
- CAR ACCIDENTS
- WORK RELATED ACCIDENTS
- SLIP/TRIP & FALLS
- CONSTRUCTION ACCIDENTS
- গাড়ি দুর্ঘটনা
- কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া
- নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
“HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE”
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।
Abu Ahmed, Esq.
Usman Ahmed, Esq.
AHMED LAW FIRM Call Now: (718) 848-9595
www.ahmedattorneys.com
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS LAW GROUP

24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS

CALL NOW

718.997.9797

আমরা বাংলা কথা বলি

CAR ACCIDENTS

CONSTRUCTION ACCIDENTS

TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars

RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams

NY Injury Attorney

Office Locations:

Forest Hills   Valley Stream

INJURED

আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংকক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আলোচিত সাবেক জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার

ঢাকা ডেস্ক

মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী

ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার গভীর রাতে রাজধানীর বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান শফিকুল ইসলাম। তিনি জানান, মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে 'পাঁচটির মতো' মামলা রয়েছে।

২০০৭ সালে সেনাবাহিনীর নবম ডিভিশনের জিওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। একই বছর এক-এগারোর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তিনি গুরুতর অপরাধ দমন-সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন। জরুরি অবস্থার ওই সময়ে পেছন থেকে জেনারেল মাসুদই যৌথ বাহিনীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতেন বলে ধারণা করা হতো।

সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বাধীন ওই বাহিনী শীর্ষ রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করত এবং পরে তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা দেওয়া হতো। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বারিধারা ডিওএইচএসের ২ নম্বর লেনের ১৫৩ নম্বর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০০৭ সালে সেনাবাহিনীর নবম ডিভিশনের জিওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। একই বছর এক-এগারোর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তিনি গুরুতর অপরাধ দমন-সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন। পরে ২০০৮ সালের জুনে তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরও তিনি ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ওই দায়িত্বে বহাল ছিলেন।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

সম্পাদকীয়

কূটনীতির ভাষা বনাম যুদ্ধের বাস্তবতায় মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত আবারও প্রমাণ করছে—এই অঞ্চলে শান্তি যেমন দ্রুত উচ্চারিত হয়, তেমনি দ্রুতই তা ভেঙে পড়ে বাস্তবতার কঠিন মাটিতে। একদিকে যুদ্ধ, অন্যদিকে কূটনীতির আহ্বান—এই দ্বৈত বাস্তবতা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি পদক্ষেপ এবং প্রতিটি সংকেত গভীর অনিশ্চয়তার জন্ম দিচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বক্তব্য, যেখানে তিনি ইরানের কাছ থেকে একটি “উপহার” পাওয়ার কথা উল্লেখ করে সম্ভাব্য কূটনৈতিক অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেটি যেমন আশার আলো দেখায়, তেমনি তার প্রশাসনের সামরিক প্রস্তুতি সেই আশাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

এই পরিস্থিতির পটভূমি অত্যন্ত রক্তাক্ত ও অস্থির। ২৮ ফেব্রুয়ারির সামরিক অভিযানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নিহত হওয়ার পর থেকে যে প্রতিক্রিয়াশীল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তা এখন পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের লক্ষ্যভিত্তিক আঘাত শুধু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও একটি রাষ্ট্রের জন্য গভীর আঘাত। ফলে ইরানের প্রতিক্রিয়া যে কঠোর হবে, তা অনুমান করা কঠিন ছিল না। হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত তারই প্রতিফলন—যা কেবল একটি আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর সরাসরি চাপ সৃষ্টি করার একটি কৌশল।

হরমুজ প্রণালি বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। এটি অবরুদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, পুরো বিশ্বের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলায় অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া। তেলের দাম বৃদ্ধি, বাজারের অস্থিরতা, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর অতিরিক্ত চাপ—সব মিলিয়ে এটি একটি বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের কঠোর হুঁশিয়ারি—ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংসের হুমকি—একটি সামরিক চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু একইসঙ্গে হঠাৎ করে সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া এবং কূটনৈতিক অগ্রগতির কথা বলা একটি ভিন্ন বার্তা দেয়।

এই দ্বৈত বার্তাই আজকের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। একদিকে কূটনীতির ভাষা, অন্যদিকে সামরিক প্রস্তুতি—এই দুইয়ের সমান্তরাল চলাচল কি একটি সুপরিকল্পিত কৌশল, নাকি এটি অনিশ্চয়তার বহিঃপ্রকাশ? যুক্তরাষ্ট্রের ৮২তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের সৈন্য মোতায়েনের খবর এই প্রশ্নকে আরও জোরালো করে। কূটনীতির আলোচনার টেবিল যদি সত্যিই প্রস্তুত হয়, তবে একইসঙ্গে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি কি সেই আলোচনাকে দুর্বল করে না? আবার অন্যদিকে, সামরিক উপস্থিতি কি আলোচনার জন্য চাপ সৃষ্টি করার একটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে?

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই সংকটের মানবিক মূল্য। যুদ্ধের প্রতিটি দিন শুধু কৌশলগত হিসাব-নিকাশ নয়, বরং মানুষের জীবন, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বোমার শব্দের মাঝে কূটনীতির ভাষা অনেক সময় দুর্বল শোনায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সেটিই একমাত্র টেকসই পথ। প্রশ্ন হলো—বর্তমান নেতৃত্ব কি সেই পথকে সত্যিকার অর্থে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, নাকি কূটনীতি কেবল সময়ক্ষেপণের একটি হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে?

এই সংকটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্য। ইসরায়েলের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন এই সংঘাতকে একটি বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক খেলায় পরিণত করেছে। অন্যদিকে, ইরানের প্রতিক্রিয়া শুধু প্রতিশোধ নয়, বরং তার আঞ্চলিক প্রভাব বজায় রাখার একটি প্রচেষ্টা। এই প্রেক্ষাপটে প্রতিটি পদক্ষেপই বহুমাত্রিক—যেখানে সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সব দিক একে অপরের সঙ্গে জড়িত।

অতএব, বর্তমান পরিস্থিতি একটি জটিল সন্ধিক্ষণ। এখানে প্রতিটি সিদ্ধান্তের তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রয়েছে। কূটনীতির সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনি সংঘাত আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই অবস্থায় সবচেয়ে জরুরি হলো স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা এবং বাস্তববাদী কূটনীতি। যুদ্ধের উত্তাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি সত্যিকার অর্থে আলোচনার পথ তৈরি করা যায়, তবে সেটিই হবে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র কার্যকর উপায়।

শেষ পর্যন্ত, মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকট আমাদের একটি পুরনো সত্যই আবার স্মরণ করিয়ে দেয়—যুদ্ধ শুরু করা যত সহজ, শেষ করা তত কঠিন। আর কূটনীতির প্রকৃত সাফল্য তখনই, যখন তা শুধু শব্দে নয়, বাস্তবতায় প্রতিফলিত হয়। এখন দেখার বিষয়, এই সংকট কি নতুন এক শান্তির পথ তৈরি করবে, নাকি আরও গভীর অস্থিরতার দিকে ঠেলে দেবে পুরো অঞ্চলকে।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা : আস্থা ফিরিয়ে আনার এখনই সময়

আজিজুল আম্বিয়া

শয্যা ছাড়িয়ে রোগীদের অবস্থান করতে হয় মেঝে কিংবা বারিন্দার করিডোরে। একটি জেলা হাসপাতালের ছবি

বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায়, কোনো রোগীর ভুল চিকিৎসার ঘটনা সামনে আসার পর জানা যায় সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকটির কোনো বৈধ লাইসেন্সই ছিল না। তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই গাফিলতির দায়ভার নেবে কে? অতীতে নানা প্রতারণার ঘটনা মানুষ দেখেছে। তবুও কেন বারবার একই ধরনের অনিয়ম সামনে আসে, এই প্রশ্ন এখন আরও জোরালো হয়ে উঠছে।

একসময় বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক চিকিৎসকের বক্তব্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল যে ডাক্তারকে ‘স্যার’ বলতে হবে। বাস্তবে আজ অনেক ক্ষেত্রে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে রোগীরা চিকিৎসকের কাছে প্রশ্ন করতেও সংকোচ বোধ করেন। অথচ চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক হওয়া উচিত আস্থা, সহমর্মিতা ও মানবিকতার ওপর ভিত্তি করে।

এটি অবশ্য নতুন কোনো সমস্যা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের অভিযোগ, চিকিৎসকেরা অনেক ক্ষেত্রে রোগীর বন্ধু হয়ে উঠতে পারছেন না। তাই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ বিষয়ে সরকারকে আর দেরি না করে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মোঃ সাখাওয়াত হোসেনের প্রতি মানুষের অনেক আশা রয়েছে। কারণ প্রধানমন্ত্রী তারেক জিয়া দীর্ঘদিন লন্ডনে অবস্থান করেছেন এবং উন্নত দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত। তাই অনেকেই আশা করছেন, যুক্তরাজ্যের মতো আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার কিছু ইতিবাচক দিক বাংলাদেশেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

বাস্তবতা হলো দেশে এখনো অনেক ক্ষেত্রে পুরোনো ও অকার্যকর চিকিৎসাব্যবস্থা চালু রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মধ্যবিত্ত মানুষ চিকিৎসা ব্যয়ের চাপে দিশেহারা। অনেক পরিবার চিকিৎসা করাতে গিয়ে নীরবে অসহায়ত্বের চিত্র দেখতে দেখতে নিজেরাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন।

সরকার কিংবা সুশীল সমাজের ভূমিকা নিয়েও অনেকের অভিযোগ রয়েছে। তবে এমন অনেক মানুষও আছেন যারা এখন আর অভিযোগ করতেও চান না, কারণ তাদের মনে হয়েছে এসব কথা বলেও তেমন পরিবর্তন হয় না।

কিন্তু একটি সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কি একটি কার্যকর ও মানবিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে না? প্রশ্নটি এখন সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত গানের কথা মনে পড়ে।

“মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য,
একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না, ও বন্ধু?”

এই মানবিক আবেদন আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়।

বাস্তবতা হলো স্বাস্থ্যখাতের দুর্বল ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ বিপুলভাবে লাভবান হচ্ছে। যদিও তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু তাদের প্রভাব অনেক বড়।

আজ যাদের অর্থ আছে তারা সহজেই বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন। ফলে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে তাদের উদ্বেগ তুলনামূলক কম। অথচ দেশের গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষ বাধ্য হয়ে স্থানীয় হাসপাতালগুলোর ওপর নির্ভর করেন, যেখানে অনেক ক্ষেত্রে অনিয়ম এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে।

অনেক প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা বিল এত বেশি হয়ে যায় যে রোগীর পরিবারের পক্ষে তা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া রোগীর মরদেহ বিল পরিশোধ না করা পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আটকে রেখেছে।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় বড় অঙ্কের টাকা অগ্রিম নেওয়া হয়। অনেক জায়গায় প্রায় ৩৫ হাজার টাকা বা তারও বেশি জমা দিতে হয়। পরে চিকিৎসা না করালেও নানা অজুহাতে এই টাকা ফেরত দেওয়া হয় না।

কিডনি ডায়ালাইসিস, হার্টে রিং বসানো কিংবা লাইফ সাপোর্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারিত নেই। ফলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনেক সময় ইচ্ছামতো বিল তৈরি করতে পারেন।

ওষুধের দাম নিয়েও মানুষের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। অনেক সময় ওষুধের গায়ে স্পষ্ট মূল্য লেখা থাকে না। ফলে কিছু ফার্মেসি মালিক সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামতো দাম আদায় করেন। এমন উদাহরণও রয়েছে যেখানে ৩০০ টাকার একটি ইনজেকশন বিক্রি হয়েছে ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকায়।

অপ্রয়োজনীয় টেস্ট ও ওষুধের প্রেসক্রিপশনও একটি বড় সমস্যা। অনেক রোগী সামান্য সর্দি-কাশি নিয়ে চিকিৎসকের কাছে গেলে তাকে একাধিক টেস্ট করতে বলা হয়। পাশাপাশি নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, এসবের পেছনে কমিশন বাণিজ্য কাজ করে। কিছু চিকিৎসক নির্দিষ্ট ওষুধ কোম্পানির ওষুধ লিখে থাকেন কমিশনের আশায়। কখনো কখনো নিম্নমানের ওষুধও প্রেসক্রিপশনে দেখা যায়। রোগীরা যদি নির্দিষ্ট জায়গায় টেস্ট না করান, তখন অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকের অসন্তোষও দেখা যায়।

ডাক্তারের ভিজিট ফি নিয়েও কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। কোথাও ১ হাজার টাকা, কোথাও ৩ হাজার টাকা বা তারও বেশি নেওয়া হয়। অনেক জায়গায় রিপোর্ট দেখানোর জন্যও আলাদা ফি দিতে হয়।

সরকার যদি এই খাতে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তাহলে অনেক সমস্যারই সমাধান সম্ভব। ভিজিট ফি নির্ধারণ, টেস্টের মূল্য নির্দিষ্ট করা, ওষুধের দাম স্বচ্ছ করা এবং হাসপাতালের বিলিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা গেলে পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নত হবে।

উন্নত অনেক দেশে স্বাস্থ্যসেবার মান যাচাইয়ের জন্য বিশেষ তদারকি ব্যবস্থা রয়েছে। কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট টিম রোগী সেজে হাসপাতালে গিয়ে সেবার মান পর্যবেক্ষণ করে। রোগীদের মতামত সংগ্রহ করা হয় এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বাংলাদেশেও যদি এমন একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা যায় তাহলে অনেক অনিয়ম সহজেই কমে আসবে। এছাড়া দেশের অনেক বৃদ্ধ মানুষ আছেন যাদের দেখভাল করার মতো কেউ নেই। তাদের কথা চিন্তা করে বিদেশের মতো কেয়ার হোম ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জিপি বা পারিবারিক চিকিৎসক ব্যবস্থা। যুক্তরাজ্যে প্রতিটি নাগরিক একটি নির্দিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে নিবন্ধিত থাকেন। ফলে রোগীর চিকিৎসা ইতিহাস সংরক্ষিত থাকে এবং দেশের যে কোনো জায়গা থেকে চিকিৎসা নেওয়া সহজ হয়।

বাংলাদেশেও যদি ধীরে ধীরে একটি ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তাহলে রোগীর তথ্য সংরক্ষণ, চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি সব ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া সম্ভব।

সরকারি ল্যাবের মাধ্যমে টেস্ট করা হলে দালাল চক্র কমে যাবে। সরকার নিয়ন্ত্রিত ফার্মেসির মাধ্যমে ওষুধ সরবরাহ করা গেলে দরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে এবং সচ্ছল মানুষ নির্ধারিত মূল্যে ওষুধ পেতে পারেন।

গর্ভবতী নারীদের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বার্থ সেন্টার চালু করা যেতে পারে, যেখানে দক্ষ ধাত্রীদের তত্ত্বাবধানে স্বাভাবিক প্রসব নিশ্চিত করা হবে। এতে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন কমবে। জরুরি সেবার ক্ষেত্রে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করলে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছানোর ব্যবস্থাও আরও কার্যকর করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই সব উদ্যোগ বাস্তবায়নের অর্থ কোথা থেকে আসবে। পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রীয় তহবিল, স্বাস্থ্যবীমা ব্যবস্থা এবং সীমিত নিবন্ধন ফি চালুর মাধ্যমে এই ব্যয় অনেকটাই বহন করা সম্ভব।

সবশেষে এটাও বলা জরুরি যে দেশের অনেক চিকিৎসক আছেন যারা নিষ্ঠা ও মানবিকতার সঙ্গে কাজ করছেন। অনেকেই গরিব রোগীদের বিনা খরচে চিকিৎসা দেন এবং নৈতিকতার সঙ্গে আপস করেন না। তাদের প্রতি আমাদের গভীর সম্মান থাকা উচিত। স্বাস্থ্যখাত একটি রাষ্ট্রের কল্যাণব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। তাই এই খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দ্রুত সংস্কার অপরিহার্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন তাহলে দেশের স্বাস্থ্যখাতে আবারও শৃঙ্খলা ও মানুষের আস্থা ফিরে আসবে। এটাই দেশের মানুষের প্রত্যাশা।

বুদ্ধিদীপ্ত জাতির পূর্বশর্ত শক্তিশালী প্রাথমিক শিক্ষা ও কার্যকর ভর্তি পরীক্ষা

মেশকাতুন নাহার

মানুষের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে একটি মৌলিক সত্য বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে—যে শিকড় যত গভীর, তার বৃক্ষ ততই স্থিতিশীল। এই সত্যটি কেবল প্রকৃতির নিয়ম নয়; এটি মানবসভ্যতারও এক অনিবার্য দর্শন। একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, তার সৃজনশীলতা, এমনকি তার নৈতিক স্থিতিও নির্ভর করে সেই জাতির প্রাথমিক শিক্ষার ওপর—যা আসলে একটি অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী ভিত্তিপ্রস্তর। এই ভিত্তি দুর্বল হলে উপরিভাগের সব অর্জনই হয়ে ওঠে ভঙ্গুর, অস্থায়ী এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণামূলক।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় আমরা এমন এক সময়ের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করছি, যেখানে উন্নয়নের বহুমাত্রিক সূচক দৃশ্যমান হলেও শিক্ষার মৌলিক স্তরে এক ধরনের নীরব সংকট জমাট বাঁধছে। শিশুরা শিখছে, কিন্তু তারা কতটা বুঝছে? তারা পড়ছে, কিন্তু কতটা অনুধাবন করছে? এই প্রশ্নগুলো এখন আর তাত্ত্বিক নয়; বরং এগুলো জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

প্রাথমিক শিক্ষা কেবল একটি ধাপ নয়; এটি শিক্ষাজীবনের দার্শনিক ভিত্তি। এখানেই শিশুর চিন্তার ধরণ গড়ে ওঠে, এখানেই তার যুক্তির বীজ রোপিত হয়, এবং এখানেই তার শেখার প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয়। কিন্তু যদি এই স্তরেই শৈথিল্য থাকে—যদি এখানে গুণগত মান নিশ্চিত না হয়—তাহলে শিক্ষার পরবর্তী সব স্তর হয়ে ওঠে এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতা, যেখানে সারবস্তুর চেয়ে কাঠামো বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই বাস্তবতায় ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। একে শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার একটি মাধ্যম হিসেবে দেখা একটি সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। বরং এটি হতে পারে প্রাথমিক স্তর থেকেই একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বৌদ্ধিক অনুশীলনের সূচনা। ভর্তি পরীক্ষা এমন একটি কাঠামো তৈরি করতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে, তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে এবং শেখার প্রতি একটি সুসংগঠিত মনোভাব তৈরি করে।

দার্শনিকভাবে চিন্তা করলে, পরীক্ষা আসলে আত্ম-অন্বেষণের একটি প্রক্রিয়া। এটি শিক্ষার্থীকে তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে, তার শক্তি ও দুর্বলতা বুঝতে সাহায্য করে, এবং তাকে ক্রমাগত উন্নতির পথে পরিচালিত করে। যদি এই প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক স্তর থেকেই সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে—যা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। তবে এখানে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি যেন কেবল নম্বরের প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং এটি এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যেখানে মৌলিক ধারণা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং সৃজনশীল চিন্তার মূল্যায়ন করা হয়। তখনই এটি একটি প্রকৃত শিক্ষণ-উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে, যা প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনের জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হওয়া উচিত প্রাথমিক শিক্ষায়। কারণ এখানেই ভবিষ্যতের চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক এবং সৃজনশীল মানুষদের বীজ রোপিত হয়। যদি আমরা এই স্তরে গুণগত মান নিশ্চিত করতে পারি এবং তার সঙ্গে একটি কার্যকর ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি যুক্ত করতে পারি, তাহলে আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব, যা কেবল দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করবে না, বরং একটি সচেতন, যুক্তিবাদী এবং সৃজনশীল জাতি নির্মাণে ভূমিকা রাখবে।

শেষ পর্যন্ত, একটি জাতির প্রকৃত শক্তি তার জ্ঞানে, আর সেই জ্ঞানের প্রকৃত শক্তি তার ভিত্তিতে। আমরা যদি সেই ভিত্তিকে মজবুত করতে পারি—দার্শনিকভাবে, কাঠামোগতভাবে এবং কার্যকরভাবে—তাহলেই আমরা ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে একটি আলোকিত, বুদ্ধিদীপ্ত এবং স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

জলসংকট, জলজালিয়াতি ও হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব

আলম শাইন

পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় তিনভাগই জলরাশি হলেও বিশুদ্ধ জলের সংকটে ভুগছে বিশ্বের অসংখ্য মানুষ। প্রকৃতির এই প্রাচুর্যের মাঝেও নিরাপদ পানির অভাব আজ মানবসভ্যতার জন্য এক বড় সংকটে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৮০টি দেশের প্রায় ১২০ কোটি মানুষ নিরাপদ পানির অভাবে জীবনযাপন করছে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো—প্রতিবছর প্রায় ১৮ লাখ শিশু দূষিত পানি পান করার কারণে প্রাণ হারাচ্ছে।

বিশুদ্ধ পানির অভাবের পেছনে নানা কারণ রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদি খরা, নদী-নালার পানি কমে যাওয়া, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নিচে নেমে যাওয়া এবং অনেক অঞ্চলে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যাওয়া এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পরিবেশবিদদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণতা যদি আর মাত্র ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায়, তবে পৃথিবীর প্রায় ১৪৫ কোটি মানুষ সুপেয় জলের সংকটে পড়বে। এর মধ্যে এশিয়ায় প্রায় ১২০ কোটি এবং আফ্রিকায় প্রায় ২৫ কোটি মানুষ সরাসরি এই সংকটের মুখোমুখি হবে। এই পরিস্থিতির বাইরে থাকবে না বাংলাদেশও। ভৌগোলিক অবস্থান ও বিপুল জনসংখ্যার কারণে এ দেশ তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

বিশ্বে মোট মজুদ পানির পরিমাণ প্রায় এক হাজার ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এই বিপুল পানির প্রায় ৯৭.২ শতাংশই রয়েছে সমুদ্রে, যা লবণাক্ত হওয়ায় সরাসরি পানযোগ্য নয়। আবার প্রায় ২.১৫ শতাংশ পানি জমাটবদ্ধ অবস্থায় বরফ হিসেবে রয়েছে মেরু অঞ্চল ও উঁচু পর্বতশৃঙ্গে। ফলে মানুষের সরাসরি ব্যবহারের উপযোগী পানির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র প্রায় ০.৬৫ শতাংশ। এর মধ্যেও প্রায় ০.৩৫ শতাংশ পানি রয়েছে ভূগর্ভে, যা উত্তোলনের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে হয়।

একজন মানুষের দৈনিক পানযোগ্য পানির প্রয়োজন গড়ে প্রায় ৩ লিটার। কিন্তু গোসল, রান্না, কাপড় ধোয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য গৃহস্থালি কাজে একজন মানুষের প্রতিদিন প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তরই পানির ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। তাই স্বাভাবিকভাবেই পানির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, দ্রুত নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের ফলে পানির ওপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। শিল্পকারখানার বর্জ্যে নদী ও জলাশয় দূষিত হয়ে পড়ছে। আবার কৃষিকাজে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে অনেক এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্তমানে পানির সংকট শুধু পরিমাণের নয়, এর মান নিয়েও গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

সমগ্র বিশ্বে পানি সংকট ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মরিস স্ট্রং এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সতর্ক করে বলেছিলেন—একুশ শতকে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার অন্যতম কারণ হতে পারে পানি।

এই আশঙ্কা কেবল তাত্ত্বিক নয়; বাস্তব রাজনীতিতেও এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সংঘাত ও উত্তেজনার পেছনেও জলপথ ও জলসম্পদের কৌশলগত গুরুত্ব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে প্রায়ই উত্তেজনা দেখা যায়। যদিও এটি মূলত তেল পরিবহনের জন্য পরিচিত, তবু এই সামুদ্রিক পথকে ঘিরে কৌশলগত প্রতিযোগিতা দেখিয়ে দেয়—জলপথ ও জলসম্পদ ভবিষ্যতে কত বড় ভূরাজনৈতিক সংঘাতের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই নদীর পানি বণ্টন নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন নীলনদের পানি নিয়ে বুরুন্ডি, কঙ্গো, তানজানিয়া, ইথিওপিয়া, সুদান, মিসর, কেনিয়া, রুয়ান্ডা ও উগান্ডাসহ কয়েকটি দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মতবিরোধ চলছে। বিভিন্ন সময় চুক্তি হলেও উত্তেজনা পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি এখনো।

উত্তর আমেরিকাতেও পানিকে কেন্দ্র করে কূটনৈতিক টানাপোড়েন দেখা গেছে। কানাডার সাস্কাচেওয়ান প্রদেশে বিশুদ্ধ পানির বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। এক সময় যুক্তরাষ্ট্র সেখানে থেকে পানি আমদানির প্রস্তাব দিলে কানাডা তা প্রত্যাখ্যান করে। এতে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনার নতুন মাত্রা তৈরি হয়েছিল।

দক্ষিণ এশিয়াতেও নদীর পানি বণ্টন একটি সংবেদনশীল বিষয়। তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। এর আগে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ নিয়েও দুই দেশের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল, যার প্রভাব এখনো বাংলাদেশের নদী ও কৃষিতে অনুভূত হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পানি সংকটের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। নদীমাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও অনেক নদী আজ নাব্যতা হারিয়েছে। নদী দখল, দূষণ এবং পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে বহু নদী ও খাল বিলুপ্তির পথে। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে ক্রমাগত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে পানির স্তর দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে।

ঢাকা শহরের উদাহরণই যথেষ্ট। কয়েক দশক আগেও অল্প গভীর নলকূপ থেকেই সহজে পানি পাওয়া যেত। এখন সেখানে কয়েকশ ফুট নিচে নেমেও অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না। একই অবস্থা রাজশাহীসহ বরেন্দ্র অঞ্চলেও দেখা যাচ্ছে। অতিরিক্ত সেচের কারণে সেখানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মারাত্মকভাবে নিচে নেমে গেছে, যা কৃষি উৎপাদনের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নদী খনন, জলাধার সংরক্ষণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ভূগর্ভস্থ পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। শহরাঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা গেলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ অনেকটাই কমানো সম্ভব।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, অতীতে বহু সভ্যতা পানি সংকটের কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। মেসোপটেমিয়া কিংবা আফ্রিকার কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার পতনের পেছনেও পানি সংকট বড় ভূমিকা রেখেছিল। তাই সময় থাকতে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

এদিকে পানি সংকটকে ঘিরে আরেকটি উদ্বেগজনক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা 'জল জালিয়াতি' নামে পরিচিত। পানির চাহিদা বাড়ার সুযোগে দেশে বোতলজাত পানির ব্যবসাও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বিশুদ্ধ জলের নামে সাধারণ টিউবওয়েলের পানি বোতলে ভরে বাজারজাত করছেন এবং পরে তা বেশি দামে বিক্রি করছেন।

অনেক সময় বোতলজাত পানির দাম প্রায় দুধের সমান হয়ে যায়। অথচ সেই পানি সব সময় নিরাপদও নয়। অনেকে নিরাপদ ভেবে পান করলেও ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েডসহ বিভিন্ন জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর কঠোর নজরদারি জরুরি। বোতলজাত পানির মান নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত পরীক্ষা এবং ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি জনগণের মধ্যেও সচেতনতা বাড়াতে হবে। বিশেষ করে প্রচারমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো গেলে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। একই সঙ্গে নদী, খাল ও জলাশয় সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, নিরাপদ পানির অধিকার নিশ্চিত করা শুধু উন্নয়নের বিষয় নয়; এটি মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত।

লেখক: কথাসাহিত্যিক; পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক কলামিস্ট

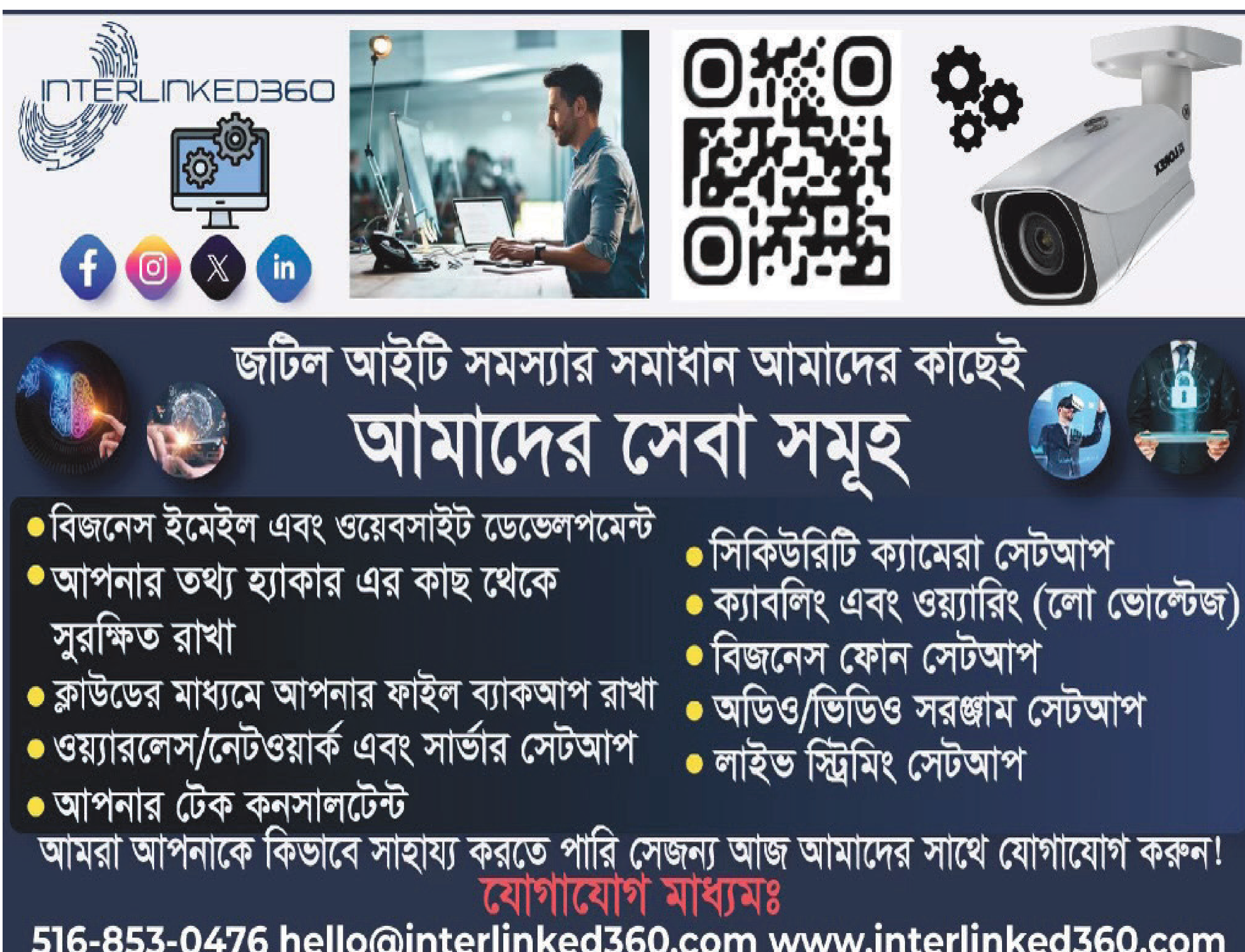

হৃদয়ের দূরত্ব কমাতে ইসলামের শিক্ষা

হাফেজ ফয়সাল আহমাদ

মানুষ সামাজিক জীব। একা থাকা মানুষের স্বভাব নয়। পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী, আত্মীয় এই সম্পর্কগুলোর সমন্বয়েই মানুষের জীবন পূর্ণতা পায়। কিন্তু যেখানে সম্পর্ক আছে, সেখানে কখনো না কখনো ভুল বোঝাবুঝি, মান-অভিমান, কষ্ট বা দূরত্ব আসবেই। এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অংশ। সমস্যা মান-অভিমান হওয়া নয়; আসল সমস্যা হলো এই সাময়িক দূরত্বকে স্থায়ী শত্রুতায় পরিণত করা।

ইসলাম মানুষের সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ একটি সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে সুস্থ সম্পর্কের উপর। আর ভাঙা সম্পর্কের সমাজ কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। তাই ইসলাম শুধু ইবাদতের শিক্ষা দেয়নি, বরং হৃদয়কে কিভাবে পরিষ্কার রাখতে হয় এবং সম্পর্ককে কিভাবে টিকিয়ে রাখতে হয় তারও শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। তাই তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও” (সুরা হুজুরাত ৪৯ :১০)।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের সম্পর্ক শুধু সামাজিক নয়, এটি ঈমানের সম্পর্ক। তাই এই সম্পর্ক নষ্ট হওয়া মানে শুধু একটি ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়; বরং এটি ঈমানী ভ্রাতৃত্বের দুর্বলতা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দু’জন মানুষের মাঝে দূরত্ব তৈরি হলে সেখানে শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। কারণ শয়তান জানে, যদি সে মুসলমানদের মধ্যে ভালোবাসা নষ্ট করতে পারে, তাহলে তাদের শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “শয়তান এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, মুসলমানরা তাকে উপাসনা করবে। কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগাতে সে এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে” (সহিহ মুসলিম : ২৮১২)।

অর্থাৎ যখন দুইজন মানুষ ঝগড়া করে এবং কথা বন্ধ রাখে, তখন তারা বুঝতে পারে না যে তারা আসলে শয়তানের একটি পরিকল্পনার অংশ হয়ে গেছে।

মান-অভিমানের সময় মানুষের সবচেয়ে বড় বাধা হলো অহংকার বা ইগো। মানুষ ভাবে আমি কেন আগে কথা বলব? আমি কেন আগে ক্ষমা চাইব? আমি আগে এগিয়ে গেলে কি আমার সম্মান কমে যাবে?

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত সম্মান অহংকারে নয়; বরং বিনয়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখবে... আর তাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে আগে সালাম দেয়” (সহিহ বুখারি : ৬০৭৭, সহিহ মুসলিম : ২৫৬০)।

একটু চিন্তা করলে বোঝা যায়, এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মনস্তত্ত্বের একটি বড় সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেননি কে সঠিক বা কে ভুল। বরং তিনি বলেছেন যে আগে সম্পর্ক ঠিক করার উদ্যোগ নেবে, সেই উত্তম। অর্থাৎ ইসলামে সম্পর্ক ঠিক করা মানে হেরে যাওয়া নয়; বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক বিজয়।

অনেক সময় একটি সালামই ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগানোর শুরু হতে পারে। একটি হাসি, একটি খোঁজ নেওয়া, একটি ছোট্ট বার্তা এসব অনেক বড় দূরত্ব কমিয়ে দিতে পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে” (সহিহ মুসলিম : ৫৪)।

এখানে একটি গভীর শিক্ষা আছে। ভালোবাসা শুধু আবেগ দিয়ে তৈরি হয় না; বরং কিছু ছোট ছোট আমলের মাধ্যমে তা তৈরি হয়। সালাম দেওয়া, কুশল জিজ্ঞেস করা, হাত মিলানো—এই ছোট কাজগুলো হৃদয়কে নরম করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, “দু’জন মুসলমান যখন সাক্ষাৎ করে এবং হাত মিলায়, তখন আলাদা হওয়ার আগেই তাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়” (সুনানে আবু দাউদ : ৫২১২)।

এটি প্রমাণ করে, সম্পর্ক ঠিক করা শুধু সামাজিক কাজ নয়; এটি একটি ইবাদতও। মান-অভিমান দূর করার আরেকটি সুন্দর মাধ্যম হলো উপহার দেওয়া। উপহার মানুষের অন্তরের কঠোরতা দূর করে। অনেক সময় মুখে ‘সরি’ বলা কঠিন হয়। কিন্তু একটি ছোট উপহার সেই কাজ সহজ করে দেয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা একে অপরকে উপহার দাও, তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে” (আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৯৪)।

এখানে বিষয়টি শুধু বস্তুগত উপহার নয়; বরং এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি মানসিক বার্তা—“তুমি এখনও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।” মান-অভিমান ধরে রাখার আরেকটি বড় ক্ষতি হলো—এটি মানুষের আমল নষ্ট করে দিতে পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। তখন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, কিন্তু সেই দুইজনকে নয়, যাদের মধ্যে শত্রুতা আছে। বলা হয়—এদের অপেক্ষা করাও যতক্ষণ না তারা মীমাংসা করে” (সহিহ মুসলিম : ২৫৬৫)।

এই হাদিস আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা। আমরা হয়তো নামাজ পড়ছি, রোজা রাখছি, দান করছি কিন্তু একটি সম্পর্ক ঠিক না করার কারণে আমাদের ক্ষমা বিলম্বিত হচ্ছে। এটি কত বড় ক্ষতি একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

সম্পর্ক ঠিক করার জন্য ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো অন্যের জন্য অজুহাত খোঁজা। মানুষ সাধারণত অন্যের ভুলকে বড় করে দেখে, কিন্তু তার পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে না। অথচ ইসলামী চরিত্র হলো ভালো ব্যাখ্যা খোঁজা। হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন, “মুমিন তার ভাইয়ের জন্য অজুহাত খোঁজে, আর মুনাফিক তার ভুল খোঁজে।”

অর্থাৎ যদি কেউ এমন কিছু করে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, তাহলে সাথে সাথে খারাপ ধারণা না করে ভাবুন হয়তো সে কষ্টে ছিল, হয়তো সে ভুল বুঝেছে, হয়তো সে ইচ্ছা করে করেনি। এই মানসিকতা অনেক সম্পর্ক ভাঙা থেকে বাঁচাতে পারে।

ক্ষমা করার মানসিকতা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় শক্তি। কারণ প্রতিটি মানুষ ভুল করে। আপনি যেমন ভুল করেন, অন্যরাও তেমন ভুল করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা ক্ষমা কর এবং উদারতা প্রদর্শন কর। তোমরা কি পছন্দ কর না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন?” (সুরা নূর ২৪ :২২)।

এই আয়াত আমাদের সামনে একটি শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরে—আপনি যদি আল্লাহর ক্ষমা চান, তাহলে আপনাকেও মানুষের ভুল ক্ষমা করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ক্ষমা করলে আল্লাহ বান্দার সম্মান বাড়িয়ে দেন” (সহিহ মুসলিম : ২৫৮৮)।

অর্থাৎ মানুষের ধারণা হলো ক্ষমা করলে মর্যাদা কমে যায়। কিন্তু আল্লাহর কাছে বাস্তবতা উল্টো—ক্ষমা মর্যাদা বাড়ায়।

অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির মূল কারণ হলো যোগাযোগের অভাব। মানুষ সরাসরি কথা না বলে অন্যের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই কিছু ধারণা পাপ” (সুরা হুজুরাত ৪৯ :১২)। অর্থাৎ অনুমান করে সম্পর্ক নষ্ট করা ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

তাই যদি কারো সাথে সমস্যা হয়, তাহলে নীরবে দূরে না সরে গিয়ে সরাসরি সম্মানজনকভাবে কথা বলা উচিত। অনেক সময় পাঁচ মিনিটের একটি আন্তরিক কথোপকথন পাঁচ বছরের দূরত্ব শেষ করে দিতে পারে।

সম্পর্ক ঠিক করার আরেকটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো দোয়া করা। যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। কারণ মানুষের হৃদয় আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন, “হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন” (সুনানে তিরমিযি : ২১৪০)।

আপনি যদি কারো জন্য দোয়া করেন “হে আল্লাহ, আমাদের সম্পর্ক ঠিক করে দিন” তাহলে এই দোয়া প্রথমে আপনার নিজের হৃদয়কে নরম করবে।

আরেকটি বাস্তব সত্য হলো এই দুনিয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী। আজ যার সাথে আপনি কথা বলছেন না, কাল হয়তো সে এই দুনিয়ায় থাকবে না অথবা আপনি থাকবেন না। তখন আফসোস করে লাভ হবে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা হিংসা করো না, সম্পর্ক ছিন্ন করো না, বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো” (সহিহ বুখারি : ৬০৬৫)।

একটু গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় মানুষ সাধারণত বড় শত্রুর কারণে কষ্ট পায় না; বরং কাছের মানুষের দূরত্ব তাকে বেশি কষ্ট দেয়। তাই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা একটি ইবাদত, একটি চরিত্র, একটি আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা।

সবশেষে মনে রাখতে হবে সম্পর্ক ঠিক করা দুর্বলতা নয়। বরং এটি শক্ত চরিত্রের পরিচয়। দুর্বল মানুষ প্রতিশোধ নেয়, শক্ত মানুষ ক্ষমা করে। একজন বুদ্ধিমান মানুষ তর্ক জিততে চায় না; সে সম্পর্ক জিততে চায়।

তাই আসুন আমরা সিদ্ধান্ত নিই কারো সাথে যদি দূরত্ব থাকে, আমরা অপেক্ষা করব না। আমরা নিজেরাই এগিয়ে যাব। একটি সালাম, একটি বার্তা, একটি দোয়া—হয়তো এটাই হবে জান্নাতের পথে আমাদের একটি বড় আমল।আল্লাহ আমাদের অন্তরকে হিংসা, অহংকার ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখুন। আমাদেরকে ক্ষমাশীল, বিনয়ী এবং সম্পর্ক রক্ষাকারী বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

পেশ ইমাম, মূহুরীপাড়া জামে মসজিদ,
পশ্চিম সৈয়দপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

মানুষকে কষ্ট দেওয়া বড় গোনাহ

মহান আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষ। সবচেয়ে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। এদের সেবার জন্যই সব কিছু বানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সাগরে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদের উত্তম রিজিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।’ (সুরা ইসরা, আয়াত ৭০)

মানুষ একে অপরের কল্যাণ ও উপকার করবে। কেউ কাউকে শারীরিক ও আত্মিক কোনোভাবেই কষ্ট দিতে পারে না। আমাদের সবার আদি পিতামাতা আদম ও হাওয়া। তাদের থেকেই মানুষের বিস্তার হয়েছে। এ হিসেবে পৃথিবীর সব মানুষ ভাই ভাই। তাই একে অপরকে কষ্ট দিতে পারে না। কষ্ট দেওয়ার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, ‘যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্যে পাপের বোঝা বহন করে।’ (৩৩. সুরা আহজাব ৫৮)

> **যে দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দিবে, আতঙ্কে রাখবে, মহান আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেও অশান্তি দেবেন, আখেরাতেও শাস্তির আওতায় আনবেন। আল্লাহ তা’আলা আমাদের শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন। সেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি অনুযায়ী একজন মুসলমান অপর মুসলমানই শুধু নয় সমাজের অন্য মানুষের বিপদে তার পাশে দাঁড়াবে-এটাই ইসলামের অনন্য শিক্ষা।**

ভুল করে অপবাদ দেওয়াও গুনাহের কাজ

আল্লাহ আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোনো নিরপরাধের ওপর অপবাদ আরোপ করে, সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ।’ (০৪. নিসা ১১২) মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও মানুষকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ :

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সব মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ্ তা’আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে।’ (বুখারি ১০)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না : আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ না থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ (মুসলিম ৪৬)

কারও ওপর জুলুম করা হারাম : আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে হাদিসটি বর্ণিত। নবীজি বলেছেন, ‘মুসলমান মুসলমানের ভাই। তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করে দেবেন। যে কোনো মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।’ (বুখারি ২৪৪২)

জালিম ও মজলুম উভয়কে সাহায্য করার নির্দেশ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালিম হোক অথবা মাজলুম। তিনি (আনাস) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! মাজলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু জালিমকে কি করে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তুমি তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখবে (অর্থাৎ তাকে জুলুম করতে দিবে না)।’ (বুখারি ২৪৪৪)

মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করা এবং তা থেকে বেঁচে থাকা : ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআয (রা.) কে ইয়মানে পাঠান এবং তাকে বলেন, মাজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না। (বুখারি ২৪৪৮)

যে দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দিবে, আতঙ্কে রাখবে, মহান আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেও অশান্তি দেবেন, আখেরাতেও শাস্তির আওতায় আনবেন। আল্লাহ তা’আলা আমাদের শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন। সেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি অনুযায়ী একজন মুসলমান অপর মুসলমানই শুধু নয় সমাজের অন্য মানুষের বিপদে তার পাশে দাঁড়াবে- এটাই ইসলামের অনন্য শিক্ষা। সংগৃহীত

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

ফিলাডেলফিয়ায় বাংলাদেশি নেতৃবৃন্দ ও আমেরিকান রাজনীতিবিদদের ঈদ আড্ডা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফিলাডেলফিয়ায় ঈদের আনন্দঘন পরিবেশে প্রবাসী বাংলাদেশি নেতৃবৃন্দ ও আমেরিকান রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ ঈদ আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার (২২ মার্চ) ঈদের তৃতীয় দিনে সমাজ সংগঠক মোহাম্মদ এনাম চৌধুরীর বাসভবনে আয়োজিত এ মিলনমেলায় মূলধারার রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা পারস্পরিক পরিচয়, ঈদের শুভেচ্ছা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এতে স্টেট সিনেটর নিকিল সাভাল, শরীফ স্ট্রিট, স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ তারিক খান ও রিক ক্রাজেভস্কি, সিটি কাউন্সিলওম্যান জেমি গথিয়ের, পেনসিলভেনিয়া গভর্নরের নীতি ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারি আকবর হোসেন, সাবেক স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ মুভিতা জনসন হারেল ও রন ওয়াটার্সসহ আরও অনেকে।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এপিপিএ (APIPA)-এর নির্বাহী পরিচালক মোহন শেশাদ্রি, ওয়েলকামিং সেন্টারের পরিচালক স্টেফানি সান, আমেরিকান ও প্যাসিফিক আইল্যান্ডার অ্যাফেয়ার্স কমিশনের নির্বাহী পরিচালক রাজিন কারুসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংগঠক এবং তরুণ প্রজন্মের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। তরুণ নেতৃত্বের এই উপস্থিতি ভবিষ্যতের জন্য এক আশাব্যঞ্জক বার্তা বহন করে।

এই আয়োজনটি শুধু ঈদের আনন্দ ভাগাভাগির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্য, সম্প্রীতি এবং মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে সংযোগকে আরও সুদৃঢ় করেছে। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা আয়োজক পরিবারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান রকমারি ও সুস্বাদু খাবারের আপ্যায়নের জন্য।

প্রতিমন্ত্রী হওয়ায় উপজেলা বিএনপির পদ ছাড়লেন শাহে আলম

ঢাকা ডেস্ক

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তাঁর পদত্যাগের পর শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি এস এম তাজুল ইসলামকে দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মীর শাহে আলম বগুড়া জেলাধীন শিবগঞ্জ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়ায় এবং দলীয় সাংগঠনিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিপাকে পড়ছেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রোগীসেবায় প্রতিকূল প্রভাব

এই পরিস্থিতির প্রভাব ইতোমধ্যেই রোগীদের ওপর পড়তে শুরু করেছে।

- অনেক রোগীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল বা পিছিয়ে যাচ্ছে
- নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে কয়েক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে
- অন্যান্য চিকিৎসকদের ওপর কাজের চাপ বেড়ে যাচ্ছে
- কিছু ক্ষেত্রে শত শত রোগী পর্যাপ্ত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন

একজন চিকিৎসকের মতে, "আমাদের মধ্যেই যখন তীব্র সংকট রয়েছে, তখন একজন চিকিৎসক কমে যাওয়াও সমাজে বড় প্রভাব ফেলবে।"

মানসিক চাপ ও অনিশ্চয়তা

শুধু কর্মহীন চিকিৎসকরাই নন, যাদের কাজের অনুমোদন এখনো আছে, তারাও ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। অনেকে ঘুমের সমস্যা, মানসিক চাপ এবং কাজের প্রতি মনোযোগে ঘাটতির কথা জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতি চিকিৎসার মানের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

সরকারের অবস্থান

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে, এই স্থগিতাদেশের পেছনে কারণ হলো পূর্ববর্তী প্রশাসনের সময় কিছু আবেদন যথাযথভাবে যাচাই না হওয়ার আশঙ্কা। তবে এই নীতি কতদিন চলবে বা চিকিৎসকদের জন্য কোনো বিশেষ ছাড় (exemption) দেওয়া হবে কিনা—এ বিষয়ে এখনো পরিষ্কার কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

বাড়তি চ্যালেঞ্জ

এর পাশাপাশি নতুন কিছু নীতিগত বাধাও পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে, যেমন—

- H-1B ভিসার জন্য উচ্চ ফি ($100,000 পর্যন্ত)
- আইনি লড়াইয়ের ব্যয়
- হাসপাতালগুলোর জন্য বিদেশি চিকিৎসক স্পনসর করা কঠিন হয়ে পড়া

ইতোমধ্যে এই নীতির বিরুদ্ধে ২০টিরও বেশি মামলা দায়ের হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা

এই সুযোগে কানাডাসহ অন্যান্য দেশ দ্রুতগতিতে অভিবাসী চিকিৎসকদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। তারা সহজে স্থায়ী বসবাসের সুযোগসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দক্ষ চিকিৎসক হারানোর ঝুঁকিও বাড়ছে।

এই নীতিটি কেবল একটি ইমিগ্রেশন ইস্যু নয়—এটি ক্রমশ একটি জনস্বাস্থ্য সংকটে পরিণত হচ্ছে। অভিবাসী চিকিৎসকদের কর্মহীনতা রোগীসেবা ব্যাহত করছে, চিকিৎসা ব্যবস্থায় চাপ বাড়াচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাতের স্থিতিশীলতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

এখন সময় এসেছে বিষয়টিকে নতুন করে মূল্যায়ন করার—কারণ চিকিৎসকদের সংকট মানেই শেষ পর্যন্ত রোগীদের সংকট।

'জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকার ও বিএনপি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে'

ঢাকা ডেস্ক

জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি থেকে বর্তমান সরকার ও বিএনপি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিষয়টিকে তিনি রাজনৈতিক 'দ্বিচারিতা' হিসেবেও আখ্যা দেন।

সোমবার (২৩ মার্চ) কক্সবাজার বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল এসব মন্তব্য করেন।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, 'সহস্রাধিক প্রাণ আর হাজারো মানুষের পঙ্গুত্বের বিনিময়ে যে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, সরকার গঠন করার পর সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে বিএনপি জুলাই সনদ বাস্তবায়নের যে অঙ্গীকার করেছিল, এখন তারা সেখান থেকে সরে এসে ভিন্ন পথে হাঁটছে।'

গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, 'জুলাই সনদকে চ্যালেঞ্জ না করার প্রতিশ্রুতি থাকলেও পরোক্ষভাবে একটি পক্ষকে দিয়ে আদালতে রিট করিয়ে বিষয়টিকে "সাব-জুডিস" বা বিচারাধীন করা হয়েছে। সরকারের পরোক্ষ মদদে এটি করা হয়েছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

ইরান যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মঙ্গলবার একদিকে ইরানে স্থলসেনা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়, অন্যদিকে তেহরানের কাছে ১৫ দফার একটি শান্তি প্রস্তাব পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র। এই দ্বিমুখী পদক্ষেপ ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। হোয়াইট হাউস একদিকে আলোচনার আহ্বান জানাচ্ছে, অন্যদিকে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কঠোর হামলার হুমকি দিচ্ছে।

হোয়াইট হাউসের ভাষ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে ইরান শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় স্পষ্ট হয়েছে যে সংঘাতের গতিপথ পুরোপুরি ওয়াশিংটনের নিয়ন্ত্রণে নেই।

প্রশাসনের ভেতরেও উদ্বেগ বাড়ছে। সাবেক কর্মকর্তাদের মতে, যুদ্ধ-পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে ট্রাম্পের সুস্পষ্ট কোনো রূপরেখা নেই। একই সঙ্গে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রিপাবলিকান দলেও এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিছু নেতা সামরিক অভিযান দ্রুত শেষ হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করলেও, অন্যরা ইরানে স্থলসেনা পাঠানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ১৫ দফার শান্তি পরিকল্পনায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ, ক্ষেপণাস্ত্র সীমিত করা এবং হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার মতো শর্ত রাখা হয়েছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এসব কঠোর শর্ত তেহরানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইরানও স্পষ্ট জানিয়েছে, তাদের নিজস্ব শর্ত পূরণ না হলে যুদ্ধ শেষ হবে না। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বর্তমানে কোনো আলোচনা চলছে না এবং মার্কিন মিত্রদের জাহাজকে হরমুজ প্রণালি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না।

বাড়ানো হচ্ছে সামরিক উপস্থিতি

একদিকে আলোচনার কথা চললেও অন্যদিকে সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর দিকে জোর দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পেন্টাগন জানিয়েছে, তারা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও গোলাবারুদের উৎপাদন বাড়াবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ প্রতিরক্ষা শিল্পের উৎপাদন 'যুদ্ধকালীন পর্যায়ে' নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম পলিটিকোর খবরে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে ৩ হাজার সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে পেন্টাগন। এই সেনারা বিশেষ প্রশিক্ষিত '৮২তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের' সদস্য। তবে তাদের কোথায় পাঠানো হবে এবং কবে পৌঁছাবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানানো হয়নি।

এ ছাড়া ইরানে অভিযান পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য আরও কয়েক হাজার সেনা ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। এই সৈন্য সমাবেশকে ইরানি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে মার্কিন-ইসরায়েল যুদ্ধের উত্তেজনা বৃদ্ধির ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আল জাজিরার বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র একদিকে যুদ্ধ থামানোর কথা বললেও কার্যক্রমে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, ইতিমধ্যে তাদের প্রায় ৫০ হাজার সেনা মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে এবং আরও সেনা পাঠানো হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি ইঙ্গিত দেয়—এ যুদ্ধের জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো সুসংগঠিত ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নির্ধারণ করতে পারেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

ইসরায়েলের সেনা সদর দপ্তরে হিজবুল্লাহর 'ক্ষেপণাস্ত্র হামলা'

লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ বলেছে, তারা বেশ কিছু বিশেষ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে মধ্য তেল আবিবের কিরিয়া এলাকায় অবস্থিত ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

এছাড়া তেল আবিবের উত্তরে ইসরায়েলি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার একটি স্থাপনাতেও হামলা চালানোর দাবি করেছে হিজবুল্লাহ।

বৃহস্পতিবার রাত ১টা ১০ মিনিটে (গতকাল বুধবার দিবাগত রাত) এ হামলা চালানো হয় বলে হিজবুল্লাহ তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

কিরিয়া এলাকাটি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের পাশাপাশি সরকারের আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

হিজবুল্লাহর এ হামলার দাবির বিষয়ে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে, হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননে অনুপ্রবেশকারী ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে তাদের যোদ্ধাদের লড়াই চলছে। ইসরায়েলও জানিয়েছে, গতকাল সেখানে তাদের আরও এক সেনা 'গুরুতর আহত' হয়েছেন।

ট্রাম্পের চাপ বাড়ছে, ইরানের 'না'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ১৫ দফা শান্তি পরিকল্পনা পাঠিয়েছে। মঙ্গলবার পাকিস্তানের মাধ্যমে এই প্রস্তাব ইরানি কর্মকর্তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে। এর পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তাঁর সবচেয়ে বড় দাবিটিতে ইরান ইতিমধ্যেই রাজি হয়ে গেছে — পরমাণু অস্ত্র আর কখনো বানাবে না তেহরান। "তারা রাজি হয়েছে," ট্রাম্প সরাসরি বললেন। "তারা কখনো পরমাণু অস্ত্র রাখবে না — এতে তারা সম্মত হয়েছে।" যদিও ইরান এই দাবির কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি, বরং তারা বলছে কোনো আলোচনাই হচ্ছে না।

এই ১৫ দফা প্রস্তাবটি আসলে নতুন নয়। গত বছর ইসরায়েল ১২ দিনের যুদ্ধ শুরু করার আগে এবং যুক্তরাষ্ট্র 'অপারেশন মিডনাইট হ্যামার'-এ ইরানের পরমাণু স্থাপনায় বোমা হামলা করার আগে এই কাঠামোটি একবার তেহরানের সামনে রাখা হয়েছিল। এখন সেটিই আবার সামনে এসেছে, সামান্য পরিমার্জন করে। ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও জামাতা জ্যারেড কুশনার এই আলোচনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ জানিয়েছে, তাঁরা চান ইরান প্রথমে একমাসের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হোক, এরপর ধাপে ধাপে ১৫টি শর্ত নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রস্তাবের শর্তগুলো অত্যন্ত কঠোর। ইরানকে বিদ্যমান পরমাণু সক্ষমতা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলতে হবে। নিজের মাটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করতে হবে। মজুদ থাকা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা আইএইএ-র কাছে হস্তান্তর করতে হবে। নাতাঞ্জ, ইসফাহান ও ফোর্দোতে অবস্থিত পরমাণু স্থাপনাগুলো ধ্বংস করতে হবে এবং আইএইএকে সব স্থাপনায় সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার দিতে হবে। শুধু পরমাণু ইস্যুতেই থামেনি তালিকা — হিজবুল্লাহ, হুথি কিংবা অন্য যেকোনো আঞ্চলিক গোষ্ঠীকে অর্থ, অস্ত্র ও নির্দেশনা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। হরমুজ প্রণালি সব সময় উন্মুক্ত রাখতে হবে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির পরিসর ও সংখ্যা সীমিত করতে হবে এবং সেগুলো কেবল আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে।

বিনিময়ে ইরান কী পাবে? আন্তর্জাতিক সমাজের আরোপিত সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচি এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা মিলবে। আর চুক্তি লঙ্ঘন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষেধাজ্ঞা ফিরে আসার যে 'স্ন্যাপব্যাক' ব্যবস্থা রয়েছে, সেটি বাতিল করা হবে। ট্রাম্প আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আমরা সঠিক মানুষদের সঙ্গে কথা বলছি। তারা এই চুক্তি করতে এতটাই মরিয়া — আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।"

> **পরিস্থিতি এমন একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে সব কিছু একসঙ্গে ঘটছে এবং কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়। ট্রাম্প বলছেন চুক্তি হবে, ইসরায়েলি বিমান ইরানে বোমা ফেলছে, ইরান বলছে আলোচনা হচ্ছে না, আর পাকিস্তান দুই পক্ষের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করছে।**

এই পুরো মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানি সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে প্রধান যোগাযোগকারী হিসেবে কাজ করছেন। মিশর ও তুরস্কও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত রয়েছে। মুনির সম্প্রতি ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার ও সাবেক রেভলিউশনারি গার্ডস কমান্ডার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফের সঙ্গে কথা বলে পাকিস্তানে শান্তি আলোচনা আয়োজনের প্রস্তাব দেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ মঙ্গলবার এক্স-এ লিখেছেন, "যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সম্মত হলে এই সংঘাতের একটি পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে অর্থবহ আলোচনা আয়োজনে পাকিস্তান প্রস্তুত ও সম্মানিত বোধ করবে।"

তবে ইরান এই পুরো চিত্রে ভিন্ন সুরে কথা বলছে। তেহরান এখনও দাবি করছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আলোচনা হচ্ছে না। পার্লামেন্ট স্পিকার গালিবাফ বলেছেন, ট্রাম্প আসলে তেল ও আর্থিক বাজারকে কারসাজি করতে চাইছেন। কিন্তু একই সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীকার করেছে, "বন্ধু দেশগুলোর" মাধ্যমে মার্কিন বার্তা তাদের কাছে এসেছে। অর্থাৎ, মুখে 'না' বললেও দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি।

এদিকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কূটনীতির পাশাপাশি সামরিক অভিযানও চলবে। "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর আলোচকরা এই নতুন কূটনৈতিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন, কিন্তু একই সঙ্গে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে," তিনি বলেন। ইসরায়েল সরাসরি এই আলোচনায় নেই, তবে আলোচনা শুরু হওয়ার আগে ট্রাম্প প্রশাসন তাদের জানিয়ে রেখেছিল বলে একটি ইসরায়েলি সূত্র জানিয়েছে।

পরিস্থিতি এমন একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে সব কিছু একসঙ্গে ঘটছে এবং কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়। ট্রাম্প বলছেন চুক্তি হবে, ইসরায়েলি বিমান ইরানে বোমা ফেলছে, ইরান বলছে আলোচনা হচ্ছে না, আর পাকিস্তান দুই পক্ষের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করছে। এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল একটি হত্যার মধ্য দিয়ে — খামেনেইকে হত্যা করে। এর শেষটা কেমন হবে, সেটা এখনও কেউ জানে না।

রাজধানীতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, সরকারি কর্মীসহ আটক ৫

ঢাকা অফিস

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকায় ঝটিকা মিছিল বের করা হয়। এ ঘটনায় এক সরকারি কর্মচারীসহ আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) পাঁচ কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আগারগাঁওয়ের আইডিবি ভবনের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।

জানা যায়, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকাল ৯টার দিকে আগারগাঁওয়ের বিটিআরসি ভবন এলাকা থেকে ১৫-২০ জনের একটি দল ঝটিকা মিছিল বের করেন।

মিছিলটি আইডিবি ভবনের সামনে পৌঁছালে তাদের ধাওয়া করে টহলরত পুলিশ। ধাওয়া খেয়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে আটক করে পুলিশ। তারা হলেন-মো. হাসান আলী (৪৩), জিসান আহমেদ (৩৯), মো. রইসুল ইসলাম মানিক, মো. ফারুক ইসলাম (৩৬) ও আশিক মোহাম্মদ (২৪)। তাদের মধ্যে হাসান আলী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারী।

শেরেবাংলা নগর থানার ওসি মনিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মিছিলের খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তিনি আরও বলেন, আটকদের মধ্যে একজন সরকারি কর্মচারী রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে মন্তব্যে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিবাদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পটুয়াখালী জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুল হক কাওসারীর আপত্তিকর মন্তব্যে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা।

বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরে শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা প্রশাসন আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।

অনুষ্ঠানে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী, পুলিশ সুপার মো. আবু ইউসুফ, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক (উপসচিব) জুয়েল রানা, জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকার কুট্টিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা এবং মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে মাওলানা আব্দুল হক কাওসারী বলেন, আমি স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছি ২৫ মার্চ রাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত শেখ মুজিব সাহেবের কোনো ভূমিকা ছিল না। তখন তিনি পাকিস্তানে ছিলেন। এ সময় ভূমিকা ছিল জিয়াউর রহমানের এবং কর্নেল ওসমানীর।

দীর্ঘ ১৮ বছর পর মহান স্বাধীনতা দিবসে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় কুচকাওয়াজ। বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে

১৮ বছর পর কুচকাওয়াজ উপভোগ সাধারণের

ঢাকা ডেস্ক

দীর্ঘ ১৮ বছর পর মহান স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হলো কুচকাওয়াজ। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্যও উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৫ মিনিটে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজের সালাম গ্রহণ করেন। যান্ত্রিক বহরে সশস্ত্র বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সমরাস্ত্র প্রদর্শন করা হয়। ফ্লাইপাস্ট এবং প্যারা কমান্ডো সদস্যদের ফ্রিফল জাম্প কুচকাওয়াজকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে গতকাল ভোর থেকেই সাধারণ মানুষ পুরোনো বিমানবন্দরে অবস্থিত জাতীয় প্যারেড স্কয়ারের সামনে জড়ো হতে থাকেন। সকাল ৮টার দিকে প্যারেড স্কয়ারের গেট সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটের দিকে প্যারেড স্কয়ারে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মিলিটারি পুলিশের সদস্যরা সুসজ্জিত মোটর শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করেন। প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান, প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন, সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন এবং নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান।

স্বাধীনতা দিবস: রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বর্ণাঢ্য এ কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন। 'অ্যারোবেটিক শো'-এর মহড়া ছিল বিমানবাহিনীর বিশেষ আকর্ষণ।

সকাল ১০টায় রাষ্ট্রপতি জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আসার পর মিলিটারি পুলিশের সুসজ্জিত মোটর শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাঁকে বরণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও তিন বাহিনীর প্রধানেরা রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান। মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, কূটনীতিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবারের সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, শিল্পী-সাহিত্যিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্টজন কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নেন তাঁর মেয়ে জাইমা রহমান।

> **কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে গতকাল ভোর থেকেই সাধারণ মানুষ পুরোনো বিমানবন্দরে অবস্থিত জাতীয় প্যারেড স্কয়ারের সামনে জড়ো হতে থাকেন। সকাল ৮টার দিকে প্যারেড স্কয়ারের গেট সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটের দিকে প্যারেড স্কয়ারে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।**

এর আগে বিজয় দিবসে নিয়মিত প্যারেড অনুষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতা দিবসে তা বন্ধ ছিল। ২০০৮ সালের পর এই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতায় কুচকাওয়াজ হলো। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং নবম পদাতিক ডিভিশনের ব্যবস্থাপনায় এই কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। খোলা জিপে প্যারেড পরিদর্শন করেন তিনি। কুচকাওয়াজে বিভিন্ন বাহিনীর ২৫টি কন্টিনজেন্ট রাষ্ট্রপতিকে সালাম প্রদান করে।

রাষ্ট্রপতির প্যারেড পরিদর্শনের পর শুরু হয় মার্চপাস্ট। এরপর ১০ হাজার ফুট ওপর থেকে মূল মঞ্চের দুই দিকে ২৬ জন প্যারাট্রুপার জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন বাহিনীর পতাকা বহন করে প্যারেড গ্রাউন্ডে নামেন। প্যারা কমান্ডো টিমের প্যারাট্রুপার দল রাষ্ট্রপতিকে সালাম প্রদর্শন করেন। এরপর আর্মি এভিয়েশনের বিমান ও হেলিকপ্টার, বিজিবি এয়ার উইংয়ের হেলিকপ্টার, র‍্যাব এয়ার উইংয়ের হেলিকপ্টার এবং নেভাল এভিয়েশনের বিমান ও হেলিকপ্টার উড়ে যায়।

প্যারেড গ্রাউন্ডে বিভিন্ন বাহিনীর যান্ত্রিক বহর, ট্যাংক, কামানের মতো ভারী যুদ্ধাস্ত্র, প্রযুক্তিসহ নানা সরঞ্জাম প্রদর্শন করা হয়। কুচকাওয়াজে এবারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিমানবাহিনীর 'অ্যারোবেটিক শো'-এর মহড়া। 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' প্রতিপাদ্যে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমানসহ প্রশিক্ষণ বিমান ও হেলিকপ্টারগুলো বিভিন্ন ফরমেশনে উড্ডয়ন কৌশল দেখায়। পাঁচটি এফ-৭ যুদ্ধবিমান বর্ণিল রং ছাড়তে ছাড়তে প্যারেড গ্রাউন্ড প্রদক্ষিণ করে।

দুপুর ১২টার দিকে প্যারেডের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রদর্শনীতে নেতৃত্ব দেওয়া বিভিন্ন বাহিনীর কর্মকর্তাদের সামনে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে হাত মেলান রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫৬তম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম প্রদান করে। এ সময় সামরিক বিউগলের করুণ সুর বাজানো হয়। প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা, তিন বাহিনীর প্রধানেরা, ক্ষমতাসীন দল বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা, শহীদ পরিবারের সদস্যরা, কূটনীতিক, জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতারা এবং উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী স্মৃতিসৌধ এলাকা ত্যাগ করার পরে এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এতে বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলটির আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। এ সময় জামায়াতের নেতাদের পাশাপাশি বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ এবং জামায়াতের নির্বাচনী মিত্র জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামও উপস্থিত ছিলেন। পরে নাহিদ ইসলাম এনসিপির নেতাদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংস্থার পক্ষ থেকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নতুন করে দেশ গড়ার অঙ্গীকারের কথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান নেতৃত্বের অধীনে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, স্বাধীনতার এত বছর পরও অসাম্প্রদায়িক ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির উত্থান হয়েছে। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হকও মন্তব্য করেন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সাম্য ও ন্যায়বিচারের লক্ষ্য এখনো অধরাই রয়ে গেছে।

জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল এনসিপির নেতারাও স্বাধীনতার অপূর্ণ প্রত্যাশার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ১৯৭১ এবং সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা পূরণে একটি সাম্যভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ার প্রয়োজন।

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা: স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আসা সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রকৃতভাবে ধারণ করে একটি নতুন গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। ২৬ মার্চের ছুটি পেয়ে গাজীপুর থেকে সপরিবারে ছুটে এসেছিলেন পোশাককর্মী সুমন মিয়া। তিনি বলেন, "চাইলেও সব সময় ছুটি পাই না। অফিসে এখনো ঈদের ছুটি চলছে। তাই স্মৃতিসৌধে এসেছি। অনেক মানুষ এসেছে, দেখে খুব ভালো লাগছে।"

দিনব্যাপী আয়োজনে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকার জন্য জামায়াতে ইসলামীর শ্রদ্ধা নিবেদন ঘিরে কিছু সংগঠনের নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ জানান এবং স্লোগান দেন। বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষে ফুল দিতে আসা তিনজনকে আটক করে পুলিশ; তাঁরা নিজেদের কোনো দলীয় পদে না থাকার দাবি করেন।

বাংলাদেশি জাহাজ হরমুজ দিয়ে চলতে পারবে

ঢাকা অফিস

জ্বালানির সরবরাহ সংকটে সারা দেশে ফিলিং স্টেশনগুলোর বেশির ভাগ কার্যত বন্ধ অবস্থায় আছে। তবে এর মধ্যে আশ্বস্ত হওয়ার মতো খবর মিলেছে ইরান ও চট্টগ্রাম বন্দর থেকে। ইরান জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাংলাদেশসহ ছয়টি দেশের জ্বালানিবাহী জাহাজ চলাচলে তারা কোনো বাধা দেবে না। আর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে জানা গেছে, ৩০ হাজার টন ডিজেল ও জেট ফুয়েল নিয়ে একটি জাহাজ গতকাল বৃহস্পতিবার বন্দরে ভিড়েছে।

এদিকে জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার জরুরি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে তিন লাখ টন ডিজেল আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতকাল ছুটির দিনে অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ইরানের ঘোষণা

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের কারণে বিশ্ব জ্বালানি সংকট ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি পরিবহনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই সংকট তৈরি হয়েছে। পারস্য উপসাগরের এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিবহন হয়।

আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি গতকাল জানিয়েছে, ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি বন্ধ নয়। তিনি বলেন, "অনেক জাহাজের মালিক বা যেসব দেশের মালিকানায় এসব জাহাজ রয়েছে, তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং প্রণালি দিয়ে নিরাপদে চলাচলের নিশ্চয়তা চেয়েছে। কিছু দেশকে আমরা বন্ধুসুলভ মনে করি, অথবা অন্য কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব ক্ষেত্রে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী নিরাপদ পথ করে দিয়েছে।"

ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, "খবরে আপনারা দেখেছেন—চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, ইরাক ও ভারত। কয়েক রাত আগে ভারতের দুটি জাহাজ পার হয়েছে। আরও কিছু দেশ, এমনকি বাংলাদেশও, আমার বিশ্বাস। এসব দেশ আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে এবং সমন্বয় করেছে। ভবিষ্যতেও এটি চলবে, এমনকি যুদ্ধের পরেও।"

বন্দরে জ্বালানিবাহী জাহাজ

চট্টগ্রাম বন্দর সূত্রে জানা গেছে, ৩০ হাজার টন জ্বালানি নিয়ে একটি জাহাজ বৃহস্পতিবার বন্দরে ভিড়েছে। ইউনিপেক নামের চীনের একটি প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুযায়ী 'এমটি গ্রান কুভা' নামের জাহাজে এই জ্বালানি সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমান জানান, এই জাহাজে মোট ৩০ হাজার টন জ্বালানি রয়েছে। এর মধ্যে ১০ হাজার টন ডিজেল ও ২০ হাজার টন জেট ফুয়েল। বিপিসি সূত্র জানায়, জাহাজে আনা ডিজেল পরিবহন ও শিল্প খাতে ব্যবহার করা হবে। অন্যদিকে জেট ফুয়েল সরবরাহ করা হবে দেশের বিমানবন্দরগুলোয়।

আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহে বিলম্বের কারণে জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় চাপ তৈরি হয়েছে। রেজানুর রহমান বলেন, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ডিজেল ও জেট ফুয়েল নিয়ে জাহাজটি গতকাল বিকেলে দেশে এসেছে। এখন জ্বালানি সংকট নেই।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (সিপিএ) সচিব মো. রেফায়েত হামিম জানান, চলতি মাসে মোট ৩৪টি জাহাজ জ্বালানি নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে। এর মধ্যে ২৮টি জাহাজ খালাস শেষ হয়েছে।

ফিলিং স্টেশন কার্যত বন্ধ

গতকাল ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ফিলিং স্টেশনগুলোর বেশির ভাগই কার্যত বন্ধ। ঘুরে ঘুরে জ্বালানি না পাওয়ায় পেট্রল ও অকটেনচালিত গাড়ি পাম্পে তেমন আসছে না। কিছু পাম্পে ডিজেলচালিত গাড়ি তেল সংগ্রহ করছে, তবে তাতে কোনো ভিড় দেখা যায়নি।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সরকারি ছুটি থাকায় ঢাকার রাস্তাঘাটে যানবাহনের আনাগোনাও কম ছিল। ঢাকার বাইরেও পাম্পগুলোয় পেট্রল ও অকটেন নেই। অনেক পাম্পে কোনো ধরনের তেল নেই বলে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে।

গতকাল দুপুরে ঢাকার মহাখালীতে ক্লিন ফুয়েলের পাম্পে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে অটোগ্যাস ও ডিজেল বিক্রি করা হচ্ছে। অকটেনের পাম্প পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। ফলে অন্যান্য দিন দুপুরের পর এই পাম্পের বাইরে শত শত অকটেনচালিত যানবাহনের ভিড় থাকলেও গতকাল তেমন চিত্র ছিল না।

ঈদে শ্রীমঙ্গলে পর্যটকের ঢল

সংগ্রাম দত্ত

ঈদের দীর্ঘ ছুটি এলেই দেশের পর্যটন মানচিত্রে নতুন করে আলোচনায় আসে শ্রীমঙ্গল। চা-বাগানের সবুজ চাদরে মোড়া এই জনপদ এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। ছুটির সুযোগে দেশ-বিদেশের হাজারো পর্যটকের ভিড়ে মুখর হয়ে উঠেছে মৌলভীবাজারের এই পর্যটন নগরী।

উপজেলা শহর হলেও ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে শ্রীমঙ্গল দীর্ঘদিন ধরেই দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ব্রিটিশ আমল থেকে গড়ে ওঠা বিস্তীর্ণ চা-বাগান, ঘন বনাঞ্চল, হাওর, লেক ও ফলের বাগান—সব মিলিয়ে এটি যেন এক প্রাকৃতিক স্বর্গরাজ্য। ভূনবীর, নোয়াগাঁও ও রাধানগর এলাকায় গড়ে ওঠা আধুনিক রিসোর্ট ও পর্যটন ভিলেজগুলো এই আকর্ষণকে আরও বহুগুণ বাড়িয়েছে। বিশেষ করে রাধানগরে আন্তর্জাতিক মানের পাঁচতারকা রিসোর্টসহ অসংখ্য আবাসন ব্যবস্থা পর্যটকদের আরামদায়ক অবস্থান নিশ্চিত করছে।

পর্যটন খাতে ইতোমধ্যে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ অঞ্চলে। ঈদের ছুটিতে সেই বিনিয়োগের সুফলও চোখে পড়ছে—হোটেল ও

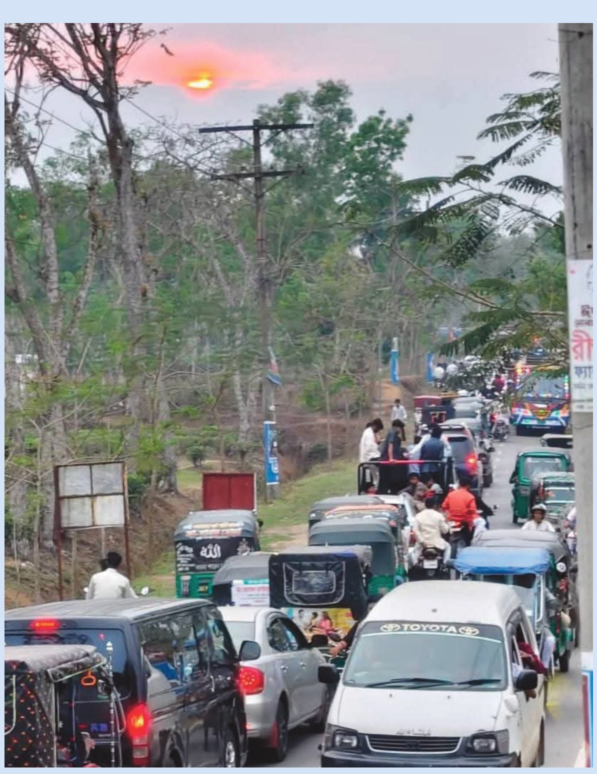

রিসোর্টগুলো প্রায় পূর্ণ, পর্যটকদের পদচারণায় সরব প্রতিটি স্পট।

প্রকৃতিপ্রেমীদের অন্যতম আকর্ষণ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, শমশেরনগর বিমানবন্দর এলাকা, বিভিন্ন চা-বাগান ও লেকগুলোতে প্রতিদিন ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই), ভাড়াউড়া, খেজুরি, ইস্পাহানি ও ফিনলে টি কোম্পানির বাগানগুলো ঘুরে দেখার আগ্রহও কম নয়। সাতগাঁও চা-বাগানের 'চা কন্যা' ভাস্কর্যেও দেখা গেছে পর্যটকদের ভিড়।

এছাড়া শ্রীমঙ্গলের বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনেও প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কাজ করে আসছে এবং এখন তা পর্যটকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণস্থল হয়ে উঠেছে।

তবে পর্যটকের এই ঢল শহরের যানবাহন ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টি করেছে। শ্রীমঙ্গল শহরের হবিগঞ্জ সড়ক থেকে ভানুগাছ পর্যন্ত দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে। পর্যটকবাহী গাড়ির সারি অনেক সময় কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে, যা স্থানীয়দের ভোগান্তিও বাড়াচ্ছে।

সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়, ঈদের ছুটিতে শ্রীমঙ্গল আবারও প্রমাণ করেছে—প্রকৃতি, বিনোদন ও অবকাশের অনন্য সমন্বয়ে এটি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা পর্যটন গন্তব্য।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

ঈদযাত্রায় ভাড়া কেলেঙ্কারি নিয়ে জাতি হিসেবে আমরা লজ্জিত

বললেন জামায়াত আমির

ঢাকা ডেস্ক

শফিকুর রহমান

ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ তুলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, 'ভাড়া নিয়ে যে কেলেঙ্কারি হয়েছে এবং সরকারের মন্ত্রী বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ একেক সময় একেকটা কথা বলায় জাতি হিসেবে আমরা লজ্জিত।'

শনিবার সকালে রাজধানীর মিরপুরের মনিপুর গার্লস হাইস্কুল মাঠে ঈদের নামাজ শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

জামায়াত আমির বলেন, 'ঈদ আসে খুশির বার্তা নিয়ে। ঈদ আসলে বিশেষ করে শহরে-নগরে অবস্থানরত জনগণ নাড়ির টানে বাড়ির দিকে তাঁরা ছুটতে থাকেন, সে সময়টা অতীতে বিভিন্ন সময় অনেক গ্যাঞ্জাম ছিল, সমস্যা ছিল, এবার সমস্যাটা হয়েছে আরও বেশি মাত্রায়। আমরা ব্যথিত, আমরা লজ্জিত। পরিবর্তিত বাংলাদেশে এটা হওয়া উচিত ছিল না। ভাড়া নিয়ে যে কেলেঙ্কারি হয়েছে এবং সরকারের মন্ত্রী বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ একেক সময় একেকটা কথা বলায় জাতি হিসেবে আমরা লজ্জিত। জানি না তারা লজ্জিত বা অনুতপ্ত কি না।'

শফিকুর রহমান বলেন, 'স্বল্প আয়ের মানুষেরাই বেশির ভাগ গ্রামে যান। সারা বছর একটু একটু করে সামান্য টাকা জমান তাঁরা। সেই টাকাটাই যদি ভাড়ায় সব শেষ হয়ে যায়, তাহলে ঈদের আনন্দেই তো ম্লান হয়ে যায়। তাঁরা কষ্টের মধ্যে পড়ে যান। এটা অমানবিক, এটা আসলেই একটা মানবতাবিরোধী অপরাধ।'

জামায়াত আমির বলেন, গোটা জাতির সঙ্গে যা করা করেছে, নিঃসন্দেহে ভালো কাজ করেনি।

জামায়াতের বক্তব্য নিয়ে চীনা দূতাবাসের উদ্বেগ

ঈদসামগ্রী বিতরণ

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের চীনা দূতাবাস গত মঙ্গলবার ঢাকা-১৫ আসন এলাকায় এক হাজারের বেশি মানুষকে ঈদসামগ্রী দিয়েছে। এ অনুদানকে যৌথ বলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। অনুদান নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে জামায়াতের কিছু পোস্টের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে দূতাবাস।

ঈদসামগ্রী বিতরণের সময় ঢাকা-১৫ আসনের সংসদ সদস্য ও বিরোধীদলীয় নেতা জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান এবং চীনের রাষ্ট্রদূতসহ দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তবে বিতর্ক শুরু হয় জামায়াতের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে।

বিষয়টি সবার নজরে আসে মঙ্গলবার রাতে চীনা দূতাবাস সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত কনটেন্ট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার পর। রাত ১১টা ৫ মিনিটে দূতাবাস তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে বলেছে, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত সকালে একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দূতাবাস উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে, এ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত কিছু কনটেন্ট বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তারা বাংলাদেশের প্রতি চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ নীতির বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করছে। তারা জোর দিয়ে বলছে, নির্বাচিত সরকারের নির্বিঘ্নে দেশ পরিচালনায় চীন সমর্থন জানায়। দুই দেশের জনগণের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে একত্রে কাজ করে বন্ধুত্ব আরও জোরদার করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

গত মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দেওয়া জামায়াতে ইসলামীর এক পোস্ট থেকে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। দলটি ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে বিকেল ৪টা ৪ মিনিটে জানায়, মিরপুর-১০ এ অবস্থিত আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও চীনের যৌথ উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে ফুডপ্যাক বিতরণ করা হয়। এতে উপস্থিত থেকে ফুডপ্যাক বিতরণ করেন আমিরে জামায়াত ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান ও ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

এরপর রাত ১০টা ১৬ মিনিটে দলটি জানায়, 'মিরপুর-১০ এ অবস্থিত আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ১৭ মার্চ দুস্থদের মাঝে ফুডপ্যাক বিতরণ করা হয়। এতে উপস্থিত থেকে ফুডপ্যাক বিতরণ করেন আমিরে জামায়াত ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান ও ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।' আবার রাত ১০টা ৩৪ মিনিটে ফেসবুক পেজে জামায়াত জানায়, '১৭ মার্চ, মঙ্গলবার বেলা ১১টায়, ঢাকাস্থ চায়না এমবাসির পক্ষ থেকে ঢাকা-১৫ আসনের জনসাধারণের জন্য ফুড প্যাকেট উপহার প্রদান করা হয়। আমিরে জামায়াত, জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও ঢাকা-১৫ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুর রহমানের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই ফুড প্যাকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ চায়না এমবাসির রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।'

সর্বশেষ রাত ১১টা ২৩ মিনিটে দলটি জানায়, '১৭ মার্চ, মঙ্গলবার বেলা ১১টায়, ঢাকাস্থ চায়না এমবাসির পক্ষ থেকে ঢাকা-১৫ আসনের জনসাধারণের জন্য ফুড প্যাকেট উপহার প্রদান করা হয়। এ সময় জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও ঢাকা-১৫ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুর রহমানের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই ফুড প্যাকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ চায়না এমবাসির রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি চিফ অব মিশন (ডিসিএম) এবং চায়না এমবাসির পলিটিক্যাল ডিরেক্টর।'

একই দিন বিকেল সাড়ে ৪টায় নিজস্ব ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে চীনা দূতাবাস জানায়, '১৭ই মার্চ, বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাস ঢাকার বাসিন্দাদের জন্য ঈদুল ফিতরের খাদ্য সামগ্রী দান করেছে।

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মের্সি

(সাটফিন বুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন এবং নির্মোহ উত্তর খোঁজার চেষ্টা

রুদ্র মাসুদ

ত্রিশ লাখ শহীদ আর দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে কেনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে আজও প্রশ্ন ওঠে, প্রশ্ন তোলে কিছু মানুষ। প্রাসঙ্গিক অগণিত প্রশ্নের নির্মোহ উত্তর খোঁজে ক'জন। স্বাধীনতার স্থপতি, ঘোষক; এসব নিয়েই ৫৪ বছর কাটিয়ে দিয়েছি আমরা। অথচ ৭১ এ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে কথা বলি না।

প্রাসঙ্গিক অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারেন আপনিও। আমরা দেখেছি এবারের নির্বাচনে প্রধান এজেন্ডা হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ। আর মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিল বিএনপি, এমন দাবিও উঠেছে। যদিও দলটির জন্ম মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরে। বিএনপির মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণায় ভেটো দিতে "উই রিভোল্ট" তত্ত্ব হাজির করে জামায়াত। ঘোষণা আসে, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস রচনা করবে!

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি। মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরে আমার জন্ম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ আমার কাছে মহাকাব্য, যার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে নানা চরিত্র, গল্পগাঁথা। একটি জাতি কীভাবে একাত্ম হয়ে একটি আধুনিক প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দিতে পারে সেসবের নানা কৌশল, প্রত্যয়ের গল্প। এসবই আমার ধারণা, যা আমি পেশাগত জীবনে অর্জন করেছি।

কোনো ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে পেশাগত আগ্রহ থেকে আমি অগণিত মুক্তিযোদ্ধার কাছে তাঁদের রণাঙ্গনের স্মৃতিচারণ শুনেছি। আমি কথা বলেছি শহীদ জননীর সঙ্গে, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের সঙ্গে। কথা বলেছি পাক হানাদারদের ক্যাম্পে নারীদের ধরে এনে আটকে রাখা, ধর্ষণ ও হত্যা করার পর অস্ত্রের মুখে বধ্যভূমিতে মাটি চাপা দিতে বাধ্য করা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে।

আমি কথা বলেছি প্রকাশ্যে গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া কোরআনে হাফেজ একজন ব্যক্তির সঙ্গে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তাণ্ডব দেখা প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলেছি। কথা বলেছি গণহত্যার শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সঙ্গে। আমি কথা বলেছি রাজাকার মিলিশিয়ার সঙ্গেও। না, কোনো পক্ষকে খুশি করতে আমি কারও সঙ্গে কথা বলিনি। জানার আগ্রহ থেকেই আমি কথা বলেছি।

পেশাগত জীবনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেওয়ার কারণে আমার সেই জানা আর এগোয়নি। আমাকে মুগ্ধ করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের রণনীতি ও রণকৌশল। তাই কিছু প্রশ্ন এখানে তুলে ধরতে চাই। যদি কারও জানার ইচ্ছা হয়, তাহলে তিনি যতটুকু সম্ভব সত্য জেনে নিতে পারবেন। তবে তা যেন নির্মোহভাবে হয়—সেই মিনতি থাকবে।

প্রশ্নগুলো এমন হতে পারে—
কীভাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম হলো? সেই ধাপগুলো কী কী ছিল?

পাকিস্তানিরা তো মুক্তিযোদ্ধাদের জড়ো হওয়ার স্থানগুলো চিনত না। তাদের সেই স্থানগুলো চিনিয়ে দিত কারা?

আপনার বাড়ির সবচেয়ে কাছের যে গণহত্যাটি সংঘটিত হয়েছিল, সেদিন পাকিস্তানি বাহিনীকে পথ দেখিয়ে এনেছিল কারা? তাদের রাজনৈতিক পরিচয় কী ছিল?

পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে নারীদের ধরে নিয়ে যেতে (যদি এ ধরনের ঘটনা আপনার এলাকায় ঘটে থাকে) সহায়তাকারী আপনার এলাকার লোকটি কে? তার রাজনৈতিক পরিচয় কী ছিল?

নবম বা দশম শ্রেণির একজন কিশোর, একজন শ্রমিক কেন সেদিন যুদ্ধে গিয়েছিল?

রাজাকার মিলিশিয়া, আল-বদর, আল-শামস কারা ছিল? তারা কোন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ছিল?

শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?
বধ্যভূমিতে কীভাবে লাশ পুঁতে ফেলা হতো? কেন ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হতো?

মুক্তিযোদ্ধাদের রণনীতি-রণকৌশল কেমন ছিল? কীভাবে সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও সাহায্য করেছিল?

যুদ্ধকালীন সময়ে কারা লুটপাট করেছিল? তাদের রাজনৈতিক পরিচয় কী ছিল?

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহ কারা ছিল? এবং স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী রাজনৈতিক দলসমূহ কারা ছিল?

আপনি আপনার মতো করে এসব তথ্য জানতে পারেন। কোনো তথ্য নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হলে যাচাই করতে পারেন। মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা এখনো জীবিত আছেন। আপনি চাইলে সত্য জানতে পারেন। আপনি সত্য জানলে পরবর্তী প্রজন্মকেও সত্য জানাতে পারবেন।

আপনি যদি মনে করেন, একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, তাহলে আসুন সেই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি তুলি। সিদ্ধান্ত আপনার—নির্মোহভাবে আপনি সেটি বিবেচনা করুন।

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১ মার্চ (রোববার) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার আল আকসা পার্টি হলে এই মাহফিল আয়োজিত হয়। এতে দুই শতাধিক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী যোগ দেন। সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি আশরাফুল ইসলাম জঙ্গী ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফসহ কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তারা অতিথিদের স্বাগত জানান।

মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া মুনাজাত করা হয়। মাহফিল পরিচালনা করেন সোসাইটির বিদায়ী সভাপতি শামসুজ্জামান খান। মাহফিলে টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সংগঠনের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের মধ্যে আব্দুস সালাম, দেওয়ান আমিনুর রহমান, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ, শহীদুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, সৈয়দ ইমরুল আলম শাহেদ, মোহাম্মদ মজিবর রহমান, মোহাম্মদ আলী, মনোয়ারা আলম বেবী, নাসরিন আক্তার লাকি প্রমুখ সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩টি অধ্যাদেশ নিয়ে পর্যালোচনার কাজ প্রায় শেষ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশ নিয়ে পর্যালোচনার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি জানান, বিশেষ করে, 'জুলাই সুরক্ষা'-সংক্রান্ত চারটি অধ্যাদেশের বিষয়ে সব সদস্য একমত হয়েছেন এবং এগুলো হুবহু সংসদে উপস্থাপন করা হবে।

বুধবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব তথ্য জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ১৩৩টি অধ্যাদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। প্রথমত, কিছু অধ্যাদেশ যেভাবে আছে, সেভাবেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিল আকারে এনে পাস করবে। দ্বিতীয়ত, কিছু অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ বিল উত্থাপন করা হবে। আর তৃতীয়ত, যেসব বিষয়ে একমত হওয়া যাবে না, সেগুলো এই অধিবেশনে 'ল্যাপস' (বাতিল) হয়ে যাবে; প্রয়োজনে পরবর্তী অধিবেশনে নতুন বিল হিসেবে আসবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

মন্ত্রী আরও স্পষ্ট করে বলেন, সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী নতুন বিল পাসের আগে পুরোনো অধ্যাদেশগুলো অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে, যাতে আইনি জটিলতা তৈরি না হয়।

অধ্যাদেশ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে 'জুলাই জাতীয় সনদ' ও 'সাংবিধানিকতা'—এই দুই বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'আমরা জুলাই জাতীয় সনদকে এখানে প্রাধান্য দিচ্ছি। সাংবিধানিকতা রক্ষা এবং জনপ্রত্যাশা অনুযায়ী প্রতিটি বিল বিবেচনা করা হচ্ছে।' অধিকাংশ অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা শেষ হলেও দুদক আইন, মানবাধিকার কমিশন আইনসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান তিনি।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্ত্বক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

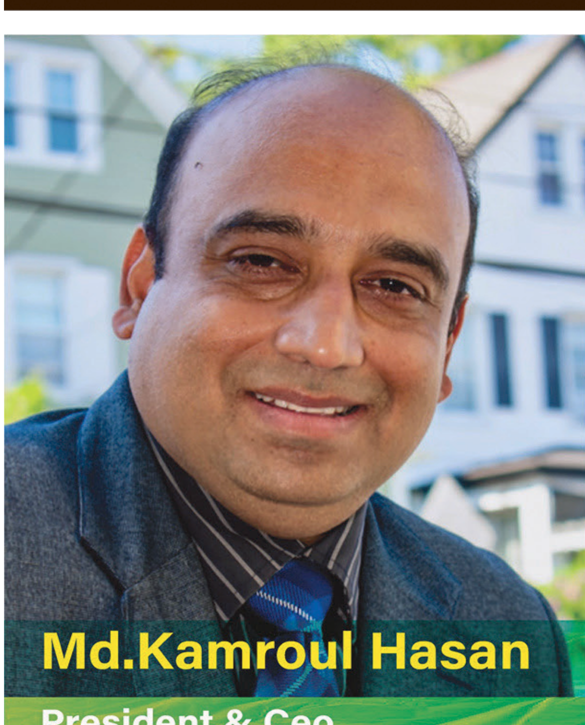

YOURHOMESOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise
YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT
আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়
PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing, 2nd Floor, Bronx, NY 10462

আটলান্টিক সিটিতে ঈদ মিলন মেলা

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি স্টেটের আটলান্টিক সিটিতে ঈদ মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ মার্চ (রবিবার) সিটির শোবোট হোটেলের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঈদ মিলন মেলার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল সুধী সমাবেশ, কথামালা, কাওয়ালী সংগীত পরিবেশন ও জমজমাট আড্ডা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র।

অনুষ্ঠানে এম আনজুম জিয়ার পরিচালনায় সিটি কাউন্সিল সহ-সভাপতি কলিম শাহবাজ, আমের কাশ্মীরি, মাইকেল সুলেমান, জহিরুল ইসলাম বাবুল, সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থীরাও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে কাওয়ালী গান পরিবেশন করেন উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় কাওয়াল সাগর ভ্রাতৃদ্বয়। তাদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা মিলনায়তন ভর্তি শ্রোতারা প্রাণভরে উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন শওকত আজাদ, সাইফ চৌধুরী, আবিদ কাইউম, আসাদ চৌধুরী, মোঃ ইকরাম, সোহেল মালিক, আদিল মালিক, হাবিবুর রেহমান প্রমুখ।

ইরানের পরাজয় না হলে সৌদি আরবের সামনে ঘোর বিপদ

মধ্যপ্রাচ্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কৌশলগত অবস্থান নতুন করে আলোচনায় এসেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইরানকে নিরস্ত বা দুর্বল না করা পর্যন্ত এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—এমন ধারণা এখন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, বিশেষ করে, উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে।

এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ বাড়লেও সৌদি আরবের কার্যত শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এই অবস্থানের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি মনে করেন, বর্তমান সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যকে নতুনভাবে গঠনের একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইরানের ধারাবাহিক হামলার পর সৌদি নেতৃত্বের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে—ইরান দীর্ঘ মেয়াদে উপসাগরীয় অঞ্চলের জন্য বড় হুমকি।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও যুদ্ধের মাধ্যমে ইরানের সামরিক সক্ষমতা দুর্বল করার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস করা গেলে ইসরায়েলের নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত হবে। তবে সৌদি আরবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আরও জরুরি। কারণ, তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ইরানের খুব কাছাকাছি, ফলে সরাসরি হামলার ঝুঁকি বেশি।

এই প্রেক্ষাপটে হরমুজ প্রণালি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বের একটি বড় অংশের তেল এই প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়। ইরান যদি এই পথ বন্ধ করে দেয় বা নিয়ন্ত্রণে নেয়, তাহলে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ইতিমধ্যে তেলের দাম ১০০ ডলারের ওপরে উঠে যাওয়ায় বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন জোরদার হলেও উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর মধ্যে ইরানবিরোধী মনোভাব ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান প্রকাশ্যে বলেছেন, তাঁরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক—সব ধরনের উপায় ব্যবহার করে ইরানের হামলা বন্ধ করতে চান। একই সঙ্গে তিনি ইরানের ধর্মীয় নেতৃত্বের সমালোচনা করে বলেন, দেশটি ইসলামি বিশ্বের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থই বেশি রক্ষা করছে।

গোপনে সৌদি নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে উৎসাহ দিচ্ছে বলেও বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। যুবরাজ সালমান নাকি মনে করেন, শুধু আংশিক সামরিক অভিযান নয়, বরং স্থল অভিযানের মাধ্যমে ইরানের জ্বালানি অবকাঠামো দখল এবং শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনই হতে পারে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান। তাঁর মতে, যদি যুদ্ধ অর্ধেক পথে থেমে যায়, তাহলে ইরান আরও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য আরও বড় হুমকি তৈরি করবে।

তবে এই কৌশলের ঝুঁকিও কম নয়। ইরানের ভেতরে অস্থিতিশীলতা তৈরি হলে তা পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে, নতুন মিলিশিয়া গোষ্ঠীর উত্থান ঘটতে পারে এবং তেলের অবকাঠামো আরও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

সব মিলিয়ে, মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েলের কৌশলগত ইস্যু নয়, এটি এখন উপসাগরীয় দেশগুলোর অস্তিত্বের প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। প্রকাশ্যে ও গোপনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নেওয়ার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে, এই অঞ্চলের রাজনীতিতে বাস্তবতা, কূটনীতি ও কৌশল—তিন স্তরেই জটিল খেলা চলছে।

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন এনএ’র ইফতার ও দোয়া মাহফিল

ডেস্ক রিপোর্ট

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন এনএ’র উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ মার্চ (শনিবার) জ্যামাইকার একটি পার্টি হলে আয়োজিত মাহফিলে নিউইয়র্ক প্রবাসী বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসী অংশ নেন। মাহফিলে যোগাদানকারী প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীরা নিজেদের মধ্যকার ঐক্য এবং সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ এবাদুল হক এবাদের সভাপতিত্বে মাহফিল পরিচালনা করেন সংগঠনের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা- উপদেষ্টা কামরুজ্জামান মুরাদ।

মাহফিলে সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম ওসমান গণি, ভাইস চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান দুলাল, সদস্য বেলাল হোসেন, ছাইদুর খান ডিউক, উপদেষ্টা বীরমুক্তিযোদ্ধা মনজুরুল হোসেন, মোহাম্মদ রওশান আলম, এক্সিকিউটিভ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জুবায়ের আহম্মেদ রানা, শামীম উদ্দিন নাসের, এসিসটেন্ট ডাইরেক্টর রফিকুল ইসলাম, ট্রেজারার বিশ্বজিত পাল, যুব উন্নয়ন ডাইরেক্টর মকবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

> এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ এবাদুল হক বলেন, আমাদের লক্ষ্য দলমতের উর্দ্ধে উঠে প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীকে এক্যবদ্ধ করা। সেজন্যই আমরা ইফতার মাহফিলসহ বিভিন্ন দিবস পালনের পাশাপাশি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছি

ইফতার গ্রহণের পর এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম ওসমান গণি বলেন, প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীদের মধ্যকার ঐক্য এবং সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরদার করতেই এমন অনুষ্ঠান আয়োজন। এমন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পারস্পারিক যোগযোগের পাশাপাশি আমরা একে অপরের সুখ-দু:খের পাশাপাশি সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা আর সমাধানের চেষ্টা করতে পারি।

এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ এবাদুল হক এবাদ বলেন, আমাদের লক্ষ্য দলমতের উর্দ্ধে উঠে প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীদের এক্যবদ্ধ করা। সেজন্যই আমরা ইফতার মাহফিল সহ বিভিন্ন দিবস পালনের পাশাপাশি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছি। তিনি ইফতার মহফিল সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকল প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আলোচনার টেবিল তৈরি হচ্ছে, কিন্তু বোমার শব্দ থামছে না

আজমল হোসেন

মধ্যপ্রাচ্যে হামলা-পাল্টা হামলার রক্তাক্ত ধারা অব্যাহত থাকলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার দাবি করলেন, ইরানের সঙ্গে একটি কূটনৈতিক সমঝোতার পথে তিনি আশার আলো দেখছেন। ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সামনে বসে তিনি বললেন, ইরান তাদের একটি বিশেষ “উপহার” পাঠিয়েছে — যা তেল ও গ্যাস পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি সংক্রান্ত। “তারা এমন একটি কাজ করেছে যা সত্যিই অবিশ্বাস্য। এই উপহারটি অনেক বড়, অনেক মূল্যবান। আর এটিই বলে দেয়—আমরা সঠিক মানুষদের সঙ্গে কথা বলছি।” যদিও ইরান এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনার কথা স্বীকার করেনি।

এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, যেদিন ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যৌথভাবে ইরানে সামরিক অভিযান শুরু করেন এবং সেই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই নিহত হন। এরপর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে একটানা অস্থিরতা চলছে। ইরান প্রতিশোধ হিসেবে হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ করে দেয়, যার ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম হু হু করে বেড়ে যায়। ট্রাম্প একসময় হুঙ্কার ছেড়েছিলেন — সোমবারের মধ্যে প্রণালি না খুললে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেদিন সকালেই, মার্কিন শেয়ারবাজার খোলার আগে, তিনি হঠাৎ সেই সময়সীমা পাঁচ দিন বাড়িয়ে দিলেন — কূটনৈতিক অগ্রগতির কথা বলে।

এই মুহূর্তে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন-ইরান সংলাপের জন্য ইসলামাবাদে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সসহ শীর্ষ কর্মকর্তারা এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত। ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ জানিয়েছে, মার্কিন দূতরা একমাসের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছেন, যার পরিকাঠামোয় রয়েছে ১৫টি শর্ত — ইরানের মাটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ এবং হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া। বিনিময়ে ইরানের ওপর থেকে কিছু নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁও ইরানকে “সদিচ্ছায়” আলোচনায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শুক্রবার ফ্রান্সে জি-৭ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে এই সংকট প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে।

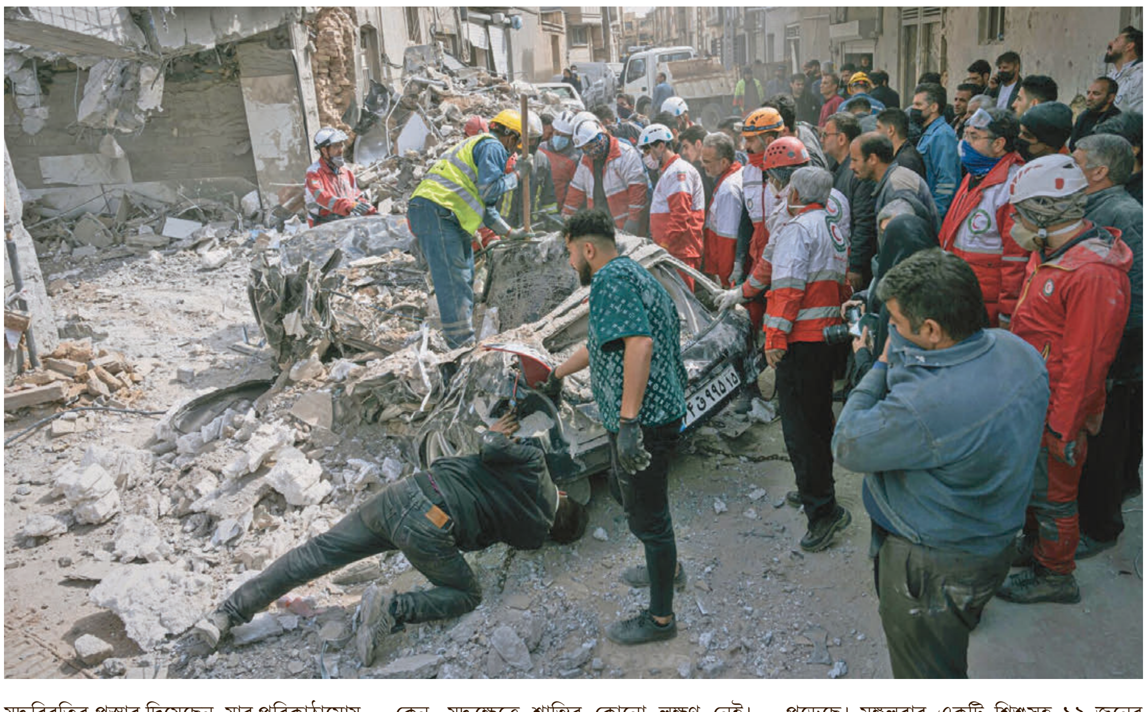

তবে কূটনীতির টেবিলে যা-ই হোক না কেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তির কোনো লক্ষণ নেই। ইসরায়েল মঙ্গলবার ইরানের বিভিন্ন এলাকায় বড় আকারের বিমান হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলি সামরিক মুখপাত্র এফি ডেফ্রিন পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, ট্রাম্পের মন্তব্যে যুদ্ধপরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আসেনি, বরং “হুমকি নির্মূল” করতে অভিযান আরও গভীর হবে। ইরানের দিক থেকেও ইসরায়েলের প্রতিরক্ষাকবচ ভেদ করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে আসছে — বাণিজ্যনগরী তেল আভিভের রাস্তায় ধ্বংসস্তূপের ছবি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার একটি শিশুসহ ১২ জনের বেশি আহত হয়েছেন ইসরায়েলে। জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষক সংস্থা আইএইএ উদ্বেগ জানিয়েছে ইরানের বুশের বেসামরিক পরমাণু কেন্দ্রে দ্বিতীয়বার হামলার পর — এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে “সর্বোচ্চ সংযম” পালনের আহ্বান জানিয়েছে।

এই যুদ্ধের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে লেবাননেও। ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী খামেনেইকে হত্যার প্রতিশোধে ২ মার্চ থেকে ইসরায়েলে রকেট হামলা শুরু করে। ইসরায়েল জবাবে লেবাননে ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে এবং লিতানি নদী পর্যন্ত দক্ষিণ লেবাননের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে — এটি ইসরায়েলের সীমান্ত থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে। মঙ্গলবার রাতে বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে হামলার আগে বাসিন্দাদের সরে যেতে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত লেবাননে অন্তত ১,০৭২ জন নিহত, ১০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত। সর্বশেষ হামলায় মাত্র তিন বছর বয়সি এক শিশুসহ আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে লেবাননের কেন্দ্রীয় সরকার ইরানি রাষ্ট্রদূতকে রোববারের মধ্যে দেশ ছাড়তে বলেছে — হিজবুল্লাহ পরিচালনায় ইরানের হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে।

ইরানের ভেতরে এখন দ্বন্দ্বময় বার্তা। পার্লামেন্টের শক্তিশালী স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেকোনো আলোচনার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেছেন, ট্রাম্প আসলে “তেল ও অর্থবাজারকে কারসাজি” করতে চাইছেন। কিন্তু একই সময়ে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীকার করেছে যে “বন্ধু দেশগুলোর” মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা তাদের কাছে পৌঁছেছে। তেহরানের এক সাধারণ নারী, ফোনে কথা বলতে গিয়ে যা বললেন, তা হয়তো লাখো ইরানির মনের কথা — “বিস্ফোরণ, ক্ষেপণাস্ত্র — এগুলো এখন আমাদের রোজকার জীবন। একটাই ভয়, তেল আর গ্যাসের স্থাপনায় যেন আঘাত না আসে। এই এক বিষয়ে সব ইরানি এক মত।”

এদিকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অভিজাত ৮২তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের ৩,০০০ সৈন্য মধ্যপ্রাচ্যে পাঠাচ্ছে। ট্রাম্প একদিকে চুক্তির কথা বলছেন, অন্যদিকে সেনা পাঠাচ্ছেন — এই দ্বৈততাই বলে দেয় মধ্যপ্রাচ্যের সংকট এখন কতটা জটিল ও অনিশ্চিত। আলোচনার টেবিল তৈরি হচ্ছে, কিন্তু বোমার শব্দ থামছে না।

ফেডারেল প্লাজায় বন্দিদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন!

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা আইস'কে আগামী মে মাসের শেষ দিকে নিউইয়র্কের ২৬ ফেডারেল প্লাজায় তাদের আটক কেন্দ্রের পরিস্থিতি নিয়ে ফেডারেল আদালতে জবাবদিহি করতে হবে। মেক দ্য রোড নিউইয়র্ক, ওয়াং হেকার ল ফার্ম এবং নিউইয়র্ক সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, অভিবাসীদের সেখানে অতিরিক্ত ভিড় ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হয়েছে এবং আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

মামলায় আরও বলা হয়, এই আটক ঘটনায় মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী লঙ্ঘিত হয়েছে, কারণ বন্দিরা আইনি পরামর্শ নিতে পারেননি। পাশাপাশি পঞ্চম সংশোধনীও ভঙ্গ হয়েছে, কারণ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই তাদের শাস্তিমূলক পরিবেশে রাখা হয়েছে। ফেডারেল বিচারক লুইস কাপলানের আদালতে এই বিচার আগামী ২৬ মে শুরু হবে।

গত আগস্ট মাসে নিউইয়র্কে আইস এর গ্রেপ্তার অভিযান তীব্র আকার ধারণ করলে এই ক্লাস অ্যাকশন মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি ভবিষ্যতে যারা ওই কেন্দ্রে আটক হবেন তাদের পক্ষেও দায়ের করা হয়েছে। সে সময় ১০ম তলার আটক কক্ষে নিউইয়র্ক ও আশেপাশের এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা মানুষদের গাদাগাদি করে রাখা হচ্ছিল। খাবার ও পানির সরবরাহ ছিল অত্যন্ত সীমিত, যা বন্দিদের বক্তব্য এবং ভিডিও প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে।

মামলার পক্ষে জমা দেওয়া প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণে উঠে আসে এক ২০ বছর বয়সী নারীর কথা, যিনি কয়েকদিন ধরে ঋতুস্রাবের রক্তে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকতে বাধ্য হন, কারণ একটি কক্ষ ভর্তি নারীদের জন্য মাত্র দুটি প্যাড দেওয়া হয়েছিল। আরেকটি ঘটনায় এক বন্দি জানান, একজন প্রহরী পুরুষদের সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে মুখে ফোঁটা ফোঁটা পানি দিচ্ছিলেন। ভিডিওতে দেখা যায়, বন্দিরা একটি টয়লেটের পাশেই মেঝেতে গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে আছেন।

আইস এর নিজস্ব তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, যেসব কক্ষে বিছানার কোনো ব্যবস্থা নেই এবং যেগুলো সর্বোচ্চ ১২ ঘণ্টার জন্য নির্মিত, সেখানে মানুষ গড়ে চার দিনেরও বেশি সময় কাটাতে বাধ্য হচ্ছিলেন। জুনের এক রাতে সেখানে একসঙ্গে ১৮৬ জন পর্যন্ত রাত কাটিয়েছেন।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচারক লুইস কাপলান গত গ্রীষ্মে দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন এবং প্রথমে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও পরে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এতে আটক কক্ষে ধারণক্ষমতা কঠোরভাবে সীমিত করা হয় এবং আইসকে খাবার, পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য এবং আইনি পরামর্শের সুযোগ নিশ্চিত করতে বাধ্য করা হয়।

স্বেচ্ছা নির্বাসনে প্রায় ৭২ হাজার অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন

প্রজেক্ট হোমকামিং

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে থাকা অভিবাসীদের স্বেচ্ছা দেশত্যাগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন প্রায় ৯১৫ মিলিয়ন ডলারের 'প্রজেক্ট হোমকামিং' চালু করেছে। এই প্রোগ্রামের আওতায় অভিবাসীরা ২,৬০০ ডলার পর্যন্ত অনুদান এবং বিনামূল্যে বিমানযাত্রার সুযোগ পাচ্ছেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের অভ্যন্তরীণ একটি নথি অনুসারে, মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রায় ৭২,০০০ অভিবাসী এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন। এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি আইস হেফাজতে থাকা অবস্থায় এই সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

প্রোগ্রামটি মূলত সেসব অভিবাসীর জন্য যারা ইতিমধ্যেই অভিবাসন হেফাজতে রয়েছেন বা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগে আগ্রহী। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ দাবি করেছে, স্বেচ্ছা নির্বাসন প্রতি কেসে প্রচলিত বহিষ্কারের তুলনায় সরকারের জন্য অর্থ সাশ্রয় করে। এছাড়া এটি অভিবাসীদের জন্য সম্মানজনক পথ প্রদান করে। তবে বিশেষজ্ঞরা এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকেই বলছেন, অনেক অভিবাসী হয়তো এই অর্থায়ন ছাড়াও স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করতেন।

প্রজেক্ট হোমকামিং-এর মাধ্যমে অভিবাসীরা কাস্টম অ্যান্ড বর্ডার প্যাট্রল হোম অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে পারেন এবং প্রস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর অর্থ পেয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ,

> প্রজেক্ট হোমকামিং চালু হওয়ার আগে স্বেচ্ছা প্রস্থান একটি বৈধ বিকল্প হিসেবে ছিল। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ অর্থবছরে ৩৫,০০০-এর বেশি অভিবাসী স্বেচ্ছা প্রস্থানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন।

হন্ডুরাসের লিসেট নামে এক অভিবাসী তার স্বামীকে আটক ও নির্বাসনের পর পরিবারের সঙ্গে স্বেচ্ছা দেশত্যাগ করেছেন এবং ১,০০০ ডলার স্টাইপেন্ড পেয়েছেন। ব্রাজিলীয় এক নারীও অ্যাপ ব্যবহার করে প্রস্থান করেছেন এবং সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ গ্রহণ করেছেন।

অ্যাটর্নি দারা অ্যারোয়ো লংরিয়া উল্লেখ করেছেন, অনেক অভিবাসী এই প্রোগ্রামের শর্ত ও সম্ভাব্য শাস্তি পুরোপুরি বোঝেন না। স্বেচ্ছা প্রস্থান নিলে অনেক সময় বছর বা দশকের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পুনঃপ্রবেশে সীমাবদ্ধতা আসতে পারে। তিনি বলেন, "সরকারি নির্দেশনায় অনেকেই ভুলবশত আইনগত পরামর্শ গ্রহণ করছেন এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বোঝেন না।"

প্রজেক্ট হোমকামিং চালু হওয়ার আগে স্বেচ্ছা প্রস্থান ইতিমধ্যেই একটি বৈধ বিকল্প হিসেবে ছিল। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ অর্থবছরে ৩৫,০০০-এর বেশি অভিবাসী স্বেচ্ছা প্রস্থানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।

নিউইয়র্কে অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীর ঈদের নামাজ আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হয়েছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী স্থানীয় আবু হুরায়রা জামে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন।

শুক্রবার (২০ মার্চ) সকালে মসজিদে অনুষ্ঠিত ঈদের জামাতে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে তিনি নামাজে অংশ নেন।

নামাজ শেষে অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী উপস্থিত মুসল্লি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশলবিনিময় করেন। এ সময় তিনি প্রবাসীদের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনায় মোনাজাতে শরিক হন।

এবারও নিউইয়র্কের বিভিন্ন মসজিদে ও খোলা মাঠে একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এসব জামাতে অংশ নিয়েছেন।

গাড়ির বীমা খরচ কমানোর দাবি জোরালো হচ্ছে

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে গাড়ির বীমা খরচ কমানোর দাবিতে জনমত ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। 'Citizens for Affordable Rates (CAR)' নামের একটি জোট জানিয়েছে, গত এক মাসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১ লাখ ১২ হাজারেরও বেশি বার্তা আইনপ্রণেতাদের কাছে পাঠানো হয়েছে—যেখানে গাড়ির বীমা প্রিমিয়াম কমানো এবং সাশ্রয়ী সুবিধা চালকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া এই প্রচারণার পর থেকে নিউইয়র্কবাসীরা মোট ১ লাখ ২ হাজার ৪৬৬টি ইমেইল পাঠিয়েছেন এবং ১০ হাজার ৮০টি ফোনকল করেছেন। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ১২ হাজার ৫৪৬টি যোগাযোগ আইনপ্রণেতাদের কাছে পৌঁছেছে। চলমান এই কার্যক্রমের ফলে খুব শিগগিরই এই সংখ্যা আরও কয়েক হাজার বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বর্তমানে নিউইয়র্কে একজন চালককে গড়ে বছরে প্রায় ৪ হাজার ডলার গাড়ির বীমা বাবদ ব্যয় করতে হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অঙ্গরাজ্যের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উচ্চ ব্যয়ের পেছনে বড় কারণ হলো বীমা জালিয়াতি, যেমন সাজানো সড়ক দুর্ঘটনা এবং আইনি ব্যবস্থার অপব্যবহার।

Citizens for Affordable Rates-এর মুখপাত্র হোসে বায়োনা বলেন, "নিউইয়র্কবাসী কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করেন, কিন্তু একটি ভাঙা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে তাদের প্রতি বছর অতিরিক্ত শত শত ডলার দিতে বাধ্য করা হচ্ছে—এটি গ্রহণযোগ্য নয়। ১ লাখ ১২ হাজারের বেশি বার্তা আইনপ্রণেতাদের কাছে স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে—জালিয়াতি ও অপব্যবহার বন্ধ করুন, খরচ কমান এবং সেই সাশ্রয় সরাসরি চালক ও ছোট ব্যবসার কাছে ফিরিয়ে দিন।"

এই ব্যাপক জনসমর্থন গভর্নর ক্যাথি হোকুলের প্রস্তাবের পক্ষেও শক্ত অবস্থান তৈরি করছে।

সাংবাদিকদের সম্মানে জাকির এইচ চৌধুরীর ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে প্রবাসী সাংবাদিকদের সম্মানে দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী, এক্সিট রিয়েলটি কন্টিনেন্টালের প্রেসিডেন্ট ও সিইও জাকির এইচ চৌধুরী। বুধবার (১৮ মার্চ) জ্যাকসন হাইটসের শেফ'স মাহাল রেস্টুরেন্টে এ আয়োজন করা হয়।

ইফতার মাহফিলে নিউইয়র্কে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় হয়।

অনুষ্ঠানে জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির ইতিবাচক কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রবাসীদের সুখ-দুঃখ, সাফল্য ও বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। ইফতারের আগে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

SVF
Alpha-i
INSPIRED BY TRUE STORY
CHORKI
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
A Redoan Rony Film
দম
UNTIL THE LAST BREATH
RELEASING ON 10TH APRIL 2026
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
Kew Garden Cinemas, New York
Laemmle NoHo 7, North Hollywood
এছাড়াও লস এঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিসকো সহ সারা দেশে
Regal / Cinemark / AMC / Apple and more
SHOWTIMES WILL BE OUT SOON ON THEATRE WEBSITE
TICKETS ONLINE AND AT THEATRE TICKET BOOTH

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com
We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA
প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।
বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি
পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129
এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054
Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047
Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047
Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047
1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432
Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657
Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699
Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047
1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446
Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

ট্রাম্পের আল্টিমেটামের পাল্টা জবাব ইরানের

অভিজিৎ দে

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ এখন এক নতুন এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার হুমকি দেওয়ার পর পাল্টা জবাবে তেহরান জানিয়েছে, আমেরিকা যদি সেই পথে এগোয়, তাহলে হরমুজ প্রণালি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের জন্য এই প্রণালি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না — বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক পঞ্চমাংশ এই পথ দিয়েই যায়।

শনিবার রাতে ট্রাম্প ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, হরমুজ প্রণালি না খুললে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে হামলা চালানো হবে — সবচেয়ে বড়টি থেকে শুরু করে। জবাবে ইরানের সংসদ স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের কালিবাফ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অবকাঠামোতে হামলা হলে উপসাগরীয় দেশগুলোর জ্বালানি স্থাপনা এবং পানীয় জলের জন্য অপরিহার্য লবণমুক্তকরণ কেন্দ্রগুলোও বৈধ লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সেগুলো এমনভাবে ধ্বংস করা হবে যা আর পূরণ করা যাবে না। তিনি আরও যোগ করেন, যারা মার্কিন সামরিক বাজেটে অর্থ জোগায়, তারাও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। জাতিসংঘে ইরানের রাষ্ট্রদূত নিরাপত্তা পরিষদে চিঠি লিখে বলেছেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা হবে সম্পূর্ণ বেসামরিক — যা যুদ্ধাপরাধের শামিল।

শনিবার রাতে ইরান ইসরায়েলের নেগেভ মরুভূমিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। তেহরান জানায়, ইরানের প্রধান পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র নাতাঞ্জে হামলার প্রতিশোধ হিসেবে এই আক্রমণ করা হয়েছে। হামলায় ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলের দুটি

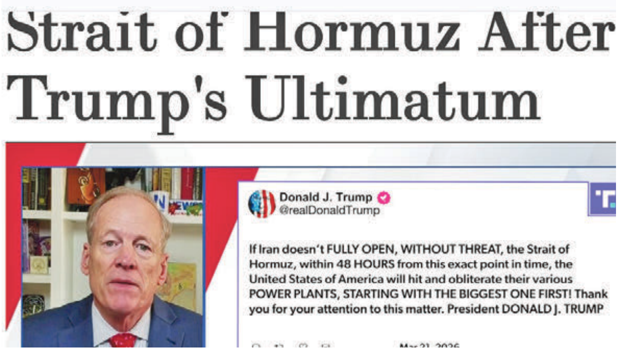

সম্প্রদায়ে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, কেউ নিহত না হওয়াটা রীতিমতো "অলৌকিক ঘটনা"।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী অবশ্য দাবি করেছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সংখ্যা কমে আসছে। নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে — যার মধ্যে রয়েছে ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি দুর্বল করা এবং সশস্ত্র মিত্রগোষ্ঠীগুলোর সক্ষমতা খর্ব করা।

লেবাননের পরিস্থিতিও ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ লিতানি নদীর উপর সেতুগুলো ধ্বংসের নির্দেশ দিয়েছেন, এই অভিযোগে যে হিজবুল্লাহ এই পথে যোদ্ধা ও অস্ত্র সরায়। টায়ারের কাছে কাসমিয়া সেতুতে হামলার এক ঘণ্টা আগে সতর্কতা দেওয়া হয়। লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন এই সেতু ধ্বংসকে "স্থল অভিযানের পূর্বপ্রস্তুতি" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে একটি বিমান হামলার দায় স্বীকার করেছে, যাতে একজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া উত্তরের মিসগাভ আম শহরে ৬১ বছর বয়সী কৃষক ওফার মস্কোভিৎজ তার গাড়িতে নিহত হয়েছেন। মাত্র দুদিন আগে তিনি এক বেতার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, লেবানন সীমান্তের কাছে বসবাস করা যেন "রুশ রুলেট" খেলার মতো।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল এই যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত দুই হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটিতে নিহতের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ইসরায়েলে ইরানি হামলায় পনেরোজন নিহত হয়েছেন। লেবাননে এক হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং দশ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। অধিকৃত পশ্চিম তীর ও উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোতেও বেসামরিক হতাহতের খবর আসছে।

শনিবার কাতারের একটি সামরিক হেলিকপ্টার প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বিধ্বস্ত হয়ে সাতজন আরোহী নিহত হয়েছেন বলে কাতার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা জানিয়েছে, ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বড় অংশ এখন ইসফাহানের ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে।

ইরানে হামলা চালিয়ে যেতে ট্রাম্পকে চাপ সৌদি যুবরাজের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানে হামলা চালিয়ে যেতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চাপ দিচ্ছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। সৌদি যুবরাজ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে যুক্তি দিচ্ছেন, মার্কিন-ইসরায়েলি সামরিক অভিযান মধ্যপ্রাচ্যকে পুনর্গঠনের এক 'ঐতিহাসিক সুযোগ' সুযোগ এনে দিয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাম্প্রতিক কয়েকটি ফোনালাপে প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ট্রাম্পকে এসব কথা বলেছেন। এসব আলোচনার বিষয়ে জানেন-এমন সূত্র এসব তথ্য জানিয়েছেন।

সূত্রের দাবি, সৌদি যুবরাজ যুক্তি দিয়েছেন, ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী হুমকির মুখে রেখেছে, যা ইরান সরকারকে নির্মূল করার মাধ্যমে দূর করা যেতে পারে। তবে সৌদি কর্মকর্তারা যুবরাজের এমন অবস্থানের কথা অস্বীকার করেছেন।

সৌদি ও মার্কিন উভয় সরকারের কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আশঙ্কা করছেন, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ইরান সৌদি তেল স্থাপনায় আরও কঠোর হামলা চালাতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে। এদিকে, ট্রাম্প প্রকাশ্যে কখনও যুদ্ধ দ্রুত শেষ হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, আবার কখনও তা আরও বাড়ার সংকেত দিচ্ছেন। সোমবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে 'কার্যকর আলোচনা' হয়েছে।

ফেসবুক ও ইউটিউব শিশুর মানসিক ক্ষতির দায়ে দোষী

আমেরিকান জুরি বোর্ড

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি জুরি বোর্ড মেটা (ফেসবুক) ও ইউটিউবকে শিশুদের ক্ষতির জন্য সরাসরি দায়ী সাব্যস্ত করেছে এবং বাদীপক্ষকে ৩০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার রায় দিয়েছে। নয় দিনে ৪০ ঘণ্টারও বেশি আলোচনার পর ক্যালিফোর্নিয়ার জুরিরা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, উভয় প্রতিষ্ঠান তাদের প্ল্যাটফর্মের নকশা ও পরিচালনায় অবহেলা করেছে এবং সেই অবহেলা বাদীর ক্ষতির পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

মামলার বাদী কেলি নামে পরিচিত ২০ বছর বয়সী এক তরুণী, যিনি অভিযোগ করেন যে শৈশবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার তাকে প্রযুক্তির প্রতি আসক্ত করে তুলেছিল এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে আরও গভীর করেছিল। তিনি জানান, মাত্র ৬ বছর বয়সে ইউটিউব এবং ৯ বছর বয়সে ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার শুরু করেন এবং শিশু বয়সে সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটিয়ে দিতেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবীরা বিশেষভাবে কিছু ডিজাইন বৈশিষ্ট্যের দিকে আঙুল তোলেন, যেগুলো তরুণ ব্যবহারকারীদের আটকে রাখার জন্য তৈরি বলে তারা দাবি করেন। এর মধ্যে রয়েছে অন্তহীন স্ক্রলিং ফিড, অটোপ্লে সুবিধা এবং ক্রমাগত নোটিফিকেশন। উল্লেখযোগ্যভাবে, জুরিদের বলা হয়েছিল যে প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত কনটেন্ট বিবেচনায় নেওয়া যাবে না, কারণ ১৯৯৬ সালের কমিউনিকেশনস ডিসেন্সি অ্যাক্টের ধারা ২৩০ অনুযায়ী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করা কনটেন্টের জন্য আইনি দায় থেকে সুরক্ষিত।

জুরি আরও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে উভয় প্রতিষ্ঠান বিদ্বেষমূলক বা চরম অবহেলার সঙ্গে কাজ করেছে, ফলে শীঘ্রই নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। এর অর্থ হলো মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে যাবে। বিচার শুরুর আগেই টিকটক ও স্ন্যাপ আপোষ-নিষ্পত্তি করে নেয়।

রায়ের পর মেটা জানিয়েছে, তারা এই রায়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে এবং আইনি বিকল্পগুলো বিবেচনা করছে। ইউটিউব তার আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি দিয়েছিল যে তাদের প্ল্যাটফর্ম সোশ্যাল মিডিয়া নয়, বরং টেলিভিশনের মতো একটি ভিডিও মাধ্যম। তারা এও দাবি করে যে কেলি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউটিউব ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইউটিউব শর্টস চালু হওয়ার পর থেকে তিনি দিনে গড়ে মাত্র এক মিনিট সেখানে কাটাতেন।

সোশ্যাল মিডিয়া ভিকটিমস ল সেন্টারের আইনজীবী লরা মার্কেজ-গ্যারেট বলেন, এই মামলা যে ফলাফলই দিক না কেন ঐতিহাসিক, কারণ এটিই প্রথম। তিনি আরও বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো শিশুদের ক্ষতি করে মুনাফা অর্জন চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা এটি বন্ধ করবে না কারণ এতে তাদের বিশাল আয় হচ্ছে। মামলার বাদীপক্ষের প্রধান আইনজীবী মার্ক ল্যানিয়ার মেটার মার্ক জাকারবার্গ ও অ্যাডাম মোসেরিকে সাক্ষ্যদানের জন্য আদালতে হাজির করেন, তবে ইউটিউবের সিইও নিল মোহানকে ডাকা হয়নি।

এই মামলাটি একটি বেলওয়েদার ট্রায়াল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে, অর্থাৎ এর রায় সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে দায়ের করা হাজার হাজার একই ধরনের মামলার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা এই আইনি লড়াইকে তামাক ও ওপিওয়েড শিল্পের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক মামলাগুলোর সঙ্গে তুলনা করছেন এবং বাদীপক্ষ আশা করছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোও একদিন সিগারেট প্রস্তুতকারী ও মাদক কোম্পানিগুলোর মতো একই পরিণতির মুখোমুখি হবে।

জীবনের উদ্যোগে বার্ষিক ইফতার ও ডিনার

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের কুইন্সে বসবাসরত বাংলাদেশি অফিসারদের অন্যতম সংগঠন জ্যামাইকা ইন্টিগ্রেডেট বাংলাদেশি অফিসার্স নেটওয়ার্ক (জীবন) এর উদ্যোগে বার্ষিক ইফতার ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে । গত ১৩ মার্চ (শুক্রবার) জ্যামাইকার হিলসাইডে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগঠনটি।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক লিডার এটর্নী মঈন চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মেয়র অফিসের চীফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাশার, ভালোর প্রতিষ্ঠাতা সি.ই.ও শাহরিয়ার রহমান, অবসরপ্রাপ্ত ডিটেক্টিভ মাসুদুর রহমান, অক্সিলিয়ারি পুলিশ ক্যাপ্টেন সাঈদ আলী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সার্জেন্ট মেহেদী মামুন ও অফিসার মামুন সর্দার। আরও উপস্থিত ছিলেন সার্জেন্ট হোসাইন, ট্রাফিক সুপারভাইজার অনিক ইসলাম, অফিসার মাকিজ, আহসান, লোকাল ১১৮২ এর কুইন্স-ব্রংক্স ডেলিগেট পঙ্কজ রয়সহ সংগঠনটির অন্যান্য সদস্য, ব্রংক্স ব্রাদারহুড এবং আমেরিকান বাংলাদেশি ল'এনফোর্সমেন্ট সোসাইটির সদস্যরা।

বৈরী আবহাওয়া স্বত্তেও বিপুল সংখ্যক সদস্য ও অতিথিদের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে উঠেছিল অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি এনওয়াইপিডির ১০৪ প্রিসিঙ্কটের ডেপুটি ইন্সপেক্টর কারাম চৌধুরী ও সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত ডিটেক্টিভ রাসিক মালিক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, পবিত্র রমজান মাসে জীবনের ইফতার ডিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। শক্তিশালী কমিউনিটি বিনির্মানে জীবনের এমন উদ্যোগ মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং কমিউনিটির সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও মজবুত করে তুলবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ভালোর প্রতিষ্ঠাতা ও সি.ই.ও শাহরিয়ার রহমান বলেন, জ্যামাইকা ও আশেপাশে নেইবারহুডগুলোতে বসবাসরত বাংলাদেশি অফিসারদের এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে কমিউনিটির সাথে সংগঠনটির সম্পর্কের উন্নয়ন তথা সম্প্রীতির বন্ধন কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত সুফল বয়ে আনবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মীর বাশার, রাসিক মালিক, মাসুদুর রহমানসহ আরও অনেকে। বক্তারা শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান।

সংগঠনটির সভাপতি ডেপুটি ইন্সপেক্টর কারাম চৌধুরী জানান, জ্যামাইকা ও তার আশেপাশের এলাকায় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বসবাসরত অফিসারদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে জীবনের পথচলা শুরু। সংগঠনটির সদস্যরা ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সর্ম্পক বজায় রাখতে অতীতেও বিভিন্ন সফল উদ্যোগ নিয়েছিল এবং এর ধারাবাহিকতায় আজকের ইফতার মাহফিলের আয়োজন। সমাপনী বক্তব্য তিনি উপস্থিত অতিথি, স্বেচ্ছাসেবী ও সহযোগী সকলকে ধন্যবাদ জানান।

জ্বালানি সংকটে ফিলিপাইনে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। তবে এই সংকট চরম আকার ধারণ করেছে ফিলিপাইনে। এমন পরিস্থিতিতে আজ মঙ্গলবার দেশটির প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র দেশে 'ন্যাশনাল এনার্জি ইমার্জেন্সি' বা 'জ্বালানি বিষয়ক জাতীয় জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেছেন।

ফিলিপাইন প্রয়োজনীয় তেলের ৯৮ শতাংশ পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে আমদানি করে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ওই আমদানি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে দেশটিতে ডিজেল ও পেট্রোলের দাম দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট মার্কোস এক নির্বাহী আদেশে জানিয়েছেন, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা এখন 'বিপদের মুখে', যা সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করতে পারে। খবর বিবিসির

এই জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে ফিলিপাইন সরকার বিশেষ কিছু আইনি ক্ষমতা পেয়েছে। যেমন, জ্বালানির মজুত বাড়াতে সরকার এখন সরাসরি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য কিনতে পারবে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সুশৃঙ্খল বণ্টন নিশ্চিত করতে উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। জ্বালানিতে ভর্তুকি প্রদান এবং মজুতদারি রোধে সংশ্লিষ্টদের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

সেন্ট্রাল পার্কে মুসলিম নারীর হিজাব ছিঁড়ে ধর্ষণের চেষ্টা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে এক মুসলিম নারীর পুরো শরীর ঢাকা হিজাব জোরপূর্বক ছিঁড়ে ফেলে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে ৩০ বছর বয়সী লেটিফ ক্যালডওয়েলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ১০৯ স্ট্রিট ও ইস্ট ড্রাইভের কাছে ৪৫ বছর বয়সী ওই নারীর ওপর এই হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ক্যালডওয়েল ওই নারীকে একটি বেঞ্চে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন এবং তার পরনের হিজাব কোমরের উপর পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলেন। এরপর তিনি তার পোশাক টেনে নামিয়ে তাকে লাথি মারেন। অর্ধেক পোশাক খুলে যাওয়া অবস্থায় ভুক্তভোগী নারী নিজেই প্রথমে আক্রমণকারীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন এবং পরে সাহসী পথচারীরা এগিয়ে এসে তাকে রক্ষা করেন। কাছেই টহলরত পুলিশ সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলেই ক্যালডওয়েলকে গ্রেপ্তার করেন। আদালতের নথি অনুযায়ী, গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদে ক্যালডওয়েলকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ওই নারীর সঙ্গে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন কিনা, তিনি সরাসরি "হ্যাঁ" বলে স্বীকার করেন।

বুধবার ক্যালডওয়েলকে চেষ্টা করা ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের চেষ্টার অভিযোগে আদালতে হাজির করা হয়। তিনি নির্দোষ দাবি করে জামিনের আবেদন করলেও তাকে বিনা জামিনে আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ঘটনাটি ঘৃণাজনিত অপরাধ হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়নি, যা নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে।

এটি ক্যালডওয়েলের প্রথম এ ধরনের অপরাধ নয়। ২০২২ সালে ম্যানহাটনের ইস্ট ১৩ স্ট্রিটে ২৩ বছর বয়সী এক নারীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই মামলায় ২০২৩ সালে যৌন নিপীড়নের চেষ্টার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর গত বছর কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি পান তিনি। কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পরপরই আবারও একই ধরনের গুরুতর অপরাধে জড়িয়ে পড়া নিউইয়র্কের প্যারোল ব্যবস্থা ও পুনরাবৃত্তিমূলক অপরাধ প্রতিরোধ নিয়ে নতুন করে তীব্র সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

ব্রুকলিনে সাবওয়ে স্টেশনে মুসলিম নারীকে হামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে একটি সাবওয়ে স্টেশনে এক মুসলিম নারীকে লক্ষ্য করে হামলার ঘটনা ঘটেছে, যা ঘৃণাজনিত অপরাধ হিসেবে তদন্ত করছে পুলিশ।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত সতেরো মার্চ সকাল প্রায় দশটা পঞ্চাশ মিনিটে নাইন্থ সাবওয়ে স্টেশনে দক্ষিণমুখী ডি ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে ওই ব্যক্তি বিশ বছর বয়সী নারীর বিপরীতে বসে ইরানের যুদ্ধ এবং "শহরে সন্ত্রাসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে" এমন মন্তব্য করতে থাকেন।

এক পর্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই নারীকে ধরে মাটিতে ফেলে দেন এবং ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্য করতে থাকেন বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ। সূত্র জানায়, হামলার সময় তিনি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি-কে নিয়েও কটূক্তি করেন।

হামলার পর ভুক্তভোগী নারীকে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তিনি মুসলিম পোশাক পরিহিত ছিলেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী ওই নারীর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সর্বশেষ কালো-সাদা জ্যাকেট, গাঢ় রঙের প্যান্ট এবং কালো জুতা পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে।

ঘটনাটি ঘৃণাজনিত অপরাধ হিসেবে তদন্ত করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তির সন্ধানে জনসাধারণের সহায়তা চেয়েছে এবং তথ্য দিতে ক্রাইম স্টপার্স হটলাইনে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছে।

ব্রঙ্কসে উৎসবের আমেজে ঈদের নামাজ আদায়

শেখ শফিকুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে। শুক্রবার (২০ মার্চ) ব্রঙ্কসের বিভিন্ন মসজিদে সহস্রাধিক ধর্মপ্রাণ মুসল্লির উপস্থিতিতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল থেকেই ব্রঙ্কসের বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত মুসল্লি স্টার্লিং-বাংলাবাজার এলাকার বাংলাবাজার জামে মসজিদে জড়ো হতে থাকেন। আবহাওয়া অত্যন্ত ঠান্ডা থাকায় পূর্বনির্ধারিত মাঠে নামাজ না হয়ে মসজিদের ভেতরেই জামাতের আয়োজন করা হয়। স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদের ভেতর থেকে শুরু করে বাইরের পার্কিং পর্যন্ত মুসল্লিদের কাতার বিস্তৃত হয়।

বাংলাবাজার জামে মসজিদে সকাল ৮টায় ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মসজিদের খতিব মাওলানা আবুল কাসেম ইয়াহইয়া। এরপর পর্যায়ক্রমে আরও তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া ব্রঙ্কসের শাহজালাল জামে মসজিদ, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ, নিউ বোল্ড বায়তুল আমান জামে মসজিদ, পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টার (পিআইসি) এবং বিলাল মসজিদেও একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নামাজ শেষে মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি ও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। নামাজের পর প্রবাসীদের ঘরে ঘরে শুরু হয় অতিথি আপ্যায়ন। ঐতিহ্যবাহী পিঠা-পায়েস ও সেমাই নিয়ে একে অন্যের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাসের মাটিতে এক টুকরো বাংলাদেশের আমেজ ফুটে ওঠে।

হরমুজ প্রণালিতে আটকা ২ হাজার জাহাজ ও ২০ হাজার নাবিক

ঢাকা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের জেরে হরমুজ প্রণালিতে বর্তমানে প্রায় ২ হাজার বাণিজ্যিক জাহাজ এবং ২০ হাজার নাবিক আটকা পড়ে আছেন বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থার (আইএমও) মহাসচিব আর্সেনিও ডোমিঙ্গুয়েজ। তিনি এই পরিস্থিতিকে বিশ্ব নৌ চলাচল শিল্পের জন্য একটি 'বিরাট চ্যালেঞ্জ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আইএমওর প্রধান বলেছেন, '২০ হাজার নাবিক বর্তমানে হরমুজ প্রণালির ভেতরে আটকা পড়ে আছেন এবং প্রায় ২ হাজার জাহাজ সেখান থেকে বের হতে পারছে না।

এ আই ডাটা সেন্টারের বিস্তার কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনছে

আল্ মামুন

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ডাটা সেন্টারের দ্রুত সম্প্রসারণ দেশের চাকরির বাজারে বড় পরিবর্তন আনছে—একদিকে নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে অটোমেশন, বৈষম্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান নিয়ে গুরুতর উদ্বেগও বাড়ছে।

ভার্জিনিয়া, ট্যাক্সাস, এবং আরিজনার মতো অঙ্গরাজ্যগুলো AI অবকাঠামোর প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগে এসব স্থানে উন্নত AI সিস্টেম, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত ডিজিটাল সেবার ভিত্তি তৈরি হচ্ছে।

এআই ডাটা সেন্টারগুলো বর্তমানে নির্মাণাধীন, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো নির্মাণ করছে। আগামী ৫–১০ বছর পর্যন্ত এই নির্মাণ কার্যক্রম চলবে, যা আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ অবকাঠামো সম্প্রসারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

নির্মাণ পর্যায়ে এসব প্রকল্পে হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে প্রকৌশলী, ইলেকট্রিশিয়ান এবং নির্মাণ শ্রমিকরা অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় অর্থনীতিও উপকৃত হয়, কারণ আবাসন, পরিবহন এবং ছোট ব্যবসায় চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তীতে চালু হওয়ার পর এসব ডাটা সেন্টার উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন চাকরি তৈরি করে—যেমন IT বিশেষজ্ঞ, সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এবং নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার—যেগুলো সাধারণত উচ্চ বেতন এবং ভালো ক্যারিয়ার সম্ভাবনা প্রদান করে।

তবে এসব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন যে, এই ডাটা সেন্টার দ্বারা পরিচালিত AI প্রযুক্তি বিভিন্ন খাতে অটোমেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে। পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ—যেমন কাস্টমার সার্ভিস, ডাটা এন্ট্রি এবং প্রশাসনিক কাজ—ক্রমেই ঝুঁকির মুখে পড়ছে। এছাড়া, ডাটা সেন্টার পরিচালনার জন্য তুলনামূলকভাবে কম কর্মীর প্রয়োজন হয়, ফলে দীর্ঘমেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ সীমিত থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর বার্নি সেন্ডার্স এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ আই -এর দ্রুত বিস্তার এবং এর শ্রমবাজারে প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তিনি সতর্ক করে বলেন, এআই বিপ্লবের গতি ও ব্যাপকতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত নয় এবং এটি ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হতে পারে।

স্যান্ডার্স প্রশ্ন তোলেন, এআই-এর সুবিধাগুলো সবার মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হচ্ছে কি না। তাঁর মতে, এই প্রযুক্তি মূলত ধনী প্রযুক্তি বিলিয়নিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত, যা জনস্বার্থের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে। তিনি আরও উদ্বেগ প্রকাশ করেন কর্মসংস্থান হ্রাস নিয়ে এবং প্রশ্ন তোলেন—"যখন মানুষের চাকরি থাকবে না, তখন কী হবে?" এবং কোম্পানিগুলো কি বাস্তুচ্যুত শ্রমিকদের দায়িত্ব নেবে?

সাক্ষাৎকারে স্যান্ডার্স একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেন—নতুন এ আই ডাটা সেন্টার নির্মাণে সাময়িক "মোরাটোরিয়াম" বা বিরতি দেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে নীতিনির্ধারকরা এর প্রভাব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার সময় পান। তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়াকে ধীর করা জরুরি, যাতে AI-এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা সম্ভব হয়।

স্যান্ডার্সের মতে, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এ আই ডাটা সেন্টারের বিস্তার হলে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে পারে, লক্ষ লক্ষ কর্মী চাকরি হারাতে পারে, বিদ্যুৎ খরচ ও জ্বালানি চাহিদা বাড়তে পারে, অল্প কয়েকজন প্রযুক্তি অভিজাতের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে পারে। স্যান্ডার্সের এই প্রস্তাব ইতোমধ্যে নীতিনির্ধারক ও শিল্পখাতে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। সমর্থকরা বলছেন, শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং এ আই-এর সুবিধার ন্যায্য বণ্টনের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। অন্যদিকে সমালোচকরা সতর্ক করছেন, উন্নয়নের গতি কমিয়ে দিলে বৈশ্বিক প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র পিছিয়ে পড়তে পারে।

এ আই ডাটা সেন্টারের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকায়, যুক্তরাষ্ট্র এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। এ আই -এর উত্থান ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের ধরন পাল্টে দিতে পারে—তবে সেই ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তা নির্ভর করবে আজকের নীতি, পরিকল্পনা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর।

দ্বীপ দখলের পরিকল্পনাকারী 'শত্রুর' আঞ্চলিক মিত্রের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি ইরানের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

তেহরান সতর্ক করে বলেছে, ইরানের কোনো দ্বীপ বা অঞ্চল দখল করার চেষ্টার পরিণতি ভালো হবে না। বিশেষ করে দখলদার মার্কিন ও ইসরায়েলিদের সহায়তাকারী পারস্য উপসাগরের দেশগুলোর জন্য বিষয়টি মোটেও ভালো হবে না বলে সতর্ক করেছে তেহরান। তেহরানের এই কড়া সতর্কবার্তা এমন এক সময়ে এল, যখন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি টার্মিনাল বলে খ্যাত খারগ দ্বীপ দখলের কথা ভাবছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, তেহরানের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সতর্ক করেছেন, গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী 'ইরানের শত্রুরা' পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি দেশের সহায়তায় ইরানের একটি দ্বীপ দখলের পরিকল্পনা করছে। তিনি দেশটির নাম উল্লেখ করেননি।

ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ গতকাল বুধবার বলেছেন, এ ধরনের যেকোনো প্রচেষ্টার জবাবে সেই আঞ্চলিক দেশের 'গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে' লক্ষ্যভেদী হামলা চালানো হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দুটি পৃথক পোস্টে গালিবাফ বলেন, 'ইরানি বাহিনী শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে এবং তারা যদি কোনো পদক্ষেপ নেয়, তবে আমরা সেই আঞ্চলিক দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন হামলা চালাব।'

গালিবাফের এই সতর্কতা এমন এক সময়ে এল, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করে চলেছেন, যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের আলোচনা চলছে, যা তেহরান অস্বীকার করেছে।

অন্যদিকে হোয়াইট হাউস ইরানের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নতুন করে হুমকি দিয়েছে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট গত বুধবার বলেছেন, ইরানকে অবশ্যই পরাজয় মেনে নিতে হবে।

শ্রীমঙ্গলের কৃতি সন্তান রাহাত বকস আমেরিকান ডাক্তার

শেখ শফিকুর রহমান

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার কৃতি সন্তান রাহাত বকস এলাহী যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তার হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। তিনি নিউইয়র্কে অবস্থিত ডাউনস্টেট হেলথ সায়েন্স ইউনিভার্সিটি থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

শুক্রবার (২০ মার্চ) 'ম্যাচ ডে-২০২৬' অনুষ্ঠানে তার এ সাফল্যের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তিনি শিগগিরই নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে অবস্থিত লেনক্স হিল হাসপাতালে রেসিডেন্ট ডাক্তার হিসেবে যোগদান করবেন।

রাহাত বকস এলাহী শ্রীমঙ্গল পৌরসভার সুপরিচিত ব্যক্তি আলহাজ আলাবক্স আহমেদের নাতি এবং নিউইয়র্কস্থ শ্রীমঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের সভাপতি মোস্তাক এলাহী চেমন দম্পতির একমাত্র ছেলে। তার এ অর্জনে পরিবারে আনন্দের বন্যা বইছে। পরিবারের সদস্যরা মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছেন।

রাহাতের বড় বোন তাসনিমা এলাহী রিয়া ২০২১ সালে চিকিৎসক হিসেবে উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগে কর্মরত আছেন। একই পরিবারের দুই সন্তানই যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

রাহাত বকস এলাহীর এ সাফল্যে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীমঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের সাবেক সভাপতি মামুনুর রশিদ শিপু, সাধারণ সম্পাদক সুফিয়ান চৌধুরী, সহসভাপতি মিজানুর রহমান, উপদেষ্টা আব্দুল হাকিম সুলেমান, ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি এম এম শাহীন, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমানসহ আরও অনেকে।

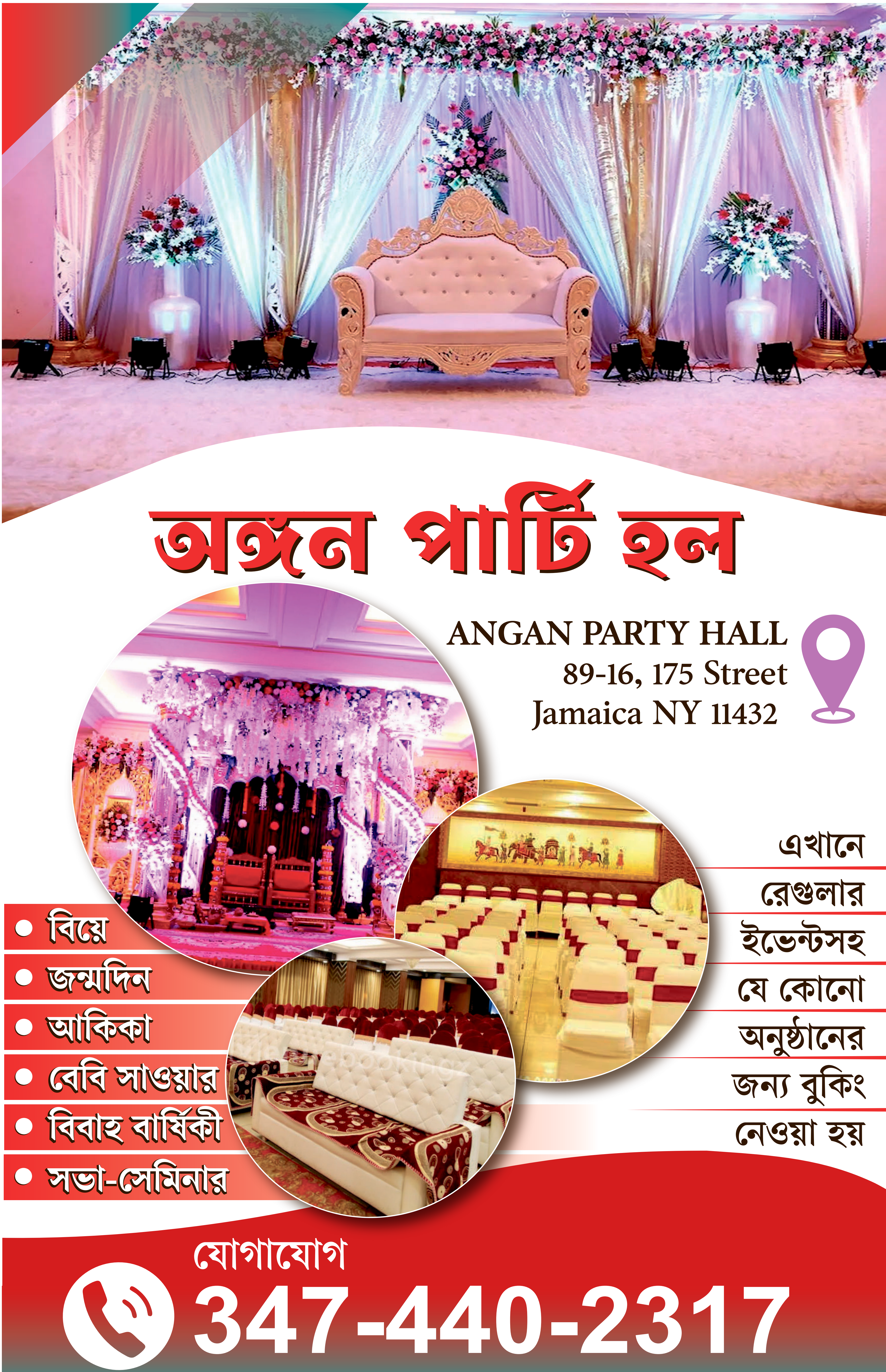
অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
এখানে
রেগুলার
ইভেন্টসহ
যে কোনো
অনুষ্ঠানের
জন্য বুকিং
নেওয়া হয়
• বিয়ে
• জন্মদিন
• আকিকা
• বেবি সাওয়ার
• বিবাহ বার্ষিকী
• সভা-সেমিনার
যোগাযোগ
347-440-2317

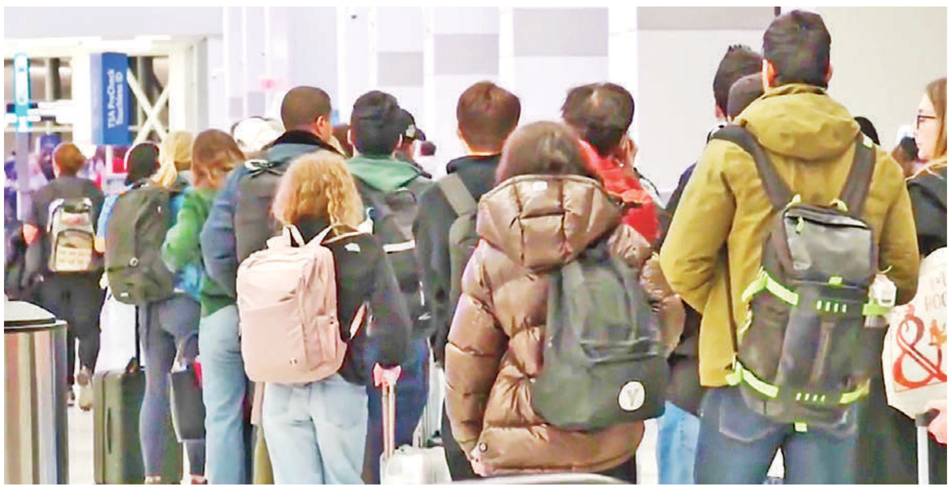

সরকারি অচলাবস্থার মাশুল দিচ্ছে যাত্রীরা

বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা

পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসনের কর্মী-সংকট এই বিপর্যয়ের মূল কারণ। শত শত নিরাপত্তাকর্মী বেতন ছাড়াই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

উত্তর আমেরিকা অফিস

সরকারি আংশিক অচলাবস্থার জেরে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরগুলোতে এখন রীতিমতো দুর্ভোগের চিত্র। নিরাপত্তা তল্লাশির লাইন এত দীর্ঘ হয়ে পড়েছে যে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে যাত্রীদের। এই সংকটের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্কের লাগার্ডিয়া বিমানবন্দরে — যেখানে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গিজগিজ করা টার্মিনাল, বিভ্রান্ত পরিবার, আর এমন অপেক্ষা যা নিতান্ত নিরাপত্তা পরীক্ষা মনে না হয়ে মনে হচ্ছে এক রাজনৈতিক লড়াইয়ে আটকে পড়া। এক যাত্রী ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললেন, "তোমাদের রাজনৈতিক দুঃস্বপ্ন এখন আমাদের সমস্যা হয়ে গেছে। আমার এখন ভিতরে থাকার কথা ছিল, এয়ারলাইন লাউঞ্জে — যেটার জন্য আমি মোটা টাকা দিই।"

পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসনের কর্মী-সংকট এই বিপর্যয়ের মূল কারণ। অচলাবস্থার কারণে শত শত নিরাপত্তাকর্মী বেতন ছাড়াই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকে ইতোমধ্যে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, কেউ কেউ অসুস্থতার অজুহাতে কাজে আসছেন না। এক যাত্রী লাইনে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতে বলতে বললেন, "আমি সত্যিই চাই এই মানুষগুলোকে বেতন দেওয়া শুরু হোক, কারণ এতেই এই লাইনের সমস্যা মিটে যাবে।" আরেকজন যাত্রী জানালেন, অনলাইনে যে অপেক্ষার সময় দেখানো হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা — লেখা ছিল সতেরো মিনিট, কিন্তু লাইনের পেছনে দাঁড়াতেই বলল দুই ঘণ্টা পনেরো মিনিট।

এই সংকটে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছে কমিউনিটি সংগঠন। রোববার 'ইউনাইটেড বোদেগাস অব আমেরিকা' চালু করেছে 'অপারেশন রেসকিউ টিএসএ' — যার আওতায় নিউইয়র্কের পাঁচ বরোতে চারশোরও বেশি বোদেগা এবং ত্রিশ-চল্লিশটি সুপারমার্কেটে নিউইয়র্ক এলাকার প্রায় তিন হাজার বেতনবঞ্চিত নিরাপত্তাকর্মী বাকিতে মুদিপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারবেন এবং বেতন হলে সেই ধারের টাকা শোধ করবেন। সংগঠনের মুখপাত্র ফার্নান্দো মাতেও বলেন, "আমরা তাদের একটা ঋণসুবিধা দিতে চাই, যাতে তারা বোদেগায় এসে যা দরকার কিনতে পারেন, পরিবারের মুখে খাবার তুলে দিতে পারেন।"

ফেডারেল সরকারের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি সামলাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সোমবার থেকে অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিমানবন্দরে মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে প্রশাসনের সীমান্ত বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা টম হোমান স্পষ্ট করেছেন, এই কর্মীরা নিরাপত্তা স্ক্যানার চালাবেন না — তারা অন্য পদে দায়িত্ব পালন করবেন যাতে প্রশিক্ষিত নিরাপত্তাকর্মীরা যাত্রী তল্লাশিতে মনোযোগ দিতে পারেন। পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি সতর্ক করেছেন, অচলাবস্থা আরও দীর্ঘস্থায়ী হলে আগামী বৃহস্পতি থেকে শনিবারের মধ্যে আরও বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ ছেড়ে দিতে পারেন — আর তাতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। এদিকে মার্কিন সিনেট সম্প্রতি একটি বিল পাস করেছে যাতে কংগ্রেস সদস্যরাও আর আলাদা নিরাপত্তা লাইনের সুবিধা পাবেন না — সাধারণ যাত্রীদের মতো একই লাইনে দাঁড়াতে হবে তাদেরও। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের আগেভাগে এসে বাড়তি সময় হাতে রাখার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন একটাই — রাজনৈতিক অচলাবস্থার এই মাশুল তারা আর কতদিন দিতে থাকবেন?

ইরান দূতাবাসের পাঁচ কর্মীকে সৌদি থেকে বহিষ্কার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সৌদি আরবে নিযুক্ত ইরানের সামরিক অ্যাটাশেসহ দূতাবাসের পাঁচ কর্মীকে বহিষ্কার করেছে রিয়াদ। বহিষ্কৃত কর্মকর্তাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সৌদি আরব ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাদের ভূখণ্ডে ইরানের বারবার হামলার প্রতিবাদে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শনিবার সৌদি গ্যাজেটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

এ বিষয়ে শনিবার সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতি জানানো হয়, সৌদি আরব, গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিলভুক্ত দেশগুলো এবং বেশ কয়েকটি আরব ও ইসলামিক দেশে ইরানের 'নির্লজ্জ ও উপর্যুপরি' হামলার তীব্র নিন্দা করেছে। ইরান অব্যাহতভাবে সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব, অবকাঠামো, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও কূটনৈতিক প্রাঙ্গণগুলো লক্ষ্যস্থল করছে।

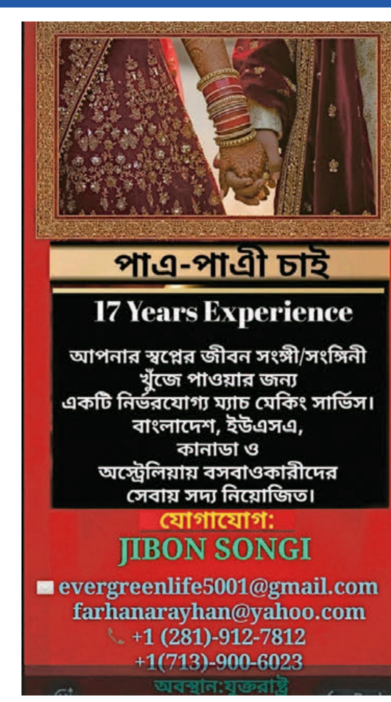

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

নারীর ক্ষমতায়ন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ

জাতিসংঘে ড. খলিলুর

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতিসংঘে নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। তিনি বলেন, নারী ও কন্যাশিশুর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নারীর অবস্থা বিষয়ক কমিশনের ৭০তম অধিবেশন (CSW70)-এ বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন। ১৭ মার্চ দেওয়া ওই বক্তব্যে তিনি বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা এবং ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পরিচয় বা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল নারী ও কন্যাশিশুর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে তারা নির্ভয়ে এবং কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আইনি সহায়তা ও বিচার পেতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হচ্ছে।

ড. খলিলুর রহমান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সংঘাত এবং ডিজিটাল বিভাজন নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে, যা বিশেষভাবে গ্রামীণ ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নারীদের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নারী নেতৃত্বের বিকাশ, বিচারব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং মানবপাচার প্রতিরোধে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের নারীর অবস্থা বিষয়ক কমিশনের ৭০তম অধিবেশন ৯ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের অধিবেশনে সকল নারী ও কন্যাশিশুর জন্য ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, বৈষম্যমূলক আইন বাতিল এবং কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ লেবানন দখল করতে চান ইসরায়েলি মন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা আরও তীব্র করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। একের পর এক বাড়িঘর ও সেতু ধ্বংস করছে। এর মধ্যেই দক্ষিণ লেবানন দখল করে ইসরায়েলের মানচিত্রভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মটরিচ।

গত সোমবার ইসরায়েলি রেডিওতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্মটরিচ বলেন, লেবাননে এই বোমাবর্ষণ 'সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বাস্তবতার' মাধ্যমে শেষ হওয়া দরকার। এর মধ্যে রয়েছে 'ইসরায়েলের সীমানা পরিবর্তন'।

তিনি আরও বলেন, 'আমি এখানে স্পষ্ট করে বলছি... প্রতিটি কক্ষে এবং প্রতিটি আলোচনায়ও আমি এই দাবি তুলেছি। ইসরায়েলের নতুন সীমান্ত হতে হবে লিতানি নদী পর্যন্ত।'

দক্ষিণ লেবাননের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত লিতানি নদী ইসরায়েল সীমান্ত থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার (১৯ মাইল) ভেতরে অবস্থিত।

স্মটরিচের এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন লেবাননের আবাসিক ভবন ও বেসামরিক অবকাঠামোতে প্রাণঘাতী হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর হিজবুল্লাহ ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে রকেট ছোড়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় মার্চ মাসের শুরু থেকে লেবাননে হামলা জোরদার করে ইসরায়েল। বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল অভিযানের মাধ্যমে ইসরায়েলি সেনারা লেবাননের ভূখণ্ডের আরও গভীরে প্রবেশ করছে। ইসরায়েলের দাবি, হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের নির্মূল করতেই এই অভিযান।

অন্যদিকে, লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহও উত্তর ইসরায়েলে রকেট হামলা অব্যাহত রেখেছে এবং লেবাননের মাটিতে ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে লড়াই করছে।

জাতিসংঘ ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা জানিয়েছে, এই সংঘাত লেবাননের বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। সহিংসতার মুখে ১২ লাখেরও বেশি মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, মার্চ মাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় দেশটিতে ১১৮ জন শিশুসহ অন্তত ১ হাজার ৩৯ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন ২ হাজার ৮৭৬ জন।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন
কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile | SIMPLE Mobile | h2o UNLIMITED | T-Mobile | Univision mobile | Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

بسم الله الرحمن الرحيم
নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Masjid AR-Raiyyan
NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla, Urdu, Arabic, English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 718-785-7123 4/3/26

বাসা ভাড়া

ওজন পার্ক এলাকায় 109 এভিনিউ এবং 113 স্ট্রিটের কর্ণারে সেমি বেইজমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। দুই বেড, এক ফুল বাথ, ডাইনিং, লিভিং কিচেন ফুললি রেনুভেশন করা। কিউ 41 বাস, A ট্রেন, পোষ্ট অফিস, মসজিদ, স্কুল নিকটে। অধুমপায়ি ব্যাচেলর বা ফ্যামেলির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। 631-520-4171 4/3/26

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২ বেড, ১ বাথ, কিচেন, লিভিং বেক ইয়ার্ড ও গাড়ি পার্কিং সহ মার্চ মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাস কিউ 77, কিউ 2, কিউ 110, ভাড়া, স্কুল, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে $2100 **যোগাযোগ: 929-609-0120** 1.3.26

বাসা ভাড়া

11458 Colfax street Cambria heights NY-114111, 2 bedrooms living Chicken bathroom and backyard car parking. সুন্দর ও শান্ত পরিবেশে অবস্থিত ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। লোকেশন: 114-58 Colfax Street, Cambria Heights, NY 11411. **Contact: 646-577-4553**
আগ্রহীরা দয়া করে কল বা মেসেজ করুন।

ঢাকায় বাড়ি বিক্রি হবে

আমেরিকান এম্বাসির পূর্ব পাশে নতুন বাজার এলাকায় ৩ কাঠা জমির উপর ৬ তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন ডুপ্লেক্স করা একটি বাড়ি জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **যোগাযোগ: 718-924-1763** 4/2/26

লোক আবশ্যক

ফুড কার্টে কর্মী প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার ও ফুড লাইসেন্স আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৬৫-৮৮৭৮

ফুল টাইম বেবি সিটার আবশ্যক

একজন অভিজ্ঞ বেবি সিটার লাগবে। বর্তমানে আমরা টেক্সাস (Texas, USA) পাশে থাকি। থাকা খাওয়া অন্তর্ভুক্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। **যোগাযোগ: ৬০৫ ৬৯১ ৬৩৫১ (605 691 6351)** ৪/১/২৬

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক। যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ। যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে। যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রযজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে হোমকেয়ার এজেন্সিতে কাজের জন্য বাংলা, ইংরেজি, উর্দু এবং কম্পিউটারে পারদর্শী লোক আবশ্যক। অনুগ্রহ করে আপনার রিজ্যুমি ইমেল করুন। Rashidm1971@gmail.com 2/3/26

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

FREE ESTIMATE | Licensed & Fully Insured

Bengal Electric Systems Corp.

আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে Licensed & Background Check করা আছে।

বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্মোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM(AUDIO & VIDEO)
- ACCESS CONTROL SYSTEM
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE

212-763-3747 | 929-253-4767
md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net

পাত্রী চাই

**৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012**

পাত্র চাই

**ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452**

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৮ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
OPEN
NYC Office:
41-05 69th Street, Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
EXCELSIOR
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি কঠিন চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কাতার ও ইরানের যৌথ মালিকানাধীন বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র সাউথ পার্সে সাম্প্রতিক হামলার প্রেক্ষিতে কঠোর ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বুধবার ইসরায়েল ইরানের সাউথ পার্স গ্যাসক্ষেত্রে হামলা চালানোর পর তেহরান পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় কাতারের রাস লাফান শিল্প এলাকায় আঘাত হানে, যার ফলে জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ এক দীর্ঘ বার্তায় দাবি করেন, এই নির্দিষ্ট হামলার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকে কিছুই জানত না।

তবে ইসরায়েলি গণমাধ্যমের একাধিক প্রতিবেদনে ভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে। কিছু পত্রিকা দাবি করেছে, এই হামলা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আগেই সমন্বয় করা হয়েছিল এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও ট্রাম্পের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হয়। আবার অন্য সূত্র বলছে, ট্রাম্প নাকি উপসাগরীয় কয়েকটি দেশের নেতাদের সঙ্গেও এ হামলা নিয়ে কথা বলেছেন। ফলে ট্রাম্পের বক্তব্য কতটা সঠিক তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে ট্রাম্প ইসরায়েলের হামলাকে “রাগের বশে সহিংস আঘাত” বলে বর্ণনা করেন, যা ঘনিষ্ঠ মিত্রের পরিকল্পিত সামরিক অভিযানের চেয়ে বেশি আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয় বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

ট্রাম্প তার বার্তায় স্পষ্ট করে জানান, কাতারের ওপর আবার হামলা না হলে সাউথ পার্স গ্যাসক্ষেত্রে ইসরায়েল আর কোনো আক্রমণ চালাবে না। তিনি বড় অক্ষরে লিখে সতর্ক করেন, “আর কোনো হামলা হবে না,” যদি না ইরান নতুন করে কাতারের ওপর আঘাত হানে। এই বক্তব্যকে কেউ কেউ নেতানিয়াহুকে সতর্কবার্তা হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ মনে করছেন এটি পূর্বেই সমঝোতার অংশ

হতে পারে। যদিও একটি মাত্র সামাজিক মাধ্যমের পোস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে কৌশলগত দূরত্ব কতটা, তা নির্ধারণ করা কঠিন।

এদিকে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তারা একাই এই হামলা চালিয়েছে এবং ট্রাম্প তাদের এমন ধরনের হামলা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। নেতানিয়াহু প্রকাশ্যে ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, দুই দেশের লক্ষ্য একই এবং তারা একসঙ্গে কাজ করছে। ইসরায়েলি কূটনীতিকরাও বলছেন, ইরানের সরকার, সামরিক বাহিনী ও পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে উভয় দেশের অবস্থান প্রায় অভিন্ন। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়ে গেছে— ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে ইরানে শাসন পরিবর্তনের পক্ষে থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র এখনো সে ধরনের লক্ষ্য প্রকাশ্যে গ্রহণ করেনি।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য ইরানের সামরিক সক্ষমতা, বিশেষ করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন শক্তি দুর্বল করা, অন্যদিকে ইসরায়েল ইরানের রাজনৈতিক কাঠামো ও নেতৃত্বকে দুর্বল করার দিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। সাবেক মার্কিন কূটনীতিক ডেভিড স্যাটারফিল্ডের মতে, ট্রাম্প এমন একটি পরিস্থিতি চান যেখানে তিনি একটি বিশ্বাসযোগ্য বিজয় ঘোষণা করতে পারবেন, কিন্তু বাস্তবসম্মত নয় এমন শাসন পরিবর্তনের লক্ষ্য তিনি অনুসরণ করতে আগ্রহী নন। বিপরীতে নেতানিয়াহুর জন্য ইরানের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা একটি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল হতে পারে।

ট্রাম্প তার বক্তব্যে আরও দাবি করেন, কাতার এই হামলায় জড়িত ছিল না এবং আগাম কিছু জানতও না, তবে ইরান তা বুঝতে পারেনি বলেই “অন্যায়ভাবে” পাল্টা হামলা চালিয়েছে। একইসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, ভবিষ্যতে যদি ইরান আবার কাতারের জ্বালানি স্থাপনায় হামলা চালায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র নজিরবিহীন শক্তি প্রয়োগ করে পুরো সাউথ পার্স গ্যাসক্ষেত্র ধ্বংস করে দিতে পারে— প্রয়োজনে ইসরায়েলের অনুমতি ছাড়াই।

এই কঠোর ভাষা ও হুমকি ট্রাম্পের পরিচিত কূটনৈতিক ভঙ্গিরই প্রতিফলন হলেও এতে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্কের সূক্ষ্ম দিকগুলোও সামনে এসেছে। বিশেষ করে ইসরায়েলের অনুমতি ছাড়াই পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিতকে কেউ কেউ নেতানিয়াহুর প্রতি বার্তা হিসেবে দেখছেন। একই সময়ে তেলের দাম বৃদ্ধি, হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং যুদ্ধের অনিশ্চিত গতিপথ ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে।

বর্তমানে ইসরায়েলে এই যুদ্ধের প্রতি জনসমর্থন উচ্চ থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে তা ৫০ শতাংশের নিচে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে এই সংঘাত একদিকে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে, অন্যদিকে ট্রাম্পের দলের জন্য রাজনৈতিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল দীর্ঘদিনের সামরিক মিত্র হলেও এটাই প্রথমবার তারা সরাসরি একসঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সাফল্য অর্জন করেছে, তবে প্রতিদিনই যুদ্ধের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে এবং এটি ট্রাম্প প্রশাসনের প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি কঠিন চ্যালেঞ্জে

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax · Business Licenses and Setup · FBAR and FATCA Filing
Notary Public · Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
naea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবায় চরম জালিয়াতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলে অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে বড় একটি ঘটনায় একজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রায় ৯০ মিলিয়ন ডলারের মেডিকেয়ার জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য ভুয়া দাবি করা হয়েছিল।

আরেক ঘটনায় একটি ভুয়া মেডিক্যাল ল্যাব পরিচালনার মাধ্যমে ৪৬ মিলিয়ন ডলারের মিথ্যা দাবি জমা দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে দেখা যায়, ওই ল্যাবটি বাস্তবে কোনো কার্যক্রমই চালাত না।

মেডিকেইড খাতেও প্রতারণা বাড়ছে। নিউইয়র্কে পরিবহন সেবার নামে ভুয়া বিল দেখিয়ে ১১ লাখ ডলারের বেশি আত্মসাতের অভিযোগে এক ব্যবসায়ী দোষ স্বীকার করেছেন। এছাড়া বৃহৎ পরিসরে জালিয়াতি দমনে ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যখাত অভিযান পরিচালিত হয়। এতে ৩২৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং মোট ১৪.৬ বিলিয়ন ডলারের জালিয়াতির অভিযোগ উঠে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাস্থ্যব্যবস্থার জটিলতা, বিপুল অর্থপ্রবাহ, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও টেলিমেডিসিন নতুন প্রতারণার সুযোগ তৈরি করেছে। প্রবীণ ও দুর্বল জনগোষ্ঠী সহজে টার্গেট হচ্ছে। ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস, এফবিআই ও সেন্টার ফর মেডিকেয়ার অ্যান্ড মেডিকেইড সার্ভিসেস যৌথভাবে জালিয়াতি দমন করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে সন্দেহজনক বিল শনাক্ত, দোষীদের লাইসেন্স স্থগিত, ব্যাংক হিসাব জব্দ ও ফৌজদারি মামলা চালানো হচ্ছে।

প্রতারণায় জড়িয়েছেন বাংলাদেশিরাও

২০১৭ সালের ডিসেম্বর ব্রুকলিন জেলা অ্যাটর্নির কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক ঘোষণায় নিউইয়র্কের স্বাস্থ্যসেবা অঙ্গনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অভিযোগ ওঠে, মাত্র তিন বছরে মেডিকেইড ও মেডিকেয়ারসহ সরকারি স্বাস্থ্যবীমা কর্মসূচি থেকে প্রায় ১৪৬ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক ডা. হামিদ আলম।

ডা. হামিদ আলম নিউইয়র্কে বসবাসকারী একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডায়াগনস্টিক রেডিওলজিস্ট ও নিউরোরেডিওলজিস্ট। সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষা গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিকেল প্রতিষ্ঠানে ডায়াগনস্টিক ইমেজিং সেবায় যুক্ত ছিলেন।

প্রসিকিউশনের অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি সহ কয়েকজন চিকিৎসক রোগী দেখা ছাড়া হাজার হাজার পরীক্ষার কাগজে স্বাক্ষর দিয়েছেন। তদন্তে প্রকাশিত একটি ফোনালাপে ডা. হামিদ স্বীকার করেন যে তিনি ১৫ হাজারের বেশি পরীক্ষার রিপোর্টে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ছেন। বাস্তবে এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষায় স্বাক্ষর দেওয়া অসম্ভব।

তদন্তে আরও উঠে আসে, নিম্ন আয়ের এলাকা, গৃহহীন মানুষ বা চাকরিপ্রার্থীদের সামান্য নগদে ক্লিনিকে নিয়ে এসে কাগজে পরীক্ষা সম্পন্ন দেখানো হতো। প্রকৃত রোগীসেবার সঙ্গে এসব কার্যক্রমের কোনো সম্পর্ক ছিল না; উদ্দেশ্য ছিল সরকারি স্বাস্থ্যবীমায় বিল পাঠানো।

প্রসিকিউশনের মতে, চিকিৎসকদের স্বাক্ষরই এই জালিয়াতিকে আইনি রূপ দিয়েছিল। এসব অর্থ বিভিন্ন শেল কোম্পানির মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হতো এবং দামী অ্যাপার্টমেন্ট ও বিলাসবহুল পণ্য কেনা হতো।

ডা. হামিদ আলমের চলাচল আদালতের নজরদারির আওতায় ছিল। লং আইল্যান্ডের নিজ বাসভবনে থাকলেও ‘ইলেকট্রনিক শেকল’ ব্যবহার করে জিপিএসের মাধ্যমে তাঁকে নজরদারি করা হতো। আইনি অর্থে তিনি কারাগারের বাইরে থাকলেও পুরোপুরি স্বাধীন ছিলেন না।

থেরাপি সেন্টারের আড়ালেও জালিয়াতি

নিউইয়র্কের কুইন্স, ব্রঙ্কস ও আশপাশের এলাকায় থেরাপি সেন্টারের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বাইরে থেকে এগুলো রোগী ও প্রবীণদের জন্য আশীর্বাদ মনে হলেও, ফেডারেল তদন্তে দেখা গেছে অনেক সেন্টার চিকিৎসাসেবার আড়ালে ইন্স্যুরেন্স জালিয়াতি করছে।

প্রতারণার ধরন হলো—বয়স্ক বা অক্ষম রোগীর নামে আদৌ না দেওয়া সেবা প্রদানের বিপরীতে মেডিকেয়ার ও মেডিকেইডে বিপুল বিল জমা দেওয়া। অনেক ভুক্তভোগী জানতেই পারেন না তাদের নাম ব্যবহার করে টাকা নেওয়া হচ্ছে। কিছু সেন্টারে লাইসেন্সবিহীন কর্মী দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়, রোগী উপস্থিত না থেকেও থেরাপি সেশন সম্পন্ন দেখানো হয়।

কুইন্সের ওজন পার্ক এলাকার একজন প্রবীণ বলেন, হাঁটুর ব্যথা নিয়ে তিনি কয়েক দিন থেরাপি সেন্টারে গিয়েছিলেন। পরে জানতে পারেন, তার নামে নিয়মিত বিল জমা হয়েছে। তিনি বলেন, “আমি ভেবেছিলাম ওরা কাগজপত্র ঠিক করছে। পরে বুঝলাম, আমার নাম ব্যবহার করে টাকা তোলা হচ্ছে।”

নিউইয়র্কে স্বাস্থ্যসেবা প্রতারণার ইতিহাস নতুন নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে থেরাপি সেন্টারকেন্দ্রিক প্রতারণা বেড়েছে। ফিজিক্যাল ও অকুপেশনাল থেরাপি এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অভিযোগ বেশি।

২০২০ সালে ব্রুকলিনে ফেডারেল মামলায় ১৫ জনের বিরুদ্ধে ১৫ মিলিয়ন ডলারের ভুয়া বিল জমা দেওয়ার অভিযোগ আসে। তদন্তে দেখা গেছে রোগী না দেখেও প্রেসক্রিপশন লেখা, কারাগারে থাকা ব্যক্তির নামেও সেবা প্রদানের ভুয়া নথি তৈরি করা হচ্ছে। কিছু সেন্টার রোগীদের নগদ অর্থ দিয়ে ইন্স্যুরেন্স তথ্য ব্যবহার করায়, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদে রোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রতারণা অভিবাসী কমিউনিটির ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে। ভাষাগত সীমাবদ্ধতা ও অজ্ঞতার কারণে অনেক প্রবীণ বুঝতেই পারেন না তাদের নামে কীভাবে ভুয়া বিল জমা হচ্ছে। সম্প্রতি সরকারি সহায়তা তালিকায় বিভিন্ন দেশের অভিবাসীর নাম প্রকাশ হওয়ায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

ফেডারেল ও রাজ্য সরকার থেরাপি সেবায় নজরদারি বাড়াচ্ছে, নতুন অডিট ও নিয়মিত তদন্তের মাধ্যমে প্রতারণা রোধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সরকারি নজরদারিতে চ্যালেঞ্জ

মেডিকেয়ার ও মেডিকেইডে জালিয়াতি প্রতিরোধে সরকারি নজরদারি বৃদ্ধি করা হলেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ স্বাস্থ্যখাতে প্রতারণা নিয়ন্ত্রণকে জটিল করে তুলছে। ফেডারেল ও রাজ্য সরকার নিয়মিত অডিট, তদন্ত এবং আইন প্রয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু তবুও প্রতারণা কমানো সহজ হচ্ছে না। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার জটিলতা অনেক নতুন ও ছোট থেরাপি সেন্টারকে ফাঁকফোকর খুঁজে বের করে প্রতারণা চালাতে সুযোগ দেয়।

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা এবং টেলিমেডিসিনের প্রসার ভুয়া সেশন দেখানো আরও সহজ করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী উপস্থিত না থাকলেও কাগজে-কলমে চিকিৎসা সম্পন্ন দেখানো হচ্ছে। প্রবীণ ও ভাষাগতভাবে সীমিত জনগোষ্ঠী তাদের নামে জমা হওয়া বিল এবং সেবার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারছেন না। ফলে তারা নিজেই প্রতারণা শনাক্ত করতে পারছেন না।

আইনি ব্যবস্থা যেমন দোষীদের লাইসেন্স স্থগিত করা, ব্যাংক হিসাব জব্দ এবং ফৌজদারি মামলা চালানো হলেও প্রতারণাকারীরা দ্রুত নতুন ক্লিনিক খুলে একই কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছে। ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এবং এফবিআই জানিয়েছে যে তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে সন্দেহজনক বিল শনাক্ত করছে, তবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার জটিলতা ও নতুন প্রতারণার কৌশলগুলো এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করান যে শুধু আইন প্রয়োগ যথেষ্ট নয়, রোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্লিনিকের স্বচ্ছতা এবং প্রযুক্তিগত সমাধান একযোগে প্রয়োজন, যাতে সরকারি স্বাস্থ্যবিমার অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার হয় এবং দুর্বল জনগোষ্ঠী নিরাপদ থাকে।

মার্কিনিদের জন্য বিশ্বব্যাপী সতর্কতা জারি

শেষ পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মাঝে মাঝে আকাশসীমা বন্ধ থাকায় বিমান যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও মার্কিন কূটনৈতিক স্থাপনাগুলো হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ইরান-সমর্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশ্বের যেকোনো স্থানে মার্কিন স্বার্থ ও মার্কিন নাগরিকদের ওপর হামলা চালাতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

এই সতর্কতা জারির ঠিক আগে ইরানের সামরিক মুখপাত্র জেনারেল আবোলফাজল শেকারচি শুক্রবার এক ভয়াবহ হুমকি দেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যতদিন ইরানে হামলা অব্যাহত রাখবে, ততদিন বিশ্বের জনপ্রিয় পর্যটন শহরগুলোও তেহরানের নিশানায় থাকবে। ইতোমধ্যে দুবাই ও ইসরায়েলের পর্যটন এলাকায় ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। গত শুক্রবার রাতে বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের একটি হেলিপ্যাডেও রকেট হামলা হয়েছে—যে স্থাপনাটি এই যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বারবার আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে বোমা হামলা চালিয়ে সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনিকে হত্যা করার পর থেকে পুরো অঞ্চলজুড়ে উত্তেজনা চরমে উঠেছে। ইরান দ্রুত পাল্টা আঘাত শুরু করে এবং পরিস্থিতি দিন দিন আরও জটিল হয়ে পড়ছে।

এর মধ্যেই রোববার ইরান আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তেহরান জানিয়েছে, ট্রাম্প যদি ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংসের হুমকি বাস্তবায়ন করেন, তাহলে ইরান “শূন্য

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন যেভাবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

গাড়ির ঠিক মাঝখানে আঘাত করেছিল—এতে গাড়িটি সামনে সরে গেছে আর বিমানের শুধু সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।” দুটি প্রাণ হারানো যতটা মর্মান্তিক, তারপরও বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই দুর্ঘটনায় যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনায় কী হতে পারত সেটা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

যাত্রী রেবেকা লিকুওরি বলেন, বিমান নামার সময় হঠাৎ ঝাঁকুনি লাগল, তারপর তীব্র ব্রেক কষার অনুভূতি আর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ — “সবাই আসন থেকে ছিটকে উঠল।” মুহূর্তের মধ্যে বিমানের সামনের অংশ বিধ্বস্ত, ক্যাবল আর ধ্বংসাবশেষ ঝুলছে চারদিক থেকে।

দমকল গাড়িতে থাকা পোর্ট অথরিটির দুই কর্মকর্তা—সার্জেন্ট মাইকেল অর্সিলো এবং অফিসার অ্যাড্রিয়ান বায়েজ—আহত হয়েছেন কিন্তু বেঁচে গেছেন। প্রাথমিক তথ্য বলছে, দমকল গাড়িটি রানওয়েতে প্রবেশের আগে বিমান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে অনুমতি পেয়েছিল — অন্য একটি বিমানে অদ্ভুত গন্ধের অভিযোগ পরীক্ষা করতে সেটিকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ঠিক তখনই

> রানওয়ের ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে তদন্তকারীরা এখন উত্তর খুঁজছেন। কিন্তু যারা সেই রাতে কোনো না কোনোভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন—তাদের কাছে উত্তরটা অনেকটাই স্পষ্ট। এটা শুধুই অলৌকিক।

আরেকটি বিমান নামছিল সেই রানওয়েতে। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের রেকর্ড করা অডিওতে শোনা যাচ্ছে একজন কর্মকর্তা আতঙ্কিত কণ্ঠে বারবার চিৎকার করছেন, “থামো, থামো, থামো, ট্রাক ওয়ান! থামো, থামো, থামো!” — কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সংঘর্ষের প্রায় বিশ মিনিট পরে সেই নিয়ন্ত্রণকর্মীকে অডিওতে নিজেকে দোষারোপ করতে শোনা গেছে।

নিহত পাইলটদের একজন আন্তোয়ান ফরেস্টকে শনাক্ত করেছেন তার পরিবার। তার এক বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় জানান, আন্তোয়ান তাকে দাদির মতো ভালোবাসতেন এবং সেই ছোটবেলা থেকেই পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। গত পাঁচ বছরে দুটি এয়ারলাইনে কাজ করেছিলেন তিনি। এফএএ প্রশাসক ব্রায়ান বেডফোর্ড বলেন, দুই নিহত পাইলটই ছিলেন “ক্যারিয়ারের শুরুতে থাকা তরুণ।”

জাতীয় পরিবহন নিরাপত্তা বোর্ডের চেয়ারম্যান জেনিফার হোমেন্ডি জানান, ২৫ জনের একটি তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে কাজ শুরু করেছে। বিমানের ব্ল্যাক বক্স ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডার উদ্ধার করে ওয়াশিংটনের গবেষণাগারে পাঠানো হয়েছে। বিমানের লেজ মাটিতে থাকায় রেকর্ডার বের করতে ছাদে ছিদ্র করতে হয়েছে তদন্তকারীদের।

সোমবার বিকেলে লাগার্ডিয়া একটি রানওয়েতে সীমিত পরিসরে চালু হয়েছে, তবে বিলম্ব ও বাতিলের ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই ঘটনাকে “ভয়াবহ” বলে উল্লেখ করেছেন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন এটি “গভীরভাবে হৃদয়বিদারক।”

রানওয়ের ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে তদন্তকারীরা এখন উত্তর খুঁজছেন। কিন্তু যারা সেই রাতে কোনো না কোনোভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন—তাদের কাছে উত্তরটা অনেকটাই স্পষ্ট। এটা শুধুই অলৌকিক।

কিক-অফ মিটিং ৩ এপ্রিল অরল্যান্ডোতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কনভেনশন ২০২৬ উপলক্ষে কিক-অফ মিটিং আগামী ৩ এপ্রিল, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে। স্থান: হলিডে ইন রিসোর্ট, বাই দ্য পার্ক, কিসিমি, ফ্লোরিডা।

এ মিটিংয়ে ফোবানা কনভেনশনের সার্বিক প্রস্তুতি, কর্মসূচি এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে।

৪০তম ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর, লেবার ডে উইকেন্ডে, বিশ্ববিখ্যাত পর্যটন নগরী অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডায়।

এবারের আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ সমিতি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা। সহকারী আয়োজক হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ সোসাইটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা, ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট ইউএসএ ইনক. এবং সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব ইনক।

ফোবানার এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান জাহিদ হোসেন, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নিহাল রহিম, হোস্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট শামীম আহমেদ, কনভেনার আনোয়ার হোসেন সেন্টু, মেম্বার সেক্রেটারি রাসেল মিয়া এবং চিফ কো-অর্ডিনেটর নাজিমুল্লাহ লিটন প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সবাইকে এই গুরুত্বপূর্ণ কিক-অফ মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ফোবানা নেতৃবৃন্দ জানান, এ মিটিংয়ে সম্মেলনের সার্বিক পরিকল্পনার পাশাপাশি ৪০ বছরের ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হবে, যাতে একটি সফল ও স্মরণীয় কনভেনশন আয়োজন করা যায়। তারা বলেন, চার দশকে ফোবানা শুধুমাত্র একটি সংগঠন নয়; এটি প্রবাসী জীবনের আশা, অনুপ্রেরণা ও পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এবারের কনভেনশনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে ফোবানার চার দশকের গৌরবময় যাত্রা উদযাপন করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ করা, সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততায় ফোবানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

আয়োজকরা জানান, ৪০তম ফোবানা কনভেনশনে উত্তর আমেরিকার পাশাপাশি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিটি লিডার, পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং তরুণ নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করবেন।

কনভেনশনের প্রধান আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে—৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, মূলধারায় কমিউনিটি নেতৃত্ব ও মতবিনিময় সভা, যুব ও নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসা, বিনিয়োগ ও নেটওয়ার্কিং সেশন, এবং নারী অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক সেমিনার।

আয়োজকরা আরও বলেন, ফোবানা আমাদের পরিচয় ও ভবিষ্যতের স্বপ্নের এক মঞ্চ, যেখানে আমরা একসাথে আমাদের ঐতিহ্য উদযাপন করি। এই কনভেনশন উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে ঐক্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয় তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মিলনমেলা। পাশাপাশি এটি প্রবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

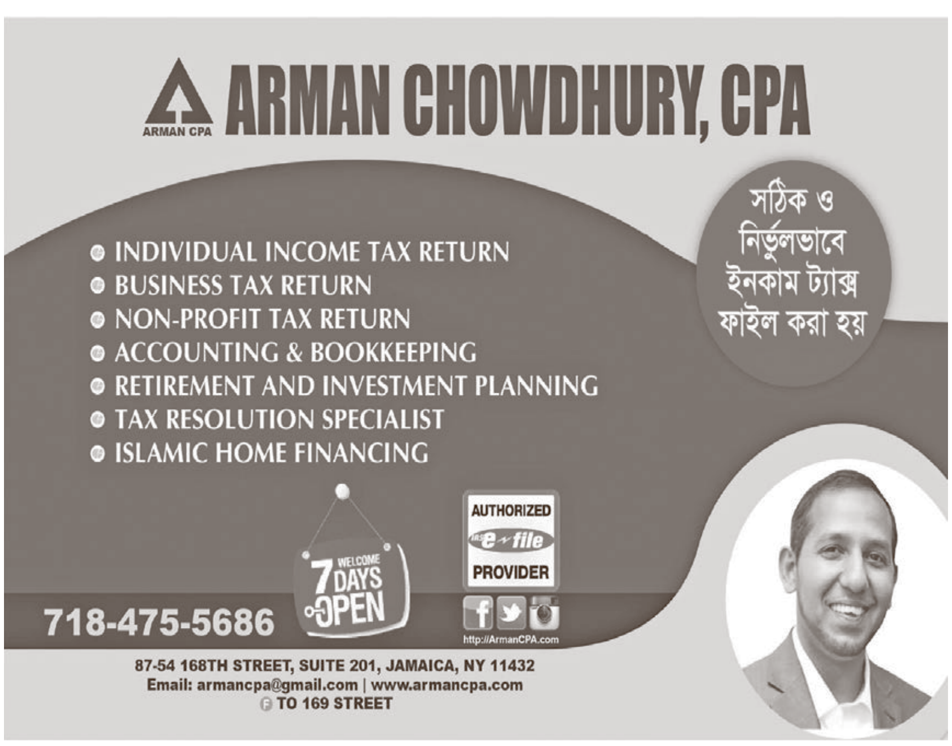

উৎসবের আমেজে ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন

আটলান্টিক সিটি

সুব্রত চৌধুরী, আটলান্টিক সিটি

যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে। শুক্রবার (২০ মার্চ) সকালে সিটির বিভিন্ন মসজিদে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিপুল উৎসাহে ঈদের নামাজ আদায় করেন।

এক মাস সিয়াম সাধনার পর মুসলিম উম্মাহর ঘরে ঘরে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে ঈদুল ফিতর। এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ঈদের জামাতে অংশ নিতে শুরু করেন।

শহরের বাংলাদেশি কমিউনিটির অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আটলান্টিক এভিনিউয়ের 'মসজিদ আল হেরা' এবং নর্থ ফ্লোরিডা এভিনিউয়ের 'ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটি'-তে বড় দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া স্থানীয় আরমরি সেন্টার ও মসজিদ মোহাম্মদেও বিপুলসংখ্যক মুসল্লির সমাগম ঘটে।

নামাজে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের মুসলিম অভিবাসীরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেন। প্রবাসের ব্যস্ত জীবন ছাপিয়ে ছোট-বড় সবাই রঙিন পোশাকে সেজে নামাজে আসেন। বিশেষ করে বাংলাদেশি নারী ও শিশু-কিশোরদের উপস্থিতি ঈদের আমেজকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

নামাজ শেষে খুতবায় দেশ, জাতি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি এবং সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। নামাজ শেষে মুসল্লিদের মাঝে প্রথাগত খাবার, ডোনাট ও জুস বিতরণ করা হয়।

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র এবং কাউন্টি শেরিফ জোসেফ ডোনেগু সশরীরে উপস্থিত থেকে মুসল্লিদের ঈদের শুভেচ্ছা জানান।

মসজিদে নামাজ শেষে ঘরে ফিরেই শুরু হয় অতিথি আপ্যায়ন। প্রযুক্তির কল্যাণে ভিডিও কলে দেশে থাকা স্বজনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেন প্রবাসীরা। সব মিলিয়ে প্রবাসের মাটিতে যেন এক টুকরো বাংলাদেশই ফুটে ওঠে আটলান্টিক সিটির প্রবাসীদের আঙিনায়।

ইসরায়েলিদের 'আত্মতুষ্টিতে' না ভোগার আহ্বান নেতানিয়াহুর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কোনো নিহতের ঘটনা না ঘটায় ইসরায়েলি জনগণকে 'আত্মতুষ্টিতে' না ভোগার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

শনিবার দক্ষিণ ইসরায়েলের আরাদ শহরে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৮০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এই হামলায় কেউ নিহত না হওয়াকে 'মিরাকল' বা অলৌকিক ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সতর্ক সংকেত বাজার সময় আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে হবে।

শনিবার রাতে ইরানি হামলার কথা উল্লেখ করে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, সতর্কবার্তা পাওয়ার পর থেকে ক্ষেপণাস্ত্রটি পড়ার আগ পর্যন্ত পুরো দশ মিনিট সময় ছিল। তিনি বলেন, যদি ওই কয়েক মিনিটের মধ্যে সবাই সুরক্ষিত জায়গায় অর্থাৎ, ভবনের নিচে থাকা আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেত তাহলে কেউই আহত হতো না।

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী সিলেটিদের সংগঠন সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় সময় সোমবার (১৬ মার্চ) নিউইয়র্কের কুইন্সের একটি রেস্টুরেন্টে এ আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ইফতারের আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তারা প্রবাসে বসবাসরত সিলেটি কমিউনিটির মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, প্রবাসে বসবাস করলেও নিজেদের শিকড় ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখতে এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি আর. সি টিটো, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মেহরাজ ফাহমি, সহ-সম্পাদক আতাউল হাকিম হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক তালহা রহমান, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হাফিজ আবদার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক তানভীর চৌধুরী, সিনিয়র সদস্য দুলাল মিয়া এনাম, মামুন আহমেদসহ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয় এবং সবাই একসঙ্গে ইফতার করেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

শিক্ষাপ্রশাসন ও মাঠপর্যায়ের নেতৃত্ব: শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বিবেচ্য

ড. মাহরুফ চৌধুরী

সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একটি প্রজ্ঞাপনের খবর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন পদে কর্মরত ৮২ জন কর্মকর্তা যাদের মধ্যে সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, হিসাবরক্ষণ কাম ক্লার্ক, উচ্চমান সহকারী ও প্রধান সহকারী রয়েছেন তাদের পদোন্নতি দিয়ে সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কারও পদোন্নতিতে আপত্তি থাকার কথা নয়; বরং যেকোনো পেশাজীবনের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ ক্যারিয়ার অগ্রগতির পথ থাকা অত্যন্ত জরুরি।একটি আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামো তখনই কার্যকর হয়, যখন সেখানে কর্মরত মানুষ জানেন যে তাঁদেরশ্রম, দক্ষতা ও সততার যথাযথ মূল্যায়ন একদিন পদোন্নতির মাধ্যমে স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু প্রশ্নটি আপত্তির নয়, বরং নীতিগত ও কাঠামোগত। সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের পদটি কি কেবল একটি সাধারণ প্রশাসনিক পদ, যেখানে নথি যাচাই, অফিস ব্যবস্থাপনা বা দাপ্তরিক তদারকিই প্রধান কাজ? নাকি এটি মূলত এমন একটি একাডেমিক নেতৃত্বের অবস্থান, যার মাধ্যমে একটি উপজেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদান, শিক্ষার মান, শিক্ষকতার পেশাগত চর্চা এবং শিক্ষার্থীদের শেখার পরিবেশ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়? আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা তত্ত্বে শিক্ষা কর্মকর্তাদেরকে কেবল প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে দেখা হয় না; বরং তাদেরকে শিক্ষা-ব্যবস্থারশিখন-নেতৃত্বের ধারক (ইন্সিট্রাকশানাল লিডার) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং এই পদে নিয়োগ বা পদোন্নতির প্রশ্নটি কেবল প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয় নয়; এটি সরাসরি শিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন এবং পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব কেবল দাপ্তরিক কাগজপত্র যাচাই বা প্রশাসনিক তদারকির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি উপজেলার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান ও দিকনির্দেশনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাদের প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে উপজেলার সব মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ; শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; স্থানীয় বাস্তবতা ও চাহিদা বিবেচনায় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা; এবং শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

অন্য কথায়, এই পদে কর্মরত ব্যক্তিকে একই সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষায় নেতৃত্ব এবং শিক্ষাবিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের সমন্বিত দায়িত্ব পালন করতে হয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব তত্ত্বে এ ধরনের পদকে কেবল প্রশাসনিক কর্তৃত্বের জায়গা হিসেবে দেখা হয় না; বরং এটিকে শিখন নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে বিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ধারণা রাখতে হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে কেউ কি কেবল প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার জোরে এই একাডেমিক তদারকির দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে পারবেন? শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত সহায়তা প্রদান কিংবা বিদ্যালয়ের শিখন শেখার প্রক্রিয়া মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাক্রম তত্ত্ব, পাঠদান পদ্ধতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মৌলিক জ্ঞান। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক নেতৃত্ব দেওয়া কার্যত একটি জটিল দায়িত্ব, যা শুধু প্রশাসনিক দক্ষতা দিয়ে পূরণ করা সবসময় সম্ভব নয়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে একটি 'ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও মানসিকতা' নিয়ে কাজ করে এসেছে। ফলে শিক্ষাপ্রশাসন হয়ে উঠেছে সর্বত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের অংশ।

ঔপনিবেশিক আমলে যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসন ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা; সৃজনশীল জ্ঞানচর্চা বা মানবিক বিকাশ তখন প্রশাসনিক চিন্তার কেন্দ্রে ছিল না। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও সেই মানসিকতার ছাপ আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় রয়ে গেছে। বস্তুত, শিক্ষা প্রশাসনকেও অনেক সময় সাধারণ প্রশাসনের একটি সম্প্রসারিত শাখা হিসেবে দেখা হয়। তাই শিক্ষাপ্রশাসনের মূল কাজ মনে করা হয় দাপ্তরিক তদারকি, নিয়মনীতির প্রয়োগ এবং আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। কিন্তু শিক্ষা এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে কেবল প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করা যায় না।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষা একটি বিশেষায়িত ও জ্ঞাননির্ভর ক্ষেত্র। এখানে শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্ব বোঝা, শিক্ষাক্রমের দর্শন ও কাঠামো অনুধাবন করা, কার্যকর পাঠদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার ধারণা থাকা, এবং শিক্ষানীতির অন্তর্নিহিত লক্ষ্য বিশ্লেষণ করার মতো পেশাদার দক্ষতা প্রয়োজন। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আমাদের শেখায় শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে; শিক্ষাক্রম তত্ত্ব নির্দেশ করে জ্ঞানের সংগঠন ও উপস্থাপনের পদ্ধতি; আর শিক্ষাদর্শন আমাদের বলে দেয় শিক্ষা কেন এবং কোন সামাজিক ও নৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে। এসব জ্ঞান ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক তদারকি করা অনেকটা এমন, যেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা ছাড়াই একটি হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম মূল্যায়নের দায়িত্ব নেওয়া। এ কারণেই সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে কেবল দাপ্তরিক অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট মনে করলে শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন প্রত্যাশা করা কঠিন। শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব সমস্যা বোঝা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শিখন-শেখার প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা এবং বিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক উন্নয়নে কার্যকর দিকনির্দেশনা দিতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মধ্যে শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞান ও পেশাগত নীতিনৈতিকতার উপলব্ধি থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় শিক্ষাপ্রশাসন ধীরে ধীরে এমন একটি কাঠামোয় পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে, যেখানে নীতিমালা ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান, দক্ষতা ও মানবিকতার বিকাশ পিছিয়ে পড়ে।

বর্তমানে দেশে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ে চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স থেকে প্রতিবছর শতশত গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছেন। দেশের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতে শিক্ষা বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দীর্ঘদিন ধরেই চালু রয়েছে। এসব প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা সাধারণত ৩৫–৪০টি কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম তত্ত্ব ও উন্নয়ন, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষা পরিকল্পনা, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষায় নেতৃত্ব, শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পদ্ধতিগত ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করেন। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা গবেষণা, মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ এবং প্র্যাকটিকামভিত্তিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব চ্যালেঞ্জগুলো বোঝার সুযোগ পান। ফলে তারা শিক্ষাব্যবস্থাকে কেবল একটি প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে নয়, বরং একটি জ্ঞানভিত্তিক ও মানবিক বিকাশের প্রক্রিয়া হিসেবে অনুধাবন করার সক্ষমতা অর্জন করেন। এছাড়াও দেশে এক বছর মেয়াদি অথবা পার্ট-টাইম দুই বছর মেয়াদি বিএড কোর্স থেকে পাশ করা বিপুলসংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন, যারা পেশাগত

প্রশিক্ষণ ও দীর্ঘদিনের শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেদের কর্মজীবনে অগ্রসর হতে আগ্রহী। এই শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের বাস্তব পাঠদান প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ, মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন সমস্যাগুলো খুব কাছ থেকে দেখেছেন। শিক্ষাতত্ত্ব ও বাস্তব অভিজ্ঞতার এই সমন্বয় তাদেরকে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, মাঠপর্যায়ে নেতৃত্ব ও একাডেমিক তদারকির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করতে পারে। তাই প্রশ্ন উঠতেই পারে যেখানে শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মানবসম্পদের এমন একটি সম্ভাবনাময় ভাণ্ডার দেশে তৈরি হয়েছে, সেখানে শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তাদের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞানকে কতটা কার্যকরভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। (**পুরো লেখাটি পড়ুন প্রথম আলোর অনলাইনে**)

ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন

পারস্যের শক্তি: কেন বহিরাগত শাসন টেকেনি ইরানে

শাহাবুদ্দিন শুভ

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রাচীন ও শক্তিশালী সভ্যতার দেশ হল ইরান (Iran) , যা ইতিহাসে দীর্ঘদিন পার্সিয়ান (Persia) নামে পরিচিত ছিল। হাজার বছরের ইতিহাসে এই অঞ্চল বহু

সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সাক্ষী। বিভিন্ন সময়ে বিদেশি শক্তি পারস্যকে আক্রমণ করেছে, কখনও শাসনও করেছে। কিন্তু ইতিহাসের গভীরে তাকালে দেখা যায়, পারস্যের জাতীয় পরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্য কখনো সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, এ কারণেই ইরানকে দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ীভাবে দখল করে রাখা অন্য শক্তির পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো আমেরিকা ও তাদের মিত্র ইউরোপীয় দেশ গুলো চাইলেই কি ইরান দখল করে নিতে পারবে বা তাদের শাসন করতে পারব। আজকের লেখায় তা আলোকপাত করার চেষ্টা করব। এই প্রবন্ধে ইরানের ইতিহাসের প্রধান পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখা হবে কেন দেশটি বারবার বিদেশি আক্রমণের মুখে পড়লেও তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা খ্রিষ্টপূর্ব থেকে এখন অব্দি টিকে আছে।

প্রাচীন পারস্যের উত্থান : পারস্যের ইতিহাসের প্রকৃত উত্থান শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, যখন মহান শাসক সাইরাস দ্য গ্রেট (Cyrus the Great) প্রতিষ্ঠা করেন আকেমেনীয় সাম্রাজ্য (Achaemenid Empire) । এই সাম্রাজ্য ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম বৃহৎ বহুজাতিক সাম্রাজ্যগুলোর একটি। এর সীমানা বিস্তৃত ছিল মিশর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত। এই সাম্রাজ্যের বিশেষত্ব ছিল প্রশাসনিক দক্ষতা, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

সাম্রাজ্যের ভেতরে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ বসবাস করলেও কেন্দ্র থেকে কার্যকর প্রশাসন পরিচালিত হতো। রাজপথ, ডাকব্যবস্থা এবং প্রাদেশিক প্রশাসনের মাধ্যমে বিশাল ভূখণ্ড পরিচালনা করা হতো। এই শক্তিশালী ভিত্তিই পারস্যকে দীর্ঘকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

আলেকজান্ডারের আক্রমণ : খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ সালে ম্যাসিডোনিয়ার বিখ্যাত বিজেতা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট (Alexander the Great) পারস্য আক্রমণ করেন। এর মাধ্যমে ঘটে আকেমেনীয় সাম্রাজ্যের গ্রিক বিজয় (Conquest of the Achaemenid Empire by Alexander the Great) । আলেকজান্ডার পারস্য জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুললেও তার মৃত্যু (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩) পর সেই সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে যায়। তার সেনাপতিদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং পারস্য অঞ্চলে স্থায়ী গ্রিক শাসন টিকে থাকতে পারেনি। পরবর্তীতে পারস্যে আবার স্থানীয় শক্তির উত্থান ঘটে। এই ঘটনা ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য তুলে ধরে—বিজয় সম্ভব হলেও পারস্যকে দীর্ঘমেয়াদে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

পার্থিয়ান ও সাসানীয় শক্তির পুনরুত্থান : গ্রিক শাসনের পতনের পর পারস্যে গড়ে ওঠে Parthian Empire। এই সাম্রাজ্য প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে টিকে ছিল এবং রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করেছে। এরপর তৃতীয় শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় Sasanian Empire। এই সাম্রাজ্য পারস্য সভ্যতাকে আবার শক্তিশালী করে তোলে। শিল্প, স্থাপত্য, প্রশাসন এবং সামরিক শক্তির দিক থেকে এটি ছিল অত্যন্ত উন্নত।

সাসানীয় যুগে পারস্য আবার একটি বৃহৎ আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং রোমান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

আরব মুসলিম বিজয় : সপ্তম শতকে ইসলামের উত্থানের পর আরব মুসলিম বাহিনী পারস্য আক্রমণ

করে। এই সংঘর্ষের ফল ছিল Muslim conquest of Persia। এর ফলে সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং পারস্য ইসলামী বিশ্বের অংশ হয়ে যায়। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়।

আরব শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও পারস্যের ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়নি। বরং পার্সিয়ান ভাষা ইসলামী সভ্যতার অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক ভাষায় পরিণত হয়। ইসলামী যুগে পারস্যের পণ্ডিত, কবি ও বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উদাহরণ হিসেবে Omar Khayyam, Ferdowsi এবং Avicenna-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

> ইতিহাসের ধারাবাহিকতা দেখায়, বহু শক্তিশালী সাম্রাজ্য ইরান দখল করলেও তারা শেষ পর্যন্ত পারস্যের গভীর সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারেনি। এই দিক থেকে ইরান শুধু একটি রাষ্ট্র নয়; বরং হাজার বছরের এক অবিচ্ছিন্ন সভ্যতার ধারাবাহিকতা।

মঙ্গোল আক্রমণ : ১৩শ শতকে মধ্য এশিয়া থেকে আসে আরেকটি শক্তিশালী আক্রমণকারী শক্তি—মঙ্গোলরা। মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা Genghis Khan এবং তার উত্তরসূরিরা পারস্যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পরে তার নাতি Hulagu Khan প্রতিষ্ঠা করেন Ilkhanate।

প্রথম দিকে এই শাসন ছিল অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মঙ্গোল শাসকেরা পারস্য সংস্কৃতির সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে পারস্যের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা আবারও টিকে থাকে।

সাফাভিদ সাম্রাজ্যের উত্থান : ১৬শ শতকে পারস্যে আবার একটি শক্তিশালী স্থানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে—Safavid Empire। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Shah Ismail I। এই সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল শিয়া ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে আধুনিক ইরানের ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তি গড়ে ওঠে। সাফাভিদ যুগে শিল্প, স্থাপত্য এবং বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়।

আধুনিক যুগে বিদেশি প্রভাব : ১৯শ ও ২০শ শতকে ইরানকে সরাসরি উপনিবেশ বানানো সম্ভব না হলেও বিদেশি শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে United Kingdom এবং Russian Empire ইরানের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ইরান ধীরে ধীরে নিজের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৯ সালে ঘটে Iranian Revolution, যার মাধ্যমে আধুনিক ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেন ইরানকে স্থায়ীভাবে শাসন করা কঠিন : ইরানকে স্থায়ীভাবে শাসন করা কেন কঠিন—এ বিষয়টি বোঝার জন্য ইতিহাসের দীর্ঘ ধারাটি দেখতে হয়। প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্র পর্যন্ত বিভিন্ন শক্তিশালী সাম্রাজ্য ইরান দখল করেছে, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই তারা দীর্ঘমেয়াদে নিজেদের সংস্কৃতি বা শাসন পুরোপুরি চাপিয়ে দিতে পেরেছে। যেমন—Achaemenid Empire, Parthian Empire, Sassanian Empire, পরে আরব খিলাফত, এবং অনেক পরে Mongol Empire—সবাই কোনো না কোনো সময়ে পারস্য অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারস্যের নিজস্ব সাংস্কৃতিক শক্তি ও সামাজিক কাঠামো টিকে গেছে।

বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো। ১. শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও জাতীয় পরিচয় : ইরানের মানুষ হাজার বছরের পুরোনো একটি সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করে। পার্সিয়ান ভাষা (ফার্সি), সাহিত্য, দর্শন, শিল্প এবং ইতিহাস তাদের জাতীয় পরিচয়কে অত্যন্ত শক্তিশালী করেছে। বিশ্বখ্যাত কবি Ferdowsi তাঁর মহাকাব্য Shahnameh-এর মাধ্যমে পারস্যের ইতিহাস ও বীরত্বগাথা সংরক্ষণ করেন। এই বই শুধু সাহিত্য নয়, বরং পারস্যের জাতীয় চেতনার প্রতীক। আরব বিজয়ের পরেও ফার্সি ভাষা বিলীন হয়নি; বরং সাহিত্য ও প্রশাসনে পুনরায় শক্তভাবে ফিরে আসে। এই শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরিচয় বিদেশি শক্তির জন্য জনগণকে দীর্ঘদিন দমন করে রাখা কঠিন করে তোলে।

২. ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা : ইরানের ভৌগোলিক অবস্থানও তার স্বাধীনতার অন্যতম শক্তি। দেশটির বড় অংশ পাহাড়ি অঞ্চল—বিশেষ করে Zagros Mountains এবং Alborz Mountains। এসব পাহাড়ি অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে আক্রমণকারীদের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া বিশাল মরুভূমি যেমন Dasht-e Kavir এবং Dasht-e Lut অঞ্চলকে আরও কঠিন করে তোলে। ফলে কোনো বিদেশি শক্তি যদি রাজধানী দখলও করে, পুরো দেশ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়।

৩. দীর্ঘ রাষ্ট্র পরিচালনার ঐতিহ্য : ইরানে প্রাচীনকাল থেকেই উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল। Cyrus the Great প্রতিষ্ঠিত Achaemenid Empire ছিল বিশ্বের প্রথম দিকের বৃহৎ প্রশাসনিক সাম্রাজ্যগুলোর একটি। তারা প্রদেশভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা, কর আদায়, সড়ক যোগাযোগ এবং ডাকব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। পরে Darius I এই প্রশাসনিক কাঠামো আরও উন্নত করেন। এই দীর্ঘ প্রশাসনিক ঐতিহ্য ইরানের সমাজকে সংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলেছে।

৪. সাংস্কৃতিক অভিযোজন ক্ষমতা : পারস্যের আরেকটি বড় শক্তি হলো তাদের সাংস্কৃতিক অভিযোজন ক্ষমতা। ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক বিদেশি বিজেতা শেষ পর্যন্ত পারস্য সংস্কৃতির প্রভাবেই বদলে গেছে। আরবরা যখন পারস্য জয় করে, তখন ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু প্রশাসন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পারস্যের প্রভাব বজায় থাকে। একইভাবে মঙ্গোল বিজয়ের পরও মঙ্গোল শাসকেরা ধীরে ধীরে পারস্য সংস্কৃতি গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে Hulagu Khan-এর প্রতিষ্ঠিত Ilkhanate সাম্রাজ্যে পারস্য সংস্কৃতির শক্ত প্রভাব দেখা যায়।

৫. ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্য : ইরানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মীয় ঐক্য। বিশেষ করে Safavid Empire সময়ে শিয়া ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে ইরানের মানুষের মধ্যে একটি আলাদা ধর্মীয় পরিচয় তৈরি হয়, যা প্রতিবেশী অনেক দেশের থেকে তাদের আলাদা করে। এই ধর্মীয় পরিচয়ও জাতীয় ঐক্য ও প্রতিরোধের শক্তি বাড়িয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ইরানকে স্থায়ীভাবে শাসন করা কঠিন হওয়ার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে—শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরিচয়, কঠিন ও বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, দীর্ঘ প্রশাসনিক ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক অভিযোজন ক্ষমতা এবং একটি সুদৃঢ় ধর্মীয়-সামাজিক ঐক্য। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা দেখায়, বহু শক্তিশালী সাম্রাজ্য ইরান দখল করলেও তারা শেষ পর্যন্ত পারস্যের গভীর সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারেনি। এই দিক থেকে ইরান শুধু একটি রাষ্ট্র নয়; বরং হাজার বছরের এক অবিচ্ছিন্ন সভ্যতার ধারাবাহিকতা। (**পুরো লেখাটি পড়ুন প্রথম আলোর অনলাইনে**)

সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক।

মানুষ কতটা সভ্য : আদিম যুগ বনাম আধুনিক যুগ

নূরুল খান

জাহেলিয়াতের যুগে দুজন ক্রীতদাসকে ঢাল-তলোয়ারের মরণ খেলায় নিযুক্ত করে চারপাশ থেকে মানুষ তামাশা দেখত। আঘাতে আঘাতে চারপাশ রক্তাক্ত হয়ে উঠত। পরাজিত হয়ে একজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। এমন রক্তাক্ত পরিণতি দেখে আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ত সেই সময়ের মানুষ।

মানুষের বিনোদনের জন্য জাহেলিয়াতের যুগে সমাজে প্রচলিত ছিল আরও অনেক নির্লজ্জ কার্যকলাপ। পেশিশক্তির অধিকারী সমাজের কিছু মানুষ চর দখলের মতো জোর করে সুন্দরী নারীদের নিজেদের করায়ত্ত করে নিত। ক্রীতদাসীদের অনেক মানুষের সঙ্গে শারীরিক খেলায় বাধ্য করা হতো, আর মানুষ তা তামাশা করে দেখত।

বাহ্যত মনে হতে পারে আজকের আধুনিক মানুষ রুচি ও বিচারবুদ্ধিতে অনেক অগ্রসর। কিন্তু প্রকৃত সত্য সম্ভবত তা নয়। নারী অধিকার, শিশু অধিকার এবং মানবাধিকারের স্লোগান যতটা আমরা গল্প, উপন্যাস বা সিনেমায় প্রতিফলিত হতে দেখি, বাস্তবে আমাদের অর্জন ততটা নয়। মানুষের অধিকার হরণের যত সংবাদ গণমাধ্যমে উঠে আসে, প্রকৃত হিসাব তার চেয়ে অনেক বেশি। নারী ও শিশুদের নিয়ে নির্লজ্জ যৌন উল্লাসের ঘটনায় এপস্টেইনের কুখ্যাত কেলেঙ্কারি একটি মাত্র উদাহরণ। দেশে দেশে অনুসন্ধান চালালে এমন আরও অনেক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাবে। এপস্টেইনের আসরে যারা যাতায়াত করত তারা কিন্তু অশিক্ষিত বা আধাশিক্ষিত সমাজের মানুষ ছিল না। এ থেকেই বোঝা যায়, মানবাধিকারের বুলি আওড়ালেও শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ আজও বর্বর সমাজের নিন্দিত ভোগবিলাসকে টিকিয়ে রাখতে চায়।

বর্বর যুগে আরব সমাজে সারা বছর গোত্রে গোত্রে খুনাখুনি লেগে থাকত। সামান্য বিরোধেই মানুষ হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হতো। এক গোত্র আরেক গোত্রকে ভয় দেখানোর জন্য ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্রের মজুত বাড়াত। আর আজকের যুগে এক দেশের মানুষ অন্য দেশকে ভয় দেখানোর জন্য বিধ্বংসী মারণাস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত বাড়ায়।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে আদিযুগের ঢাল-তলোয়ারের মরণ খেলা আর দেখা যায় না। নেই পয়সায় কেনা দাসদাসীও। কিন্তু আজকের যুগে সেই আদিম যুদ্ধাস্ত্রের উন্নত সংস্করণ তৈরি হয়েছে। মানবাধিকারের অনেক শ্রুতিমধুর স্লোগান সৃষ্টি করেছে আজকের তথাকথিত সভ্য মানুষ। মানবাধিকারের গান, কবিতা, স্লোগান—সবই আজ মানুষের সংগ্রহে। বিলিয়ন মানুষের এই বিশ্বে মিলিয়ন মিলিয়ন মানবাধিকার সংগঠন রয়েছে। অথচ এ যুগের কথিত সভ্য মানুষই মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে অনেক ক্ষেত্রে অতীতের অসভ্য বলে পরিচিত সমাজের চেয়েও বেশি। যদিও এই সময়ে মানুষের ভাষা অনেক বেশি শালীন হয়েছে। আদিম মানুষের অর্ধনগ্ন পোশাকের পরিবর্তে আধুনিক মানুষের পোশাকে এসেছে অনেক শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু একই সঙ্গে আধুনিক মানুষ তার উন্নত যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষকে ধ্বংস করার ক্ষমতাও অর্জন করেছে।

পুরোনো কথায় আছে—চিরদিন কাহারো সমান যায় না। পৃথিবী থেকে অনেক সভ্যতা বিলীন হয়েছে চিরতরে, আবার জন্ম নিয়েছে নতুন শক্তির। অনেক প্রতাপশালী শাসক নিরীহ জনতার হাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। অঢেল সম্পদের মালিকও কখনো কখনো ভিক্ষা করে এক মুঠো ভাত খেয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এসবই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম—এক শাশ্বত সত্য, যেখানে দ্বিমত করার সুযোগ নেই।

ইতিহাসের দিকে সামান্য ফিরে তাকালেই দেখা যায়, একসময়ের বিশ্বমোড়ল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেই আসন অলংকৃত করে যুক্তরাষ্ট্র। তবে আজকের বিশ্বে পরাশক্তির ধারণাও বদলে গেছে। সময়ের পরিবর্তনে বিশ্বে আমেরিকার একক আধিপত্য আগের মতো আর নেই—এ সত্য মেনে নিতে দ্বিধা থাকার কথা নয়। শক্তির ভয় দেখিয়ে অন্যের ভূমি দখলের দস্যুযুগেরও অনেক আগেই অবসান ঘটেছে—অন্তত তাত্ত্বিকভাবে।

কিন্তু আজকের মানবসভ্যতা যেন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের মেধাবী রসায়নবিদ ও পদার্থবিদদের একটি বড় অংশ এমন সব গবেষণায় নিয়োজিত, যার ফল মানবতার জন্য ভয়াবহ। মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির বড় অংশ ব্যয় হচ্ছে মানববিধ্বংসী বোমা ও অস্ত্র তৈরির গবেষণায়। হিসাব অনুযায়ী, পৃথিবীর মতো হাজারটি গ্রহ ধ্বংস করার মতো মারণাস্ত্র ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে। তবুও থেমে নেই সেই বিধ্বংসী বুদ্ধিচর্চা। রাষ্ট্রীয় মদদে দেশে দেশে এই গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য—মানবতার শত্রু হয়ে উঠতে পারে এমন এসব মানুষকেই অনেক সময় দেশের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিষয়টি লজ্জার—শুধুই লজ্জার।

এবারের ঈদ স্রেফ চিরাচরিত আনন্দ ছিল না

ইফতেখারুল ইসলাম

কক্সবাজারে এবারের ঈদুল ফিতর উদযাপন আমার জন্য এক ভিন্নমাত্রার অভিজ্ঞতা। সমুদ্রপাড়ের শহরটি বরাবরই উৎসবমুখর থাকে, কিন্তু এবার সেই পরিচিত আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক নতুন উপলব্ধি— গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী তরুণদের পরিবর্তিত মনোভাব ও রাজনৈতিক সচেতনতা।

গত শনিবারের দিনটি শুরু হয় ঈদের নামাজ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়া বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর মধ্যে যে আনন্দ, তা ছিল অচিন্তনীয়। সামাজিকমাধ্যমের যুগে আমরা যতই ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত থাকিনা কেন, সরাসরি সাক্ষাতের উষ্ণতা এখনও অনন্য। কুশল বিনিময়, হাসি-আড্ডা, শৈশবের স্মৃতিচারণ—সব মিলিয়ে ঈদের সেই চিরচেনা আবহ এবারও হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

তবে এবারের ঈদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল স্থানীয় তরুণদের সঙ্গে বিভিন্ন আড্ডা ও আলোচনায় অংশ নেওয়া। তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্পষ্টভাবে অনুভব করেছি, রাজনৈতিক সচেতনতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। দেশের অর্থনীতি, গণতন্ত্র, নির্বাচন, নীতিনির্ধারণ—এসব বিষয়ে তারা আগ্রহী এবং নিজেদের মতামত স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন, যা ভবিষ্যতের জন্য আশাব্যঞ্জক।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চোখে পড়েছে—তরুণদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজনের মাত্রা তুলনামূলক কমে এসেছে। অতীতে রাজনৈতিক পরিচয় অনেক সময় ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলত; বন্ধুত্ব কিংবা সামাজিক সম্পর্কেও বিভাজন তৈরি করত। কিন্তু এখন অনেক তরুণই মতের ভিন্নতাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করছে। তারা বিতর্ক করছে, মতবিনিময় করছে, কিন্তু সেই ভিন্নতা সম্পর্কের বাধা হয়ে

তবে এবারের ঈদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল স্থানীয় তরুণদের সঙ্গে বিভিন্ন আড্ডা ও আলোচনায় অংশ নেওয়া। তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্পষ্টভাবে অনুভব করেছি, রাজনৈতিক সচেতনতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

দাঁড়াচ্ছে না। এই সহনশীলতা একটি পরিণত সমাজের লক্ষণ।

এই পরিবর্তনের পেছনে কয়েকটি কারণ কাজ করছে বলে মনে হয়। প্রথমত, তথ্যপ্রযুক্তির সহজলভ্যতা এবং তরুণদের ওপর গণঅভ্যুত্থানের জোরালো প্রভাব। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে বাস্তবতাবোধ তৈরি করেছে, যা আবেগপ্রবণ বিভাজনের পরিবর্তে যুক্তিনির্ভর চিন্তাকে উৎসাহিত করছে। এতে সমাজের মধ্যে তরুণদের একটা রাজনৈতিক বলয় গড়ে উঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তবে এই ইতিবাচক প্রবণতা টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা। তরুণদের এই আগ্রহ ও সচেতনতাকে গঠনমূলক পথে পরিচালিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সহনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলাও জরুরি।

সব মিলিয়ে বলা যায়, কক্সবাজারে এবারের ঈদ শুধু আনন্দের উৎসবই ছিল না, বরং একটি আশার বার্তাও বয়ে এনেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতা এবং তরুণদের মধ্যে গড়ে ওঠা নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি—এই দুইয়ের সম্মিলন ভবিষ্যতের জন্য এক ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়। যদি এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তবে একটি আরও সহনশীল, সচেতন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্‌স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

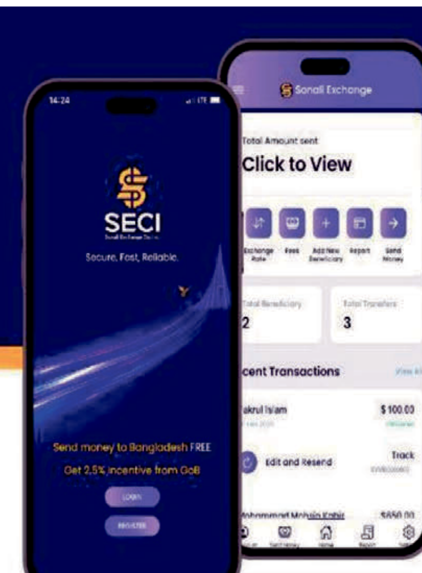

আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

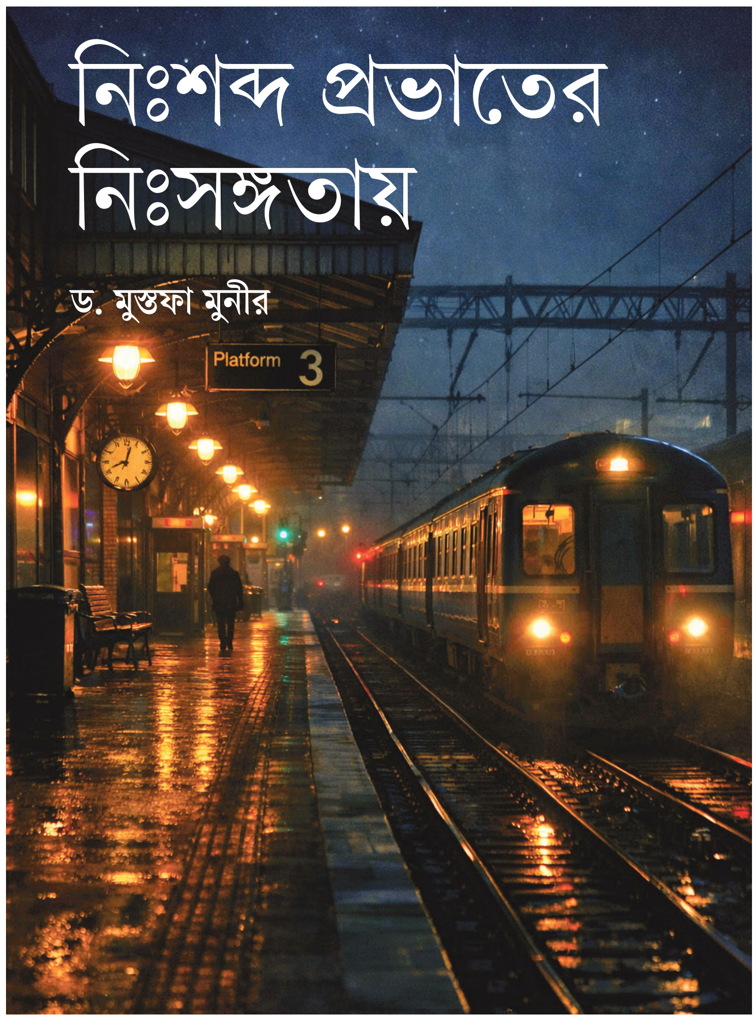

ট্রেনটি এসে থামল এক ছোট, তুষারাবৃত পাহাড়ি স্টেশনে। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে পলও ট্রেন থেকে নামল। ডিসেম্বরের এমন এক হিমশীতল রাতে সে দেখল, যাত্রীরা তার পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে। তারপর একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে ঘন তুষারপাতের আবর্তে। সবাই যেন ব্যস্ত, ঘরে ফিরবে, উষ্ণতার সান্নিধ্যে রাতের খাবার খাবে, ঘুমোবে।

স্টেশন প্রায় জনশূন্য। বাইরে নিঃশব্দে তুষার ঝরছে। ছাদের ওপর, রেললাইনের ওপর, দৃষ্টিসীমার বাইরে সবকিছুকে যেন একটি শুভ্র চাদর ঢেকে রেখেছে। কুয়াশামাখা বাতাসে পল কফির মৃদু গন্ধ পেল। একটি ক্যাফের পাশ দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল, কুয়াশাচ্ছন্ন কাচের ভেতর তাকানোর কিংবা দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ানোর মতো কেউ সেখানে নেই। ইঞ্জিনের কোনো শব্দও শোনা যাচ্ছে না। এক ধরনের অস্পষ্টতা তাকে আচ্ছন্ন করল।

শীতকালে সুইজারল্যান্ডে রাতের বেলায় প্রায় মানবশূন্য রেলস্টেশনে একটি অস্বস্তিকর মৌন পরিবেশে হুইল লাগানো পুশ কার্টের ওপর স্যুটকেসটি রেখে ঠেলে সে র‍্যাম্প দিয়ে নামতে লাগল। স্টেশনের নিচ দিয়ে একটি ছোট্ট আন্ডারপাস পেরিয়ে আবার ওপরে উঠে রাস্তা পার হয়ে অন্য প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে। জার্মাটগামী ট্রেনে উঠতে তার হাতে আছে মাত্র নয় মিনিট। নামতে নামতে সে পেছনে লাগেজ গড়ানোর শব্দ আর ভারী জুতোর শব্দ শুনতে পেল।

এক তরুণী তার ব্যাগগুলো টেনে র‍্যাম্প দিয়ে নামছে। পল দৃষ্টি সরিয়ে আবার সামনে এগোল, কয়েক গজ নিচে নেমে থেমে দাঁড়াল। ফিরে তাকিয়ে দেখল মেয়েটি তার দুটো ব্যাগকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। পল এগিয়ে গিয়ে তার কাছে পৌঁছাল।

মৃদু স্বরে বলল, "আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

সে তার দিকে তাকাল। কিছু বলার আগেই পল আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এখান থেকে ট্রেন বদলাবেন?"

মেয়েটি জবাব দিলো, "হ্যাঁ।"

পল মেয়েটির একটি ব্যাগ তুলে নিল। "আমাদের সময় খুব কম। যদি পরের ট্রেন ধরতে চান, চলুন দ্রুত হাঁটি।"

তারা র‍্যাম্প বেয়ে নামল। সুড়ঙ্গের মুখে এসে থামল।

পল নিজেকে পরিচয় করাল, "আমি পল।"

মেয়েটি বলল, "আমি এলিনা। সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ।" কৃতজ্ঞতায় সে হাত বাড়িয়ে দিল।

"আমার ব্যাগ খুব ভারী নয়। আমি দুটো একসঙ্গে নিতে পারব। আপনার একটি আমার পুশ কার্টে রাখছি। এতে আমরা ওই প্ল্যাটফর্মে দ্রুত পৌঁছতে পারব।"

পল রিস্টওয়াচ দেখল। তারপর বলল, "আমাদের হাতে আছে আট মিনিট, দূরত্ব একশ গজের মতো।"

সুড়ঙ্গ দিয়ে পাশাপাশি দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে এলিনার মনে হচ্ছিল এই অপরিচিত যুবকটি হঠাৎই যেন তার এই ভ্রমণটি সহজ করে দিল। সোজাসাপ্টা, পুরুষালি, সৎ ও নিঃস্বার্থ আচরণে সে ট্রেন বদলানোর সমস্ত দুশ্চিন্তা এক মুহূর্তে দূর করে দিয়েছে।

এলিনা পলের দ্রুত পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছিল। সে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি জার্মাট যাচ্ছি। শুনেছি আজ রাতে ওখানে আরও তুষারপাত হবে। ভাগ্য ভালো হলে কাল রোদ্দুর দেখতে পারি।"

পল সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছেন। ওটা অনেক উঁচু একটি পাহাড়ি উপত্যকা।" তারপর দ্রুত যোগ করল, "আমিও জার্মাট যাচ্ছি।"

এই কথা শুনে এলিনার মনটি আনন্দে ভরে উঠল, যা সে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করতে পারল না।

পল দেখল রাস্তায় বাতির আলোয় রুপালি ও কালচে তুষারকণা তির্যকভাবে ঝরে পড়ছে। বাতাসে উড়ে বেড়ানো সাদা কণাগুলো জীবন্ত ও জড় সবকিছুর ওপর ধেয়ে নেমে আসছে। রাস্তায় জার্মাটগামী প্ল্যাটফর্ম নম্বর ও তীরচিহ্ন দেখে পল ডানদিকে হাঁটতে শুরু করল। প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে ঠান্ডায় প্রায় জমে যাওয়া দুজন যাত্রীকে অপেক্ষারত দেখল। পল তাদের অনুভূতির সঙ্গে নিজের অনুভূতিকে মেলাতে চেষ্টা করল। আবার একই সঙ্গে অনাবিল স্বস্তি বোধ করল ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে দেখে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন এলো। তারা খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। কামরায় উঠে ব্যাগ রাখল। এক মিনিট পর ট্রেনটি আলস্য ভেঙে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে লাগল।

ট্রেন কামরায় গুটিকয়েক যাত্রী। সবারই একটাই আকাঙ্ক্ষা—এই তীব্র শীত থেকে মুক্তি পেয়ে উষ্ণ, স্নেহময় আশ্রয়ে পৌঁছানো। "জার্মাট পৌঁছাতে আমাদের এক ঘণ্টারও বেশি লাগবে। বসি চলুন।" পল বলল।

নীরব কামরায় শুধু ট্রেনের মৃদু গর্জন।

তারা মুখোমুখি বসল। এলিনা জানালার দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। শুধু অন্ধকার। সে পলের দিকে ফিরে মৃদু হাসল। পলও হাসল। এলিনার সৌন্দর্য অনাবিল, নীল চোখ, কাঁধে পড়া হালকা বাদামি চুল, কালো উলের কোট, গাঢ় লাল টুপি ও মাফলার, সব মিলিয়ে এক স্নিগ্ধ আভিজাত্য।

নীরবতা ভেঙে এলিনা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "জার্মাটে কি আপনার প্রথম আসা?"

"হ্যাঁ।" পল বলল।

"আপনি ট্রান্সফার-ট্রেনের টাইমিং ম্যানেজ করেছেন চমৎকারভাবে।" এলিনা প্রশংসার সুরে পলকে জানাল।

পল মুখে স্মিত হাসি নিয়ে বলল, "আমার হাতে একটু সময় ছিল বলে স্টেশনে টিকিট কাউন্টার থেকে সব জেনেছি।"

কথা এগোতে লাগল। পল অক্সফোর্ডে অর্থনীতির ছাত্র। এলিনা হাইডেলবার্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের ওপর পড়াশোনা করছে। সে তার মায়ের কাছে হাইডেলবার্গে থাকে, বাবা জার্মাটে একটি বেকারির মালিক।

এই কথোপকথনের মাঝে একসময় তারা ঠিক করল পরদিন সকালে একসঙ্গে কেবল কার দিয়ে ম্যাটারহর্ন গ্লেসিয়ারে উঠবে। সেলফোন নম্বর বিনিময় হলো।

পরদিন সূর্য উঠল। ঝকঝকে কিন্তু কনকনে হিমেল বাতাস। তাপমাত্রা বরফাঙ্কের নিচে। তারা প্রায় তেরো হাজার ফুট উঁচুতে ম্যাটারহর্ন গ্লেসিয়ারে পৌঁছে যেন এক বরফের স্বর্গে ঢুকে পড়ল। চারপাশের নীরবতা ছিল পবিত্র। দুপুরে গরম চকোলেট, স্যুপ, তারপর স্নোবোর্ডিং; পুরো দিন আনন্দে কাটল।

ছয়টি দিন কেটে গেল। পল আগামীকাল লন্ডনে চলে যাবে। ছয় দিনে তারা নিজেকে একে অন্যের অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছে। পল ও এলিনা বুঝতে পারল সাধারণ আলাপচারিতা ও পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে একটি সূক্ষ্ম রেখার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে স্থান পায় কেবল আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও স্বার্থহীন নৈকট্য।

আগামীকাল পল লন্ডনে ফিরে যাবে। বিদায়ের আগের রাতে ম্যাটারহর্ন গ্লেসিয়ারের একটি রেস্তোরাঁয় মোমবাতির আলোয় তারা শেষ নৈশভোজ করল। তারার নিচে, তুষারের আলোয় হাত ধরে হাঁটল।

> সুড়ঙ্গ দিয়ে পাশাপাশি দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে এলিনার মনে হচ্ছিল এই অপরিচিত যুবকটি হঠাৎই যেন তার এই ভ্রমণটি সহজ করে দিল। সোজাসাপ্টা, পুরুষালি, সৎ ও নিঃস্বার্থ আচরণে সে ট্রেন বদলানোর সমস্ত দুশ্চিন্তা এক মুহূর্তে দূর করে দিয়েছে।

সেই দিন সকালে তুষার ঝরছিল। এলিনা স্টেশনে এলো পলকে বিদায় জানাতে। কেন যেন বেশি বিষণ্ন দেখাচ্ছিল এলিনাকে। পল জানতে চাইলে এলিনা জানাল তার মা অসুস্থ, স্ট্রোক হয়ে হাসপাতালে শায়িত। তাই এলিনা আগামীকাল হাইডেলবার্গে ফিরে যাচ্ছে। এই সংবাদ পলকে ভীষণভাবে নাড়া দিল।

ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে এলিনার চোখের পাতা ভিজে উঠল। পল তাকে জড়িয়ে ধরল। নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করে পল ট্রেনে ওঠার আগে শুধু বলল, "ধৈর্য ধরো। ভেঙে পড়ো না। আমি কিছু দিনের মধ্যে হাইডেলবার্গে তোমার মাকে দেখতে যাব।"

তুষারপাতের শীতল, নিঃশব্দ প্রভাতের নিঃসঙ্গতায় দাঁড়িয়ে এলিনা দেখল ট্রেনটি ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে।

এলিনা নীরবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল একবার উপত্যকার দিকে তাকাল, তারপর চলমান ট্রেনের তুষারধবল পথরেখার দিকে, সব শেষে যাত্রীহীন প্ল্যাটফর্মটির দিকে। তার হৃদয়ে বিষণ্নতার এক মৃদু গীতির উন্মোচন হতে লাগল ধীরে ধীরে, স্পষ্টতা নিয়ে। একে একে খুলে যেতে লাগল এই কিছুদিনের সঞ্চিত স্মৃতির পাক, যার বিস্তার বরফাচ্ছাদিত পর্বতমালার তীব্র শীতল পাদদেশ থেকে আরও অনেক দূরে কোথাও।

বই পরিচিতি

প্রান্তরে পান্থজন: ভ্রমণ, অন্তর্জাত্রা ও প্রবাসী চেতনার মায়াময় পাঠ

মিহিরকান্তি চৌধুরী

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের দীর্ঘ ঐতিহ্যে একদিকে যেমন পথের বর্ণনা, প্রকৃতির চিত্ররূপ এবং ইতিহাসের সংমিশ্রণ দেখা যায়, অন্যদিকে কিছু কিছু গ্রন্থ সেই সীমা অতিক্রম করে হয়ে ওঠে মানুষের অন্তর্জগতের দলিল। ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের প্রান্তরে পান্থজন সেই দ্বিতীয় ধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন—যেখানে পথ শুধু বাহ্যিক নয়, বরং অন্তর্মুখীও; প্রান্তর শুধু ভৌগোলিক নয়, বরং মানসিকও।

গ্রন্থটির নামেই নিহিত আছে এক ধরনের দ্বৈততা ও কৌতূহল—'প্রান্তর' এবং 'পান্থজন'। পাঠের শুরুতেই স্পষ্ট হয়, এই প্রান্তর আসলে উত্তর আমেরিকার বিস্তৃত ভূখণ্ড—যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। আর পান্থজন? তিনি একক কোনো চরিত্র নন; তিনি লেখক নিজে, তাঁর সহযাত্রী, প্রবাসী বাঙালি, এমনকি পাঠকও। এই বহুমাত্রিক 'পান্থজন'-এর মধ্য দিয়েই লেখক নির্মাণ করেছেন এক জীবন্ত অভিজ্ঞতার জগৎ।

ভ্রমণ থেকে অন্তর্জাত্রা: আখ্যানের নির্মাণশৈলী

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই যে বাসযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়—নিউ জার্সি থেকে ডেট্রয়েট পর্যন্ত দীর্ঘ ষোলো ঘণ্টার পথ—তা নিছক ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়; বরং এটি এক ধরনের অস্তিত্ববাদী অভিজ্ঞতা। বাসের জানালার বাইরে দৃশ্য যেমন বদলায়, তেমনি লেখকের ভেতরের চিন্তাজগতও রূপান্তরিত হয়।

এখানে লেখক লিখেছেন—জীবন যেন একটি বাসযাত্রা, যার শুরু জানা, কিন্তু শেষ কোথায় তা অনিশ্চিত। এই উপমাটি পুরো গ্রন্থের একটি কেন্দ্রীয় রূপক হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি স্টেশন, প্রতিটি বিরতি, প্রতিটি সহযাত্রী যেন জীবনের একেকটি অনুষঙ্গ।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'হ্যারিসবার্গের হলুদ আলোতে আত্মপরিচয়ের ছায়া' অংশটি। এখানে লেখক শুধু একটি শহরের বর্ণনা দেননি; বরং আধুনিক পশ্চিমা সমাজে পরিচয় সংকট, নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক বিভাজনের প্রশ্ন তুলেছেন। একজন প্রবাসী হিসেবে তাঁর আত্মসচেতনতা ও ভেতরের দ্বিধা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রবাসজীবনের নান্দনিকতা ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব

প্রান্তরে পান্থজন-এর অন্যতম শক্তি হলো প্রবাসজীবনের দ্বৈত চিত্র তুলে ধরা। একদিকে রয়েছে প্রবাসীদের সাংস্কৃতিক টান, ভাষার প্রতি মমতা, আত্মপরিচয়ের সন্ধান; অন্যদিকে রয়েছে বাস্তব জীবনের কঠিনতা, একাকিত্ব, আর্থিক

চাপ ও অনিশ্চয়তা।

মিশিগানের অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে বাঙালি অভিবাসীরা নিজেদের শ্রম, মেধা ও সংগ্রামের মাধ্যমে একসময় ভেঙে পড়া শহরকে নতুন করে প্রাণ দিয়েছে। ডেট্রয়েট, হ্যামট্রামিক বা ট্রয়ের মতো শহরগুলোতে গড়ে উঠেছে এক নতুন 'বাংলাদেশ'। এখানে শুধু অর্থনৈতিক সাফল্য নয়, রয়েছে স্মৃতি, ইতিহাস এবং আত্মপরিচয়ের পুনর্গঠন।

অন্যদিকে কানাডার প্রেক্ষাপটে লেখক তুলে ধরেছেন এক ভিন্ন বাস্তবতা—উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং প্রবাসীদের হতাশা। "কানাডা তার আপনজন ধরে রাখতে পারছে না"—এই পর্যবেক্ষণ শুধু একটি দেশের অর্থনৈতিক চিত্র নয়; বরং এক বৃহত্তর অভিবাসন-বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি।

গদ্যের স্বাদ: কাব্যিকতা ও কথ্যতার মেলবন্ধন

ইব্রাহীম চৌধুরীর গদ্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর কাব্যিকতা। তিনি বর্ণনা করেন না, দৃশ্য নির্মাণ করেন। তাঁর বাক্যে আছে সংগীতের ছন্দ, স্মৃতির আবেশ এবং কথোপকথনের স্বাভাবিকতা।

যেমন, বাসযাত্রার এক অংশে তিনি লিখেছেন—রাত, সহযাত্রীদের ঘুম, জানালার বাইরের অন্ধকার—সব মিলিয়ে যেন এক থিয়েটার, যেখানে প্রত্যেকে আলাদা চরিত্র। এই চিত্রকল্প পাঠককে শুধু দৃশ্য দেখায় না, অনুভবও করায়।

আবার 'সাওয়ার পাম'-এর প্রসঙ্গে শৈশবের বরইয়ের স্মৃতি টেনে আনা—এ এক অনন্য নস্টালজিক মুহূর্ত। এখানে একটি বিদেশি ফল হয়ে ওঠে দেশজ স্মৃতির প্রতীক। এই ধরনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণই বইটিকে জীবন্ত করে তোলে।

মানুষের গল্প: এই গ্রন্থের প্রকৃত কেন্দ্র

এই বইয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি এর মানুষজন। লেখক কোথাও স্থাপত্য, শহর বা প্রকৃতিকে এককভাবে গুরুত্ব দেননি; বরং প্রতিটি স্থানের কেন্দ্রে রেখেছেন মানুষকে।

বাসস্টেশনের কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধা, ল্যাপটপে ডুবে থাকা তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা কিংবা একাকী প্রৌঢ়—এই চরিত্রগুলো অল্প কথায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারা যেন বিশ্বমানবতার প্রতীক—পরিচয়হীন, তবুও ঘনিষ্ঠ।

একইভাবে মিশিগানে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, রানার পরিবারের আতিথেয়তা কিংবা টরন্টোর আড্ডা—সবকিছুই মানবিক উষ্ণতায় ভরপুর। এইসব মুহূর্তে লেখক যেন পাঠককে পাশে বসিয়ে গল্প বলেন।

সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন: ভাষা, সাহিত্য ও উৎসব

টরন্টোর বঙ্গ সম্মেলন এবং প্রবাসী সাহিত্যচর্চার বর্ণনা এই গ্রন্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এখানে লেখক দেখিয়েছেন, প্রবাসে থেকেও কীভাবে মানুষ ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখে।

টরন্টো শহরটি তাঁর চোখে হয়ে ওঠে এক বহুভাষিক, বহুসাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের স্থান। 'Toronto International Festival of Authors'-এর প্রসঙ্গ তুলে তিনি দেখিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যও এখন বিশ্বমঞ্চে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে।

বঙ্গ সম্মেলনের বর্ণনায় যে আবেগ ও আন্তরিকতা রয়েছে, তা প্রমাণ করে—প্রবাসে বাংলা ভাষা কেবল স্মৃতি নয়, একটি জীবন্ত চর্চা।

লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের দীর্ঘ সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে দিয়েছে এক বিশেষ গভীরতা। তিনি কেবল পর্যটক নন, একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক। তাঁর চোখে ধরা পড়ে সমাজের অন্তর্গত টানাপোড়েন, মানুষের মানসিকতা এবং রাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাব।

গ্রামের জীবন থেকে আন্তর্জাতিক প্রবাসজীবন—এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে করেছে বহুমাত্রিক। তাঁর লেখায় যেমন আছে স্মৃতি, তেমনি আছে বিশ্লেষণ; যেমন আছে আবেগ, তেমনি আছে বাস্তবতার নির্মোহ চিত্র।

দার্শনিকতা: যাত্রা বনাম গন্তব্য

এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক উপপাদ্য হলো—গন্তব্যের চেয়ে যাত্রাই বড়। লেখক বারবার দেখিয়েছেন, মানুষের জীবনে আসল অভিজ্ঞতা ঘটে পথ চলার মধ্যেই।

বাসযাত্রা, ট্রেনযাত্রা, স্টেশন, অপেক্ষা—এই প্রতীকগুলো জীবনের বৃহত্তর অর্থকে ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত মনে হয়, এই বইটি কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যের গল্প নয়; বরং এক চলমান অনুসন্ধানের গল্প।

সাংবাদিকতার দৃষ্টিতে গদ্যের গভীরতা

এই গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের গভীরতা এর প্রধান আকর্ষণ, যার পেছনে রয়েছে লেখকের দীর্ঘ সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি। তিনি কেবল ঘটনা বর্ণনা করেন না; তার অন্তর্লীন সুর ও মানবিক তাৎপর্যও অনুধাবন করেন। ফলে প্রতিটি দৃশ্য ও চরিত্র বৃহত্তর বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে।

আত্মমনস্ক অংশগুলোর বিস্তারও এই গভীর অন্বেষণের ফল—যেখানে তথ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় অনুভব ও বিশ্লেষণ। মানুষের গল্প, নীরবতার ভাষা এবং প্রান্তিক অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার ক্ষমতাই তাঁর গদ্যকে করেছে ধীর, মননশীল ও গভীর। এইভাবেই সাংবাদিকতার মাটি থেকে উঠে এসেছে একটি জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা।

প্রান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে ফেরা

প্রান্তরে পান্থজন শেষ পর্যন্ত একটি ভ্রমণকাহিনি নয়; এটি এক মানবিক দলিল। এখানে প্রান্তর মানে দূর দেশ, আবার মানুষের ভেতরের বিস্তৃত শূন্যতাও। পান্থজন মানে যাত্রী, আবার অনুসন্ধানী মনও।

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন—মানুষ যেখানে যায়, নিজের ভেতরটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যায়। প্রবাসে থেকেও সে দেশ খোঁজে, ভাষা খোঁজে, শিকড় খোঁজে। এই গ্রন্থ পাঠককে শুধু ভ্রমণের আনন্দ দেয় না; তাকে ভাবতে শেখায়, অনুভব করতে শেখায়, নিজের ভেতরে তাকাতে বাধ্য করে।

প্রান্তরে পান্থজন সমকালীন বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন—যেখানে পথের গল্প, মানুষের গল্প এবং আত্মপরিচয়ের গল্প একাকার হয়ে গেছে। বইটি পড়ে মনে হয়—আমরাও যেন একেকজন পান্থজন, আর আমাদের জীবনও এক দীর্ঘ, অনিশ্চিত, অথচ অপূর্ব যাত্রা। গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি।

গ্রন্থ-পরিচিতি

প্রান্তরে পান্থজন — ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের ভ্রমণকাহিনি।

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক: মোস্তফা সেলিম, উৎস প্রকাশন

প্রচ্ছদ: নির্ঝর নৈঃশব্দ

মুদ্রণ: সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

পৃষ্ঠা: ৯৬ (৯টি অধ্যায়)

মূল্য: ৩০০ টাকা (১০ মার্কিন ডলার)

উৎসর্গ: সাংবাদিক ও গণমাধ্যম সংগঠক সেলিম খান

চিত্র সাংবাদিকের চোখে

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

আমরা সেতুটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম
ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোকে দেখতে
যারা ছিঁড়ে খাচ্ছিল একটি মানুষের মৃতদেহ
তারপর আমরা এগিয়ে গেলাম

আমি শুনলাম মাটি ফেটে যাচ্ছে জুতোর নিচে
দাঁত দিয়ে পেয়ারা ভাঙার মতো শব্দে
আর আমি অনুভব করলাম কৌতুকের এক বন্য ইচ্ছে
তোমাকে নিয়ে
কারণ তুমি এই জায়গাটাকে নরক বলে ডাকো
এবং তুমি এখান থেকে পালাতে চাও এই বিশ্বাসে যে
বদ্বীপের ওপারে মৃত্যুর অস্তিত্ব নেই।

তুমি কি জানতে
মেয়েদের মুখের পাণ্ডুরতাই হয় তাদের মরণ-পোশাক!

২৬ শে মার্চ

অলোক আচার্য

কতদিন ভেবেছি, বুকে লাল সবুজ পতাকা জড়িয়ে
যদি একটি ভোর আসে! রাতের পরেই তো সকাল-
ঘুঘু ডাকা স্নিগ্ধ হিমে যখন আঁকা থাকে না
কারও আর্তচিৎকার!
ভয় অথবা ভোর প্রচণ্ড আর্ত বিশ্বাসে
দাঁড়িয়ে থাকে বুক পেতে
মেশিনগান, ঝাঁঝরা বুলেট বা তীক্ষ্ণ বেয়নেট
বিপরীতে দাঁড়ানো শক্তি- রক্তাক্ত আসাদের শার্ট
সব শোক কোথায় যে পাথর হয়ে
এক বিকেলে দাঁড়িয়ে গেলো স্মৃতির মিনার হয়ে!
খেটে খাওয়া পেশীবহুল মজুরেরা কাস্তে ফেলে
হাতে নিল থ্রি নট থ্রি রাইফেল, মুখে গ্রেনেডের পিন
আর চোখে? সে এক জ্বলন্ত মিসাইল
কী রুদ্ধশ্বাস এক রাতে স্বাধীনতা বসে গেলো বাঙালির বুকে।

মার্চ

রেজা কারিম

মার্চ যেনো এক বিগব্যাং। মার্চ করে এগিয়ে চলে মার্চ।
চারদিকে বাধার প্রাচীর। ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড হয় আলোর
বহুমাত্রিক ঘর। জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ গদ্যময়
স্বাধীনতায়। খুঁজে পেতে একটুকরো ছন্দ ও কাব্যের
উন্মাদনা মার্চ নিজেকে সঁপে দেয় কালের মহাপরিক্রমায়।
কতদিন আর কতদূরে গেলে দেখা পাবে একখণ্ড উর্বর
মেঘমালার। এক পশলা বৃষ্টিই যে জীবনের স্বাদ পরিবর্তন
করতে পারে। ধুয়ে মুছে দিতে পারে এক অভিনব রং।
কোথায় মার্চ। তুমি হেঁটে চলো মায়ের আঁচলের খোঁজে।
বোনের সুরভিত সফেদ ওড়নার স্বাধীনতায়।
বাবা আর ছেলে যেখানে উড়ে বেড়ায় ঘাসফড়িং আর প্রজাপতির
মতো। সবই আছে। শুধু মার্চ করার সূচ্যগ্র অধিকারটুকু
নেই। পাতাহীন বৃক্ষে যখন শিশুর নরম গালের মতো পাতা
গজায় তখন তোমার চোখের সামনে হাতছানি দেয়
ডিসেম্বর। ষোলই ডিসেম্বর। যেনো কুয়াশার পর্দা ভেদ করে
উঠে আসে স্বাধীনতার লাল সূর্য। মার্চের তালে তালে আসে
ওই তো স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা তুমি

শ্যামল বণিক অঞ্জন

স্বাধীনতা তুমি মুক্তির স্বাদ অম্লমধুর বেদনাবিধুর
স্বাধীনতা তুমি অফুরান উল্লাসে ভেসে চলা-দূর বহুদূর।
স্বাধীনতা তুমি অসীম ত্যাগের সোনালী নিদর্শন
স্বাধীনতা তুমি সবুজের বুকে তরতাজা লাল রক্ত প্লাবণ।
স্বাধীনতা তুমি লক্ষ নারীর সম্ভ্রমের অর্জন
স্বাধীনতা তুমি দামাল ছেলেদের নির্ভয় গর্জন।
স্বাধীনতা তুমি একটি জাতির মৌলিক অধিকার
স্বাধীনতা তুমি মসৃণ পথ সামনে এগোবার।
স্বাধীনতা তুমি একটি পতাকা একচিলতে ভূমি
কতো কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে দিয়েছো গো ধরা তুমি!

যুদ্ধের দিনলিপি

শাহীন সুলতানা

চারিদিকে শুধু ধোঁয়া আর ছাইয়ের উৎসব!
যুদ্ধের আগুনে ভস্মীভূত সভ্যতার পিঠ।
নিঃশ্বাসের বাতাসে শ্বাসরোধী বারুদের গন্ধ
অশান্ত দাবানল পুড়িয়ে দেয় বৃক্ষের শরীর।

মানুষ এখন কেবলই রপ্ত করে ধ্বংসের ধারাপাত;
মানবতা ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে ছাইয়ের স্তূপে।
গোলা-বারুদ, ট্যাঙ্ক, মিসাইল আজ হয়ে উঠেছে
মানুষের ভাষা! এ পৃথিবী যেন মানুষের নয়,
অস্ত্রের...!

স্বাধীনতার এই যে আমি

রওশন মতিন

জানালা খুলে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি,
ফুল ফুটেছে বলল ডেকে ভোরের পাখি,
রং ছড়ালো রোদের ঝিলিক-মুক্ত আলো,
যতই দেখি,অবাক চোখে লাগছে ভালো।

আজ সকালের সূর্যটা কী রক্ত-লাল,
বইছে হাওয়া স্বাধীনতার উড়িয়ে পাল,
ডানপিটে সব ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে উড়তে চায়,
স্বাধীনতার সবুজ দেশে মন যে আমার হারিয়ে যায়।

স্বাধীনতার লাল সূর্য দিক-দিগন্তে উঠল ফুটে,
স্বাধীনতার খোলা বুকে এই-যে আমি চলছি ছুটে!

স্বাধীন নিঃশ্বাস

মোঃ রহমত আলী

দিন-দিন কেমন যেন!
আকাশের নীলিমা ধূসর হয়ে আসছে,
বুঝতে পারছি না আমরা নিষ্ঠুর স্বভাবে।

দিনে-দিনে কেমন যেন!
জমিন অদ্ভুত বিপন্ন হতে চলেছে,
কেঁপে উঠছে ক্ষণে-ক্ষণে পাহাড় পর্বত।

দিনরাত এ কেমন!
নির্দয় আঘাত চলছে নির্মম ধারাবাহিক
কৌশলে, মজলুমের উপর জুলুম।

রাতদিন এ কেমন!
গর্জন সমুদ্রের নাকি মেঘের না আবার
বজ্রপাতের,এ-তো যুদ্ধের ক্রুদ্ধ দামামা।

পৃথিবীতে মজুদ যত মারণাস্ত্র,
বন্দী করে রাখো কারাগারে,
আজাদ করে দাও,
মানবিক-মানবতা স্বাধীন বাতাসে॥

হে আমার প্রিয় স্বাধীনতা

মমতা মজুমদার

হে আমার দেশ, হে প্রিয় মাতৃকা, জন্মভূমি।
তোমাকে পেয়েছি লক্ষ শহিদদের আত্মত্যাগে!
পেয়েছি রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে, শত শত প্রাণের দামে।
হে লাল-সবুজের পতাকা, তোমাকে পেয়েছি মায়ের নাড়ীছেঁড়া ছেলের লাশের বিনিময়ে।
কৃষ্ণচূড়া বিছানো রাঙা কংক্রিটের বুকে শত শত
যুবকের তাজা রক্ত ঝরানো রাজপথে।
বীরাঙ্গনার সম্ভ্রম হারানোর শোকে, বোনের ইজ্জত
হারানো এই বাংলার মেঠো পথে।
শ্রমিক-জনতার সাহসী সংগ্রামে তুমি এসেছ—
পরাধীন এক জাতির মাঝে।

হে নব সূর্য, আমার প্রিয় স্বদেশ,
হে চিরসবুজ প্রকৃতি, ফুল, পাখি, বৃক্ষ, তরুলতা;
হে স্বাধীনতা, তুমি এসেছ এই বাংলায়—
কিষাণ, শ্রমিক, সহস্র জনতার বুকফাটা আর্তনাদে।
করুণ শোকে লুটিয়ে পড়া মা-বোনের মুখে হাসি ফুটিয়ে।
বাংলার আকাশে-বাতাসে বিজয়ের নিশান উড়ছে
আজ, সহস্র সৈনিকের বিরহ-ব্যথায়।
হে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্রের ঊর্মিমালা;
হে আমার প্রিয় স্বাধীনতা, রক্তাক্ত হলো বসুন্ধরা, বীর বাঙালির রক্তে ভেজা বুকের পাতা।
এনে দিলে তুমি একাত্তরে পরাধীন এই বাঙালির মাঝে টুকটুকে রাঙা পতাকা!

একটুও নয় অস্বাভাবিক

সোহরাব হোসেন

এ তো দেখছি নিরন্তর বেদনার রঙতুলি,
চাইলেও আঁকতেই পারি না পছন্দের ছবি।
আমার এ-মন কখনো নির্দিষ্ট কাঠামোতে স্থির নয়,
কিন্তু নির্দেশনা জানি পুরোপুরি কারো ইচ্ছায় স্থির!
কখনো ছয়টি ঋতুই কারোর দখলে,
কার্যবিধি সাজানো তাদেরই আদলে।
চাইলেও আঁকা যাবে না নিজ অধিকার,
যা কিছুই করো তুমি, তাও জানি হয় তাহার!

স্বাধীনতার প্রতীকে এসব উদ্ভট বিড়ম্বনা ছাড়া বৈকি,
স্বাধীনতা আজ যতটুকু, প্রকাশিত হচ্ছে বলো কতটুকু?
রঙতুলিতে পানি মিশিয়ে উপস্থাপন যেমনটাই স্বাভাবিক,
আবার তেলে ভিজিয়ে উপস্থাপন একটুও নয় অস্বাভাবিক।
জলেতে রং কিছুটা আকৃতি ফলে,
তেলে কিন্তু সবই দেখায় ভেজালে।

স্বাধীনতার নীরব প্রস্থান

মেশকাতুন নাহার

এক প্রেমরাষ্ট্র গড়ে ওঠে অনুভূতির নামে,
সেখানে ক্ষমতা বসে থাকে ভালোবাসার ফ্রেমে।
শাসন চলে হাসিমুখে, আদেশ আসে নরমে,
নরম শব্দের আড়ালেতে স্বৈরাচারই কর্মে।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রেমিক বটে, আইন নিজেই লেখে,
যা সে বলে সেটাই সত্য—বাকিটা সে মুছে রাখে।
সংবিধান তার খুবই ছোট, একটিমাত্র ধারা—
ক্ষমতাই যে ভালোবাসা, প্রশ্ন মানে হারার সারা।

নাগরিক আছে, অধিকার নেই—থাকে শুধু দায়,
মতামত দেয় অনুমতিতে, সীমার ভেতর চাই।
নিজস্ব চিন্তা উচ্চারণে রাষ্ট্রদ্রোহ গোনা,
স্বাধীনতার সংজ্ঞাটুকু সন্দেহে ভেজানো সোনা।

“ভালোবাসা মানে অধিকার”—ঘোষণা চলে নিত্য,
সম্মতি সেখানে অপরাধ, ‘না’ শব্দটি অসত্য।
এইভাবে রাষ্ট্র চলে বেশ শান্ত আর গম্ভীর,
ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে যায় অন্তর আর শরীর।

কোনো বিদ্রোহ-মিছিল, কোনো শব্দের ঝড়—
শুধু নীরব পদত্যাগে ভাঙে ক্ষমতার ঘর।
স্বৈরশাসক রয়ে গেল, সিংহাসনও তাই,
রাষ্ট্র আছে—নাগরিক নেই, ইতিহাস শুধু ছাই।

আর যে বেরিয়ে গেল নীরব সত্য জেনে,
সে এখন স্বাধীন সত্তা—নিজস্ব সীমা বুনে।
কোনো প্রেমরাষ্ট্র নয়, কোনো শাসনজাল নয়,

সে এখন স্বাধীন জীবন—সম্পূর্ণ নির্ভয়।

বিটিএসের ‘কামব্যাক’ ঝড়, নেটফ্লিক্সে দেখল ১৮.৪ মিলিয়ন দর্শক

এক জমকালো প্রত্যাবর্তন দেখা গেল কে-পপ মেগাস্টার বিটিএসের। বিশ্বখ্যাত এই পপ ব্যান্ডের ফেরা উপলক্ষে গত শনিবার আয়োজিত কনসার্টটি নেটফ্লিক্সে সরাসরি দেখেছেন বিশ্বের ১ কোটি ৮৪ লাখ দর্শক।

এক ঘণ্টার এই আয়োজনটি ২০২২ সালের অক্টোবরের পর সাত সদস্যের—জিন, সুগা, জে-হোপ, আরএম, জিমিন, ভি ও জংকুক একসঙ্গে প্রথম পরিবেশনা ছিল। মূলত বাধ্যতামূলক সামরিক পরিষেবা নিশ্চিত করতে বিরতিতে যাওয়ার পর তাঁরা এই প্রথম মঞ্চে ফিরলেন।

বিনোদন প্রতিষ্ঠান হাইভ জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার ঐতিহাসিক গুয়াংঘওয়ামুন স্কয়ারে আয়োজিত এই বিনামূল্যের কনসার্টটিতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার মানুষ। তবে কর্তৃপক্ষ আশা করছিল ২ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষের সমাগম হবে। এদিকে ব্যান্ডটির আসন্ন বিশ্ব সফর এবং নতুন অ্যালবাম ‘আরিরাং’ মুক্তির খবরে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে হাইভের শেয়ারের দাম বাড়লেও গত সোমবার তা ১৫.৫ শতাংশ কমেছে।

ব্যান্ডটির ৮২ দিনের ‘সোল্ড-আউট’ বিশ্ব সফরের সূচনা হিসেবে আয়োজিত এই কনসার্টটি দক্ষিণ কোরিয়াসহ ১৯০টিরও বেশি দেশে নেটফ্লিক্সে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এই লাইভ সম্প্রচারটি ২৪টি দেশে তাদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ছিল বলে জানিয়েছে নেটফ্লিক্স।

মূল ভেন্যুতে বিনামূল্যে টিকিট পাওয়া মাত্র ২২ হাজার মানুষকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বাকি দর্শকরা পাশের রাস্তাগুলোতে স্থাপিত ডজনখানেক স্ক্রিনে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

ভিড় নিয়ন্ত্রণে সরকার কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। মোতায়েন করা হয়েছিল প্রায় ৭ হাজার পুলিশ সদস্য, যার মধ্যে অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম সজ্জিত সোয়াত ইউনিটও ছিল।

লাইভ ইভেন্ট সম্প্রচারে নেটফ্লিক্সের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোর মধ্যে এই শো অন্যতম। ২০২৪ সালে প্ল্যাটফর্মটিতে মাইক টাইসন ও জেক পলের বক্সিং ম্যাচটি বিশ্বজুড়ে ১০৮ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ দেখেছিলেন। এ ছাড়া চলতি বছরের শুরুতে তাইওয়ানের একটি আকাশচুম্বী ভবনে মার্কিন পর্বতারোহী অ্যালেক্স হনল্ডের আরোহণের দৃশ্যটিও নেটফ্লিক্সে সরাসরি প্রচারিত হয়, যা দেখেছেন ৬.২ মিলিয়ন দর্শক।

এদিকে বিলবোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বিটিএস ও তাদের রেকর্ড লেবেল বিগহিট এবং হাইভ এই পুনর্মিলন থেকে ১ বিলিয়ন ডলার (৭৪০ মিলিয়ন পাউন্ড) আয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কনসার্ট, মার্চেন্ডাইজ, লাইসেন্সিং, অ্যালবাম বিক্রি এবং স্ট্রিমিং রাজস্ব থেকেই এই বিশাল আয় আসবে।

বিটিএস মূলত হাইভের আয়ের প্রধান উৎস। ব্যান্ডটির দীর্ঘ বিরতির কারণে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক মুনাফায় বড় ধরনের ধস নেমেছিল।

চলে গেলেন হলিউড অভিনেত্রী ভ্যালেরি পেরিন

হলিউড অভিনেত্রী ভ্যালেরি পেরিন মারা গেছেন। গতকাল ২৩ মার্চ লস অ্যাঞ্জেলেসের বেভারলি হিলসে অভিনেত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। পরিবার সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন পারকিনসন রোগে ভুগছিলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টের মাধ্যমে পরিচালক স্ট্যাচি সাউদার বলেন, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ভ্যালেরি আর আমাদের মধ্যে নেই।’

দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় পারকিনসন রোগের সঙ্গে লড়াই করেছেন ভ্যালেরি। তাঁর অসুস্থতা ও জীবনসংগ্রাম নিয়ে ২০১৯ সালে একটি প্রামাণ্যচিত্রও নির্মাণ করা হয়।

১৯৭৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘লেনি’ সিনেমার জন্য কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার অর্জন করেন ভ্যালেরি পেরিন। একই সিনেমার জন্য তিনি অস্কার ও গোল্ডেন গ্লোবের জন্য মনোনয়ন পান। তবে সাধারণ দর্শকের কাছে তিনি বেশি পরিচিত ‘সুপারম্যান’ সিরিজের ‘মিস টেশম্যাকার’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য।

১৯৭৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘লেনি’ সিনেমায় ভ্যালেরি পেরিনের অভিনয় তাঁকে অস্কারের মনোনয়ন পর্যন্ত নিয়ে যায়। ছবিটি ছিল স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান লেনি ব্রুসের জীবন নিয়ে, যেখানে প্রধান চরিত্রে ছিলেন ডাস্টিন হফম্যান।

এ ছবিতে ‘হানি’ চরিত্রে পেরিনের অভিনয় সমালোচকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। তিনি জটিল, দ্বৈত অনুভূতির একটি চরিত্রকে সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলেন।

‘সুপারম্যান’–এ স্মরণীয় উপস্থিতি

তবে সাধারণ দর্শকের কাছে ভ্যালেরি পেরিন সবচেয়ে বেশি পরিচিত ‘সুপারম্যান’ সিরিজের ‘মিস টেশম্যাকার’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য।

ক্রিস্টোফার রিভ অভিনীত সুপারম্যানের বিপরীতে পেরিন ভিলেন লেক্স লুথারের সঙ্গিনী ছিলেন। এ চরিত্রে তিনি শুধু তাঁর সৌন্দর্য নয়, মানবিক দ্বন্দ্বও তুলে ধরেছিলেন। বিশেষ করে সেই দৃশ্যগুলোতে, যেখানে তিনি সুপারম্যানকে বাঁচাতে সাহায্য করেন।

‘দ্য লাস্ট আমেরিকান হিরো’, ‘হোয়াট ওমেন ওয়ান্ট’ সিনেমা ছাড়াও ‘ইআর’, ‘দ্য প্র্যাকটিস’, ‘ন্যাশ ব্রিজ’–এর মতো জনপ্রিয় সিরিজে অতিথি চরিত্রে পেরিনকে দেখা গেছে।

ভারত সফর স্থগিত করলেন শাকিরা

পপ তারকা শাকিরার ‘ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্ট’ নিয়ে উত্তেজনার পারদ ছিল তুঙ্গে। কিন্তু সে আশায় জল ঢেলে দিল বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি। পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণ দেখিয়ে শাকিরার ভারত সফর আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়োজকেরা।

আয়োজক সংস্থা ‘ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো’ ইনস্টাগ্রামে একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, ‘বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আঞ্চলিক উত্তেজনার কারণে শাকিরার ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্ট আপাতত স্থগিত করা হলো। অনুরাগী, শিল্পী ও প্রোডাকশন টিমের নিরাপত্তাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।’

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রত্যেক টিকিট হোল্ডার পাঁচ থেকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে টিকিটের অর্থ সম্পূর্ণ ফেরত পেয়ে যাবেন। তবে এ ঘোষণায়ও শান্ত হননি অনুরাগীরা।

প্রসঙ্গত, এর আগে মার্কিন র‍্যাপার কেনি ওয়েস্টের কনসার্টও একই কারণে পিছিয়ে গেছে। ২৯ মার্চ দিল্লিতে তাঁর অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাতের জেরে তা পিছিয়ে আগামী ২৩ মে নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০০৭ সালে শেষবার মুম্বাইয়ে পারফর্ম করেছিলেন শাকিরা। দীর্ঘ ১৮-১৯ বছর পর ১০ ও ১১ এপ্রিল মুম্বাই এবং ১৫ এপ্রিল দিল্লিতে তাঁর মঞ্চ মাতানোর কথা ছিল। শাকিরা নিজেও এ সফর নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন, কারণ এ অনুষ্ঠানের নেপথ্যে একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

আয়োজকেরা জানিয়েছেন যে তাঁরা শিল্পীর টিমের সঙ্গে কথা বলে নতুন দিন ঘোষণা করার চেষ্টা করছেন।

বিরতি কাটিয়ে ফিরছেন আনুশকা শর্মা

দীর্ঘদিন বড় পর্দায় দেখা নেই বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মার। সময়ের হিসাবে প্রায় ৮ বছর। মাঝে ২০২২ সালে ভারতীয় নারী ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক ‘চাকদা এক্সপ্রেস’ সিনেমায় অভিনয় করলেও এখনো আলোর মুখ দেখেনি সিনেমাটি। অবশেষে বিরতি কাটিয়ে বড় পর্দায় আনুশকার ফেরার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে বলিউড নয়, শোনা যাচ্ছে দক্ষিণি সিনেমা দিয়ে প্রত্যাবর্তন হবে অভিনেত্রীর।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিচালক অ্যাটলির তেলুগু সিনেমা দিয়ে ফিরতে যাচ্ছেন আনুশকা। সব ঠিক থাকলে ‘এএ২২*এ৬’ সিনেমায় দেখা যেতে পারে অভিনেত্রীকে। কল্পবিজ্ঞান ঘরানার সিনেমায় এর আগে কোনো দিন অভিনয় করেননি আনুশকা। এতে প্রধান চরিত্রে আছেন দক্ষিণি সুপারস্টার আল্লু অর্জুন। আরও আছেন দীপিকা পাড়ুকোন, রাশমিকা মান্দানা, জাহ্নবী কাপুরের মতো প্রথম সারির অভিনেত্রীদের।

তবে আনুশকার ফেরার বিষয়টি এখনো রয়েছে গুঞ্জন পর্যায়ে। কারণ, এখনো এই বিষয়ে অ্যাটলি কিংবা আনুশকা—কারও পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সবশেষ আনুশকাকে দেখা গেছে শাহরুখ খানের বিপরীতে জিরো সিনেমায়। এটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৮ সালে। মাঝে ২০২৩ সালে তথ্যচিত্র ‘দ্য রোমান্টিকস’ করেছেন বটে, কিন্তু বড় পর্দায় আর ফেরা হয়নি।

মূলত ২০১৭ সালে ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে বিয়ের পর থেকে পর্দায় অনিয়মিত আনুশকা। ২০২১ সালের প্রথমবার মা হন আনুশকা, জন্ম হয় তাঁর মেয়ে ভামিকার। ২০২৪ সালে তাঁর কোল আলো করে আসে পুত্রসন্তান আকি। সিনেমার চেয়ে দুই সন্তানের দেখভালেই বেশি মনোযোগী আনুশকা। মাঝখানে নিজের প্রযোজনা সংস্থা থেকে বেশ কিছু সিনেমা ও সিরিজ করেছেন অভিনেত্রী, কিন্তু আপাতত সেখানেও বিরতি টেনেছেন।

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
1211
718.828.6610
MEDICAL CARE & PHYSICAL THERAPY
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

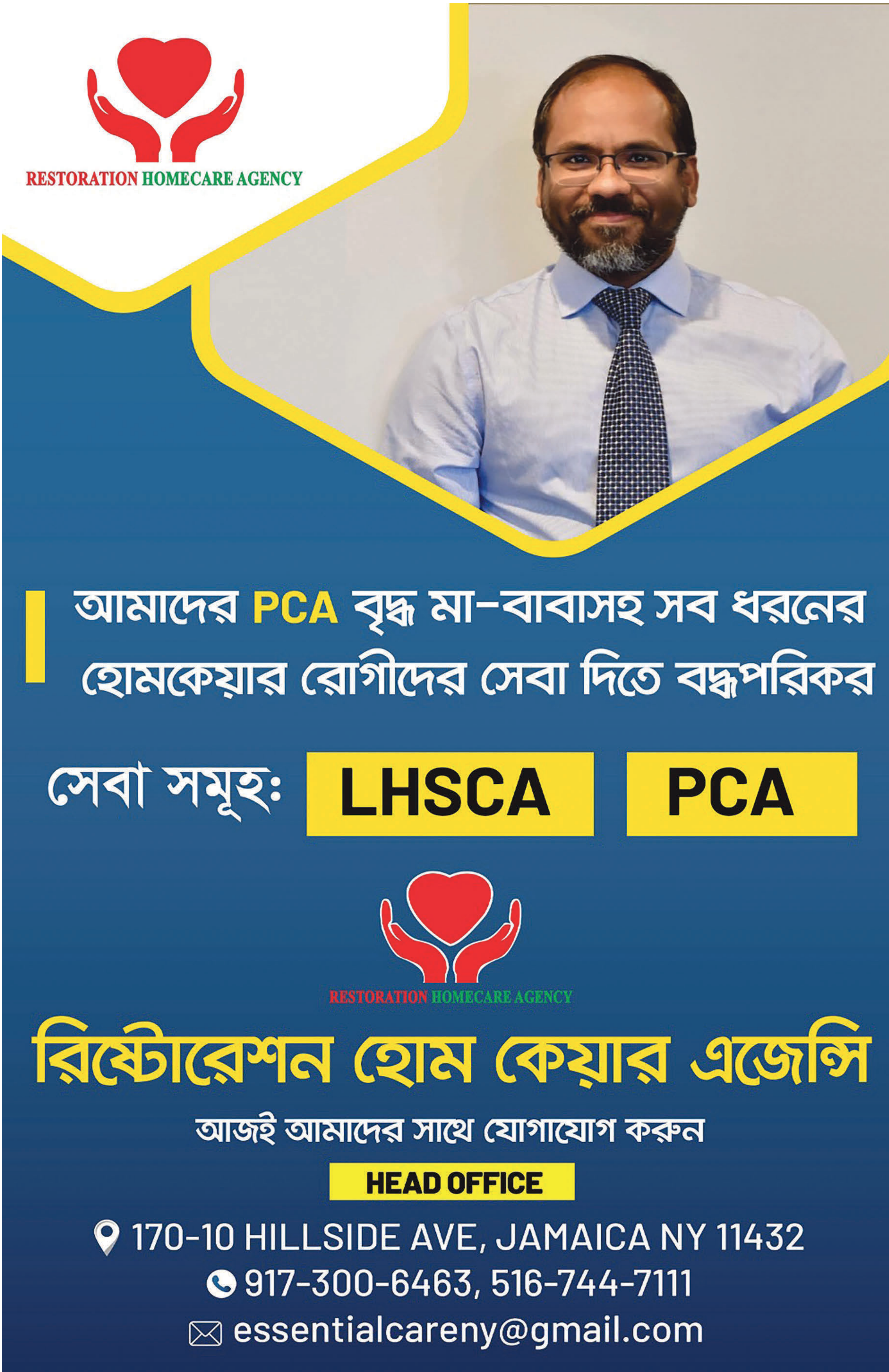
RESTORATION HOMECARE AGENCY
আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর
সেবা সমূহ:
LHSCA
PCA
RESTORATION HOMECARE AGENCY
রিষ্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
HEAD OFFICE
170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 26 March 2026, 9th Year, Issue 471

বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ ২০২৬, ১২ চৈত্র ১৪৩২, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৭১

মার্কিনিদের জন্য বিশ্বব্যাপী সতর্কতা জারি

ডেস্ক রিপোর্ট

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ এখন আর শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই — এর আঁচ এসে পড়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের ওপর। রোববার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বিশ্বব্যাপী একটি জরুরি নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে এবং কাছের মার্কিন দূতাবাস বা কনস্যুলেটের নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবায় চরম জালিয়াতি

মেডিকেয়ার ও মেডিকেইড

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় একের পর এক বড় প্রতারণা মামলা প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি মেডিকেয়ার ও মেডিকেইডে ক্রমবর্ধমান জালিয়াতি দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একের পর এক বড় প্রতারণা মামলা প্রকাশিত হয়েছে। যা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কমিয়েছে।

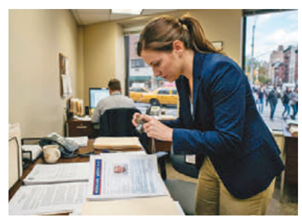

নিউইয়র্ক, কুইন্স এবং ব্রঙ্কসসহ বিভিন্ন এলাকায় ধোঁকাবাজি ও জাল বিলিংয়ের ঘটনা নজর কাড়ছে। ফ্যান্টম বিলিং, যেখানে রোগী কখনও চিকিৎসা নেননি, তবুও বিল জমা করা হয়; অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা, যেখানে রোগীর প্রয়োজন ছাড়াই জেনেটিক টেস্ট, স্ক্যান বা দামী চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়; এবং কিকব্যাক ও ঘুষের মাধ্যমে রোগীদের নির্দিষ্ট ফার্মেসি বা ক্লিনিকে পাঠানোর ঘটনা ঘটছে।

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম কয়েক মাসেই স্বাস্থ্যখাত জালিয়াতির মামলাগুলোর মোট পরিমাণ ২.৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

লাগার্ডিয়ার ধ্বংসস্তূপে অলৌকিক বেঁচে থাকার গল্প

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন যেভাবে

এইচ বি রিতা

রোববার রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। মন্ট্রিয়াল থেকে আসা এয়ার কানাডা এক্সপ্রেসের ফ্লাইট ৮৬৪৬ লাগার্ডিয়ার রানওয়েতে নামছিল। বিমানে ছিলেন বাহাত্তর জন যাত্রী আর চারজন ক্রু। কিছু বোঝার আগেই রানওয়ের ৪ নম্বর পয়েন্টে ঘটে গেল এক ভয়াবহ সংঘর্ষ — বিমানটি সরাসরি ধাক্কা মারল পোর্ট অথরিটির একটি দমকল গাড়িতে, ঘণ্টায় প্রায় ১০৪ মাইল গতিতে। বিমানের সামনের অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল, দমকল গাড়িটি উল্টে পড়ল পাশে। পাইলট আন্তোয়ান ফরেস্ট এবং কোপাইলট—দুজনই তরুণ, ক্যারিয়ারের শুরুতেই—সেই রাতে আর ফিরলেন না। কিন্তু এই ধ্বংসের মাঝেও বেঁচে রইল অলৌকিক কিছু মুহূর্ত, যা শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না।

বিমানের ক্রু সদস্য সোলাঞ্জ ট্রেম্বলে পাইলটদের ঠিক পেছনের আসনে বসে ছিলেন। সংঘর্ষের তীব্র আঘাতে তিনি আসনসহ বিমানের বাইরে ছিটকে পড়েন এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৩০০ ফুট দূরে পাওয়া যায় — সিটবেল্ট বাঁধা অবস্থায়। অথচ তিনি বেঁচে আছেন। তার মেয়ে সারা লেপিন কানাডার একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "এটা সম্পূর্ণ অলৌকিক ঘটনা। আমি এখনও বুঝতে পারছি না কীভাবে এটা সম্ভব হলো। তার নিশ্চয়ই একজন অভিভাবক দেবদূত ছিলেন।" সোলাঞ্জের এক পায়ে একাধিক হাড় ভেঙে গেছে, অস্ত্রোপচার চলছে — কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন। বিমান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্রু সদস্যদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি চার-পয়েন্টের সিটবেল্ট এই অসাধারণ পরিস্থিতিতে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

সাবেক এফএএ নিরাপত্তা পরিদর্শক ডেভিড সুসি সিএনএনকে বলেন, বিমানটি যদি দমকল গাড়িটিকে ঠিক মাঝখানে না লাগাত, বরং চল্লিশ ফুট সামনে বা পেছনে লাগত, তাহলে ডানায়, জ্বালানি ট্যাংকে বা ইঞ্জিনে আঘাত লেগে বিশাল আগুনের সৃষ্টি হতো এবং মৃত্যুর সংখ্যা হতো অনেক অনেক বেশি। তিনি বলেন, "এটা ছিল নিছক সৌভাগ্য যে বিমানটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

৪০তম ফোবানা সম্মেলন

কিক-অফ মিটিং ৩ এপ্রিল অরল্যান্ডোতে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের অরল্যান্ডো শহরে অনুষ্ঠিতব্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর ৪০তম

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • ট্রিপ এন্ড ফল
• কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• স্লিপ এন্ড ফল • লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION (Consultation fee applies)
ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA In Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫*
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৮৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

ALAHI TAX
IRS ENROLLED AGENT
কুদরুতে এলাহী
MBA, EA
IRS ENROLLED AGENT
TAX ✦ IMMIGRATION ✦ NOTARY PUBLIC
646-577-6929 ▮ 1134 Liberty Ave, Brooklyn ▮ www.alahitax.com

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?
আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি
সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার
GREE MECHANICAL YONKERS
বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com